সম্পাদকীয়

আল্লাহ্ তা'লা তাঁর পথে দুঃখ কষ্ট বরণকারীদের বিমুখ করেন না

এ যুগ আধ্যাত্মিক লড়াইয়ের যুগ। শয়তানের সাথে যুদ্ধ চলছেই। শয়তান মারাত্মক সমরাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দূরভিসন্ধি কার্যকর করতে ধর্মের দূর্গে আঘাত হানছে আর চাচ্ছে ধর্মকে পর্যুদস্ত করতে। কিন্তু খোদা তা'লা একালে শয়তানের এই শেষ যুদ্ধে সর্বকালের জন্য তাকে পরাভূত করে দেবেন। এজন্য তিনি পবিত্র এই জামা'ত প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কল্যাণমন্ডিত সে, যে তা শনাক্ত করতে পেরেছে। পুণ্য লাভ করার জন্য এখন স্বল্পকালই মাত্র রয়ে গিয়েছে। কেননা অদূর ভবিষ্যতে আল্লাহ্ তা'লা এই জামা'তের সত্যতা দিবালোকের চেয়েও আলোকোজ্জ্বল করে দেখাবেন। এমন যুগ আসবে, যখন বিশ্বাস আনয়নে তেমন পুণ্যকর কোন মর্যাদা থাকবে না এবং অনুশোচনা ও অনুতাপের দুয়ার বন্ধ সদৃশ হবে। এজন্য এ যুগে, আমাকে মান্যকারীদের বাস্তবে মহিমান্বিত এক সংগ্রাম নিজ অন্তরাত্মার সাথেই করতে হয়। কখনও কখনও তারা প্রত্যক্ষ করবে যে, নিজস্ব ভ্রাতৃত্ব বন্ধন থেকে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন হতে হবে, তাদের ব্যবসা বাণিজ্য ও আয় উপার্জনের পথে প্রতিবন্ধকতার প্রচেষ্টা চালানো হবে, তাদেরকে গালি গালাজ শুনতে হবে, অভিসম্পাত কুড়াতে হবে কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে তারা এসবকিছুর বিনিময় লাভ করবেন।

পরবর্তীতে এমন যুগ আসবে, যখন জগত এত দ্রুততার সাথে এর পানে ধাবিত হবে যে, উঁচু এক টিলা থেকে পানি যেভাবে দ্রুত বেগে নীচের দিকে ধাবিত হয়ে আসে সেই ভাবে জগত ছুটে আসতে থাকবে। তখন কোন অস্বীকারকারী নজরে পড়বে না। ঐ যুগে অঙ্গীকার গ্রহণ কী কোন মূল্য রাখবে? অতএব সেই সময় ঈমান আনা বীরত্বের লক্ষণ নয়। তাই মান্য করা প্রারম্ভকাল সর্বদাই দুঃখ কষ্টের যুগই হয়ে থাকে।

হযরত আবু বকর (রা.) আঁ হযরত (সা.)কে মান্য করে মক্কার কর্তৃত্ব যেভাবে পরিত্যাগ করেছেন আল্লাহ্ তা'লা তার বদলায় তাঁকে তৎকালীন এক বিশ্বের বাদশাহী দিয়েছেন। আবার হযরত ওমর (রা.) কম্বল পরিধান করে যেভাবে নিজেকে নিঃস্ব ও অসহায় অবস্থায় নিপতিত করে তাঁর (সা.) আনুগত্য গ্রহণ করেছেন তাতে খোদা তা'লা কী কোন প্রতিফল তাঁকে (রা.) দিতে বাকী রেখেছেন? অবশ্যই নয়। খোদা তা'লার জন্য যৎসামান্য কষ্টও কেউ বরণ করলে সে বিনাশ প্রাপ্ত হয় না যতক্ষণ না এর ফল সে প্রাপ্ত হয়।

ঈমানের কথা এটাই যে সুপ্ত বিষয়ও কিছু মেনে নাও। প্রথম রাতের চাঁদ (হেলাল) যে প্রত্যক্ষ করতে পারে তাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সম্পন্ন বলে অভিহিত করা হয় কিন্তু চতুর্দশীর চাঁদ দেখে উৎফুল্ল হয়ে কেউ যদি চিৎকার করতে শুরু করে তবে তাকে পাগলই বলা হবে।

প্রসঙ্গত কাবুলের প্রখ্যাত মওলানা –মৌলবী আব্দুল লতিফ সাহেব ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.) সমীপে নিবেদন করেন যে, 'হুযূর (আ.) আমি আপনাকে সর্বদাই সূর্যের ন্যায়ই দেদীপ্যমান দেখেছি। প্রশ্ন উদ্রেককারী সুপ্ত বা গুপ্ত কোন রহস্যই আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি। তাহলে আমার কী কোন পূণ্য লাভ হবে– নাকি হবে না?' উত্তরে হুযূর (আ.) বলেন, আপনি তো সেই সময়ও দেখেছেন কেউই যখন দেখতে পেতো না। আপনি স্বয়ং নিজেকেই আক্রমণকারীদের লক্ষ্যস্থল বানিয়ে ফেলেছেন অর্থাৎ যুদ্ধের জন্য একরকম প্রস্তুত হয়েই রয়েছেন।

৩০ এপ্রিল ২০০৯

সূচীপত্র — *পৃষ্ঠা নং*

- **কুরআন শরীফ** ২
- **হাদীস শরীফ** ৩
- **অমৃত বাণী** ৪
- **জুমুআর খুতবা ঃ** ৫-৮
  হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)
- **জুমুআর খুতবা ঃ** ৯-১৫
  হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)
- *রাবওয়াতে অনুষ্ঠিত মজলিসে মুশাবেরাত, ০৯ উপলক্ষ্যে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর আশিসপূর্ণ বাণী* ১৬
- *আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা* **(সা.)** ১৭-১৯
  কোহিনূর বেগম (বিথী)
- **মোহতরমা মাসুদা সামাদ সাহেবাকে যেমন দেখেছি** ২০-২৩
  মাকসুদা রহমান
- **হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.)-এর বাংলাদেশ সফর** ২৪-২৭
  মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল
- **স্থানীয় জামা'তের সালানা জলসার প্রতিবেদন** ২৮
- **সংবাদ** ২৯-৩৩
- **গরমে তরমুজ উপকারী** ৩৩
- **কৃষি পাতা** ৩৪-৩৫
- **দৈনিক পত্র-পত্রিকার পাতা থেকে** ৩৬
  সংকলন ও উপস্থাপনা ঃ এম, আহমদ

প্রচ্ছদ : তারেক আহমদ (সবুজ)

কৈফিয়ত ঃ

১৫ এপ্রিল, ০৯ 'পাক্ষিক আহমদী'-র ১৯তম সংখ্যার প্রচ্ছদে অঙ্গ সজ্জার ১ম লাইনে বাংলা যুক্ত অক্ষর **'ল্ল'** মুদ্রিত না হওয়ায় শুদ্ধ উচ্চারণের ষ্টিকার সংযুক্ত করে দেয়া হয়। ঘটনাচক্রে কোথাও যুক্ত অক্ষর দৃশ্যমান না হলে ষ্টিকারটি স্থানচ্যুত হয়ে থাকবে। উক্ত লাইনটি হলো–**'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'**।

এখন রক্ষা পাওয়াটা খোদা তা'লার অনুগ্রহ। এক ব্যক্তি, যুদ্ধে যে অবতীর্ণ হয় তার বীরত্বের ব্যাপারে তো সন্দেহের কিছু নেই তবে যদি সে বেঁচে যায় আর তাঁর দেহে কোন আঘাত প্রাপ্ত না হয় তা হলে সেটাও আল্লাহ্রই অনুগ্রহ। অদ্রুপে আপনি–যেভাবে স্বয়ং নিজেকে যুদ্ধের ময়দানে প্রবেশ করিয়েছেন আর সর্বপ্রকার দুঃখ কষ্ট এবং বিপদাবলীকে এই পথে চলতে গিয়ে বরণ করে নিতে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছেন তাই আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে এর প্রতিফল দানে বিমুখ করবেন না। [মলফুযাত, তৃতীয় খন্ড, পৃঃ ১৬]

ইনি হলেন সেই সাহেবযাদা আব্দুল লতিফ সাহেব (রা.) যিনি এমন মর্যাদাবান বিজ্ঞ আলেম যে তাঁর হাতে কাবুলের সিংহাসনে নব অধিষ্ঠিত বাদশাহ্রা রাজমুকুট মাথায় পরে ধন্য হতেন। এই প্রখ্যাত আলেমকে ইমামে আখেরুজ্জামান হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)কে মান্য করার কারণে প্রস্তরাঘাতে শহীদ করা হয়। তিনি আহমদীয়াতের ইতিহাসে প্রথম শাহাদত বরণকারীর মর্যাদা লাভ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করুন। আমীন!

কুরআন শরীফ

সূরা হুদ-১১

قِيْلَ يٰنُوْحُ اهْبِطْ بِسَلٰمٍ مِّنَّا وَ بَرَكٰتٍ عَلَيْكَ وَ عَلٰٓى اُمَمٍ مِّمَّنْ مَّعَكَ ۗ وَ اُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۴۹﴾

৪৯। (তখন) বলা হল, 'হে নূহ্! আমাদের পক্ষ থেকে শান্তি, নিরাপত্তা এবং সেসব কল্যাণসহ তুমি অবতরণ কর যা তোমাকে ও তোমার সাথে (আরোহী) জাতিগুলোকে[১৩২১] দেয়া হয়েছে। আর আমরা আরও কোন কোন জাতিকে অবশ্যই সুখস্বাচ্ছন্দ্য দান করবো। (কিন্তু) পরবর্তীতে আমাদের পক্ষ থেকে তাদের ওপর যন্ত্রণাদায়ক আযাব নেমে আসবে।'

تِلْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَاۤ اِلَيْكَ ۚ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَاۤ اَنْتَ وَ لَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا ۚ فَاصْبِرْ ۚ اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿۵۰﴾

৫০। এগুলো হল অদৃশ্যের[১৩২২] সেসব গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ যা আমরা তোমার প্রতি ওহী করি। তুমি এবং তোমার জাতি এর পূর্বে এগুলো সম্পর্কে জানতে না। সুতরাং তুমি ধৈর্য ধর। নিশ্চয় মুত্তাকীদের জন্যই রয়েছে উত্তম পরিণাম।

১৩২১। এই আয়াত হতে জানা যায় যে, নূহ (আ.)-এর বংশধরগণ ছাড়াও বিশ্বাসীদের সন্তানসহ যারা নূহ (আ.)-এর সঙ্গে নৌকায় আরোহণ করেছিল তারা মহাপ্লাবন হতে রক্ষা পেয়েছিল। তারা অনেক উন্নতি করেছিল এবং দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই কারণে পন্ডিত ব্যক্তিরাও এই ধারণা ব্যক্ত করে থাকেন যে, ভূ-পৃষ্ঠে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই নূহ (আ.)-এর বংশোদ্ভুত।

এই আকস্মিক মহাপ্লাবনের ঘটনার গল্প-গাঁথা কিছু কিছু পরিবর্তিত হলেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাহিত্য ও লোক গাঁথায় বিদ্যমান রয়েছে (এনসাইকো: রিল এন্ড এথ,এনসাইকো বিব, এনসাইকো ব্রিট ডিলিউগ 'Deluge' অধ্যায়)। এই দৈব দুর্ঘটনা মানব সভ্যতার উষা লগ্নে সংঘটিত হয়েছিল বলে অনুমিত হয়। এটা সুবিদিত ও ঐতিহাসিক সত্য যে, যখনই কৃষ্টি ও সভ্যতায় উন্নততর কোন জাতি কোন দেশে বা ভূখন্ডে বসতি স্থাপন করতে গিয়েছিল, তখন সেই দেশের অনুন্নত অধিবাসীদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করেছে অথবা সম্পূর্ণ পরাভূত করে রেখেছে। এই রূপেই বোধ হয় নূহ (আ.) এবং তাঁর সাথীদের বংশোদ্ভুত লোকেরা মানব সভ্যতার প্রতিষ্ঠাকালে বিভিন্ন দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। কারণ ঐ সকল দেশে বসবাসরত অধিবাসীদের চেয়ে নূহের জাতি অধিকতর প্রবল ও শক্তিশালী ছিল। কারণ তারা ঐ সকল দেশের অধিবাসীদেরকে হয় নির্মূল করে দিয়েছে অথবা গভীরভাবে আকৃষ্ট করে বশীভূত করে নিয়েছিল এভাবেই তারা তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য এবং কৃষ্টি সভ্যতাকে বিজিত ও পরাভূত দেশগুলিতে প্রবর্তন করেছিল এবং এই কারণেই প্রলয়ঙ্করী মহাপ্লাবনের ঘটনাবলী সেই সকল দেশের লোক-গাঁথায় প্রবিষ্ট হয়েছিল। যা হোক সময়ের ব্যবধানে ঐ সব ছড়িয়ে পড়া উপনিবেশ স্থাপনকারীগণ মূল বাসস্থান হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং নূহ (আ.)-এর প্লাবনের ঘটনাবলী ঐ সব আঞ্চলিক ঘটনার নামে প্রচলিত হয়ে পড়ে। এই জন্যই সেই সকল স্থান ও মানুষের নামগুলিও আঞ্চলিক নামানুসারে পরিবর্তিত হয়ে মূল নামের স্থান দখল করে বসে। অতএব, নি:সন্দেহে এই কথা বলা যায় যে, নূহের (আ.) মহাপ্লাবন বিশ্বব্যাপী আযাবরূপে নিপতিত হয়নি। ভিন্ন ভিন্ন দেশের পরাম্পরাগত মতবাদ অনুযায়ী পৃথক পৃথক বন্যা বলেও সাব্যস্ত করা যায় না।

১৩২২। কুরআনে বর্ণিত বিভিন্ন যুগের নবীগণের ঘটনাবলী কোন কেচ্ছা-কাহিনী বা গল্পরূপে বর্ণনা করা হয়নি। বরং ভবিষ্যদ্বাণীর আকারে এগুলি কুরআন করীমে সন্নিবিষ্ট হয়েছে, কারণ এই সকল ঘটনাবলীর সদৃশ ঘটনাবলী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনে সংঘটিত হবে–এর পূর্বাভাসই দেয়া হয়েছে।

হাদীস শরীফ

ইস্তেকামাত

কুরআন ঃ

"নিশ্চয় যারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্,' অতঃপর তারা দৃঢ়তার সাথে অবিচল থাকে, তাদের ওপর ফিরিশ্‌তাগণ নাযেল হয় (এই বলে), 'তোমরা ভয় করিও না, এবং দুঃখিত হয়ো না এবং সেই জান্নাতের জন্য তোমরা আনন্দিত হও যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হচ্ছে।

(সূরা হামীম আস্ সাজ্‌দা)

হাদীস :

আন সুফিয়ানাবনে আবদিল্লাহে ক্বালা কুলতু ইয়া রাসূলাল্লাহে কুল ফীল ইসলামে ক্বওলান লা আসআলু আনহু আহাদান গায়রাকা কালা কুল আমানতু বিল্লাহে সুম্মাসতাকীম।

অর্থাৎ সুফিয়ান ইবনে আব্দুল্লাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি আমাকে ইসলামের ব্যাপারে এমন কথা বলুন যেন আপনি ছাড়া অন্য কাউকে আর সে বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে না হয়। তিনি (সা.) বললেন বল : আমি আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনেছি তারপর এর ওপর অবিচল হয়ে যাও (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা :

যুগে যুগে যারা আল্লাহ্‌র বাণীকে মানবজাতির কাছে পৌঁছে দিয়েছেন তাদের বড় বড় বাঁধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে। এমনকি সত্যের জন্য নিজের জান-মাল আত্মীয়-স্বজনকে ত্যাগ করতে হয়েছে। সত্যের ওপর অবিচল হয়ে যাওয়া একটি মহান গুণ এ গুণের চরম বিকাশস্থল হলেন আল্লাহ্‌র নবীগণ। তাঁরা নিজেদের জীবনে ইস্তেকামাত ও ধৈর্য দেখিয়ে তাঁদের অনুসারীদের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে থাকেন।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, যারা আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান আনার পর ঈমানের জন্য অবিচল থাকে, পৃথিবীর কোন বিরোধিতার পরওয়া করে না-খোদা তাআলা তাদের হৃদয়কে প্রশান্তি দেন। তাঁদের জন্য জান্নাত রেখেছেন। অর্থাৎ, সত্যকে গ্রহণ করার পর তাঁরা নিজেদের জীবনকে সত্যের ওপর পরিচালিত করে। এর ফলে তাঁদের কর্ম তাঁদেরকে জান্নাতের হকদার করে দেয়।

উপরোক্ত হাদীস হতে এ বিষয়টি জানা যায় যে, আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান আনার পর এর ওপর নিষ্ঠাবান ও অবিচল থাকলে পৃথিবী কিছুই করতে পারবে না। আল্লাহ্‌কে এক অদ্বিতীয় মানার পর তাঁর সাথে কোন ধরনের অংশীদার না করা আসল বিষয়। সকল মিথ্যা হতে মুক্ত হয়ে–**ওয়াহেদ লা শারীক**– অংশবিহীন খোদার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করলে কোন ধরনের ভয়ের আশঙ্কা থাকবে না। আর এ সব কিছু নির্ভর করে আল্লাহ্‌র মনোনীত ব্যক্তির আনুগত্যের মধ্যে। তিনিই সেই সত্ত্বা যিনি আমাদেরকে অবিহিত করেন যে, কোন বিষয়টি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির কারণ আর কোনটি অসন্তুষ্টির। তাই হযরত রসূল করীম (সা.) বলছেন যে, এক-অদ্বিতীয় খোদার ওপর ঈমান এনে এ বিশ্বাসের ওপর অবিচল থাকলে তোমার কোন ভয় নেই। খোদা স্বয়ং তোমার অভিভাবক হয়ে যাবেন।

আল্লাহ্‌র পথে নানা ধরনের পরীক্ষা আসে-যাতে তিনি দেখেন যে, কে তার ওপর আস্থা রাখে। এভাবে যারা নিজের ঈমানের ওপর অবিচল থাকেন আল্লাহ্ তাআলা তাদের পুরস্কৃত করেন। আল্লাহ্ করুন আমরা যেন আমাদের ঈমানে দৃঢ় প্রত্যয় দেখাই এবং খোদার আশিসের ভাগীদার হই, আমীন।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা :

আলহাজ্জ মাওলানা সালেহ আহমদ

মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী
হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

.... সারকথা হলো, আল্লাহ্ তাঁর আদি জ্ঞানের ভিত্তিতে জানতেন, শেষ যুগে খ্রীষ্টান জাতি সত্য ধর্মের সঠিক পথের বিরোধিতা করবে এবং সম্মানিত প্রভুর পথে বাধা সৃষ্টি করবে ও প্রকাশ্য মিথ্যাচার করবে। একই সাথে তিনি এটিও জানতেন, সে যুগে মুসলমানরা কুরআনের সুমহান শিক্ষাকে পরিত্যাগ করবে এবং এমন সব বিভ্রান্তিকর বিদা'তের অনুসরণ তারা করবে যা কুরআন থেকে প্রমাণিত নয়। ধর্মের জন্য সহায়ক এবং মু'মিনদের ঈমানী পোষাকের সৌন্দর্য বর্ধনকারী বিষয়াবলীকে তারা পরিত্যাগ করবে। তারা বিদা'ত, কুপ্রবৃত্তি ও দুষ্কৃতিপরায়ণতার ধ্বংসাত্মক গহ্বরে পতিত হবে। নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা ও ধর্ম বলতে তাদের কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। এ যুগে দু'শ্রেণীর সীমালঙ্ঘনকারীদের সংশোধন ও মিথ্যাবাদীদের মুখ বন্ধ করার জন্য তখন অনুগ্রহ ও করুণার নিদর্শনস্বরূপ তিনি এক ব্যক্তিকে প্রেরণের সিদ্ধান্ত নিলেন। তাঁর নিখুঁত পরিকল্পনার দাবি ছিল, প্রেরিত ব্যক্তির নাম খ্রীষ্টানদের সংশোধনের নিরিখে **'ঈসা'** আর মুসলমানদের তরবিয়তের নিরিখে **'আহমদ'** রাখা, এবং তাঁকে উভয় দলের রীতি-নীতি ও পথ ঘাট ভালভাবে অবগত করা। অতএব তিনি তাঁকে উল্লেখিত দু'টো উপাধি দিয়েছেন এবং উভয় পানীয় থেকে পান করিয়েছেন আর তাঁকে মু'মিনদের দুঃখবিমোচনকারী ও খ্রীষ্টানদের নৈরাজ্য নির্মুলকারী নিযুক্ত করেছেন। অতএব খোদার দৃষ্টিতে একদিকে তিনি ঈসা এবং অপরদিকে আহমদ। সুতরাং তুমি বৈমাত্রেয় ভাইয়ের মত আচরণ পরিহার কর আর বিরোধিতা ও অন্যায়ের পথ এড়িয়ে চল, সত্যকে গ্রহণ করো আর কৃপণদের মতো হয়ো না। নবী (সা.) যেখানে তাঁকে মসীহের গুণে গুণান্বিত আখ্যা দিয়েছেন বরং তাঁকে ঈসা নাম দিয়েছেন আর তাকে তাঁর নিজ মহান সত্তার গুণে গুণান্বিত আখ্যায়িত করেছেন এবং মুস্তফা সদৃশ 'আহমদ' নামে অভিহিত করেছেন। তোমার জানা উচিত, তিনি যে এ দু'টো নাম পেয়েছেন তা দু'টো সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর আন্তরিক সমবেদনাপূর্ণ দৃষ্টির কারণে।

সুতরাং খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের সংশোধনের উদ্দেশ্যে তাদের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টি ও বন্দীর প্রতি সহমর্মীতার ন্যায় তাদের খাতিরে ব্যথিত হবার কারণে স্বর্গের অধিপতি তাঁকে ঈসা নাম দিয়েছেন। অনুরূপভাবে নবী (সা.)-এর উম্মতের জন্য তাঁর গভীর হিতাকাঙ্ক্ষিতার কারণে তাঁকে আহমদ নাম দিয়েছেন। তাদের ভয়াবহ মতভেদ এবং ঘৃণ্য জীবন দেখে তাঁর মর্মপীড়া আরও বেড়ে যায়। সুতরাং তোমার জেনে রাখা উচিত, প্রতিশ্রুত ঈসাই আহমদ আর প্রতিশ্রুত আহমদই ঈসা। এ সমুজ্জ্বল রহস্যকে অবজ্ঞা করো না। তুমি কি অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা আর খ্রীষ্টানদের হাতে যা ঘটেছে তা দেখছো না? তুমি কি দেখছো না, আমাদের জাতি ধর্মীয় সংস্কার ও ধর্মীয় শিক্ষাকে কলুষিত করেছে? শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে করতে তাদের অধিকাংশের জ্ঞান জোনাকীর আলোর ন্যায় ক্ষীণ এবং তাদের আলেমরা মরুভূমির মরীচিকাতুল্য হয়ে গেছে। দুস্কৃতির অনুসরণ তাদের মজ্জাগত অভ্যাসে পরিণত হয়েছে এবং মানব স্বভাব বিরুদ্ধ সব অপকর্ম এক পর্যায়ে তাদের জন্য স্বভাবসিদ্ধ বাসনার রূপ নিয়েছে আর তারা নাছোড়বান্দার ন্যায় জাগতিকতার প্রতি আসক্ত হয়েছে।

(সির্‌রুল খিলাফাহ্ পুস্তকের বাংলা সংস্করণ পৃঃ ৭১-৭২ থেকে উদ্ধৃত)

নিশ্চয় আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃজনের মধ্যে এবং রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তনের মাঝে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لـه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

[بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيم * اَلْحَمْدُ للهِ ربِّ الْعَالَمينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحيم * مَالك يَوْمِ الدِّين * إيَّاكَ نَعْبُدُ وَإيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوب عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ] (آمين)

সৈয়দনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের লেক ডিষ্ট্রিক্টে প্রদত্ত ১০ এপ্রিল, ২০০৯-এর (১০ শাহাদত, ১৩৮৮ হিজরী শামসি) জুমু'আর খুতবা।

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ
وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۝١٩١
الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُودًا وَّعَلٰى جُنُوبِهِمْ
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا
خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝١٩٢

(সূরা আল্ ইমরানঃ ১৯১-১৯২)

যে আয়াতদ্বয় আমি তেলাওয়াত করেছি তার অনুবাদ হচ্ছে, **'নিশ্চয় আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃজনের মধ্যে এবং রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তনের মাঝে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে।'**

'যারা দাঁড়িয়ে এবং বসে আর নিজেদের পার্শ্বদেশে (শুয়ে) আল্লাহ্কে স্মরণ করে এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃজন সম্পর্কে চিন্তা করে এবং বলে, হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি এসব কিছু বৃথা সৃষ্টি কর নি। তুমি পবিত্র, অতএব তুমি আমাদেরকে আগুনের আযাব হতে রক্ষা করো।'

এ আয়াত দু'টিতে আল্লাহ্ তা'লা মানুষের কাছে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট করার জন্য আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন যে, সবকিছু খোদা তা'লাই সৃষ্টি করেছেন। এই সৃজনের মধ্যে আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সবকিছুই অন্তর্ভূক্ত আর মানুষও এই সৃষ্টিরই একটি অংশ। মানুষের কল্যাণের জন্য, তার কাজকর্ম এবং বিশ্রামের জন্য দিন ও রাতের বিধান করেছেন। এক স্থানে বলেছেন, যদি কেবল দিনই হতো আর রাত না আসতো তাহলে তোমাদের অবস্থা কীরূপ হতো? আর রাতই যদি চিরস্থায়ী হতো তাহলে মানুষের অবস্থা কেমন হতো? এসব দেশে অর্থাৎ পাশ্চাত্যের দেশসমূহে জরিপ চালালে দেখা যাবে, শীতকালে দিন খুবই ছোট হয়ে যায় আর রাত দীর্ঘ হয়। আপনারা দেখে থাকবেন, সাধারণত এ দিনগুলোতে মানসিক চাপ বা (Depression) বিষাদগ্রস্ত রোগীর সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়।

এটি আল্লাহ্ তা'লার পরম অনুগ্রহ যে, তিনি রাতও সৃষ্টি করেছেন আবার দিনও; দু'টি পৃথক সময় বানিয়েছেন। এতে সামান্য পরিবর্তন এলেই, যেমন ছোট দিন আসলেই যখন আলো কমে যায় তখন এসব দেশে বসবাসকারী এবং এখানকার আবওহাওয়াতে অভ্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের মাঝে Depression আরম্ভ হয়ে যায়।

এটি মানুষের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার অনেক বড় একটি অনুকম্পা। এই দিন ও রাত বিভিন্ন ঋতুতে পরিবর্তিত হতে থাকে। কখনও রাত ছোট হয়ে যায় আবার দিন দীর্ঘ থাকে আবার কখনও দিন ছোট হয়ে যায় আবার রাত দীর্ঘ হয়

অথবা অনেক সময় দিবারাত্রির বিস্তৃতি সমান হয়ে থাকে। সুতরাং মানুষের জন্য আল্লাহ্ তা'লা এই পরিবর্তিত ঋতু এ জন্য সৃষ্টি করেছেন যাতে এ কারণে সে আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা গীতি করে। অর্থাৎ খোদার কতো বড় অনুগ্রহ! যদি একই ধরনের জিনিষ বা আবহাওয়া হয় আর কোন পরিবর্তন না আসে তাহলে মানুষের Depression এর রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশংকা থাকে। পরিবর্তনশীল পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন যাতে প্রকৃতিতে যে বৈচিত্র রেখেছেন তাও প্রকাশিত হতে থাকে।

যদি আমরা দৃষ্টি দেই তাহলে দেখা যাবে যে, সাধারণত বেশিরভাগ সময় আলো থাকে। বছরে ছোট দিনের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম আর বড় দিনের সংখ্যা বেশি। এটিও আল্লাহ্ তা'লার বিরাট অনুগ্রহ। অতএব আল্লাহ্ তা'লা বলেন, বুদ্ধিমান তারাই যারা এই পরিবর্তনশীল ঋতু এবং দিবসের প্রতি দৃষ্টি দেয়। তারপর আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ স্মরণ করে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়। তিনি যেভাবে মানুষের প্রকৃতি সৃষ্টি করেছেন সে মোতাবেক মওসুম বা ঋতুতে বৈচিত্র রেখেছেন। এই দৃষ্টিকোন হতে আমাদের বলেছেন, এই যে পরিবর্তনশীল দিন-রাত এর থেকে এবং আলোকজ্জ্বল দিন হতে মানুষের শিক্ষা গ্রহণ এবং আধ্যাত্মিকভাবে উপকৃত হওয়া উচিত।

আল্লাহ্ তা'লার নূর বা সেই জ্যোতি যা খোদার পক্ষ হতে আসে সেই আধ্যাত্মিক দ্যুতি যা আল্লাহ্ তা'লা নিজ বিশেষ বান্দাদের মাধ্যমে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন তা থেকে লাভবান হওয়া উচিত। সেসব প্রেরিতদের সন্ধান করা উচিত। তারা যে বার্তা নিয়ে আসেন, আল্লাহ্র সাহায্য কামনা করে–তাঁর সমীপে বিনত হয়ে অস্বীকারের পরিবর্তে তাঁর সত্যতাকে গ্রহণ করার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা প্রয়োজন। এমন কর্মই মানুষকে খোদা এবং তাঁর ইবাদতের প্রতি আকৃষ্ট করে এবং তাঁর অনুগ্রহ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী মানুষে পরিণত করে।

> ***আমরা সৌভাগ্যবান! কারণ, মহানবী (সা.)-এর দ্বিতীয় আবির্ভাবকে শনাক্ত করে সেই জ্যোতি হতে আমরা অংশ লাভ করছি যা এ যুগে আমাদের আত্মিক উন্নতির জন্য আল্লাহ্ তা'লা প্রেরণ করেছেন।***

আমরা সৌভাগ্যবান! কারণ, মহানবী (সা.)-এর দ্বিতীয় আবির্ভাবকে শনাক্ত করে সেই জ্যোতি হতে আমরা অংশ লাভ করছি যা এ যুগে আমাদের আত্মিক উন্নতির জন্য আল্লাহ্ তা'লা প্রেরণ করেছেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা বলেন, অংশ লাভ করা এবং কল্যাণ পাওয়ার জন্য শুধুমাত্র শনাক্ত করা এবং মেনে নেয়াই যথেষ্ট নয় বরং আল্লাহ্ তা'লার যিক্র (স্মরণ-ইবাদত) একান্ত আবশ্যক। যেমন দ্বিতীয় আয়াতে বলেছেন,

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَّقُعُودًا وَّعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ

অর্থাৎ **যারা দাঁড়িয়ে এবং বসে আর নিজেদের পার্শ্বদেশে (শুয়ে) আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে।**

وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ

এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃজনের ব্যাপারে চিন্তা করে; কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তারা একথা বলতে বাধ্য হয় যে **'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি এসব কিছু বৃথা ও অকারণে সৃষ্টি কর নি।'** বরং প্রত্যেক সৃষ্টির পিছনে একটি মহৎ উদ্দেশ্য আছে।

এই পৃথিবীতে আল্লাহ্ তা'লার যত সৃষ্টি রয়েছে তা বিষাক্ত প্রাণিই হোক না কেন তা সৃষ্টি করারও উদ্দেশ্য আছে। **'তুমি পবিত্র, অতএব তুমি আমাদেরকে আগুনের আযাব হতে রক্ষা করো।'** আমরা তোমাকে অস্বীকার করে এবং খোদা হিসেবে তোমায় প্রত্যাখ্যান করে কোথাও আগুনের আযাবে না পতিত হই।

আল্লাহ্ তা'লার প্রেরিত পুরুষকে মানার পর দায়িত্ব আরো বেড়ে যায় অর্থাৎ এরপর আল্লাহ্ তা'লার যিক্র বা স্মরণের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়া চাই এবং সদা তাঁর প্রতিটি সৃষ্টিকে দেখে হৃদয়ে কৃতজ্ঞতার প্রেরণা সৃষ্টি হওয়া উচিত। যখন যিক্র করা হবে তখন ইবাদতের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হবে। আর ইবাদতের প্রতি যখন মনোযোগ নিবদ্ধ হবে তখন আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলী মেনে চলার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হবে। অতএব, এটি এমন একটি বৃত্ত যার সীমানাভূক্ত হয়ে মানুষ সর্বদা নেকী (পুণ্য) ও কৃতজ্ঞতার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ থাকে; নেকীর উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, পুণ্যকর্ম করার তৌফিক পায় এবং কৃতজ্ঞতার প্রেরণায় সমৃদ্ধ থাকে।

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩٢﴾

যে বান্দা আল্লাহ্ তা'লাকে চিনে বা চেনার চেষ্টা করে, আল্লাহ্ তা'লা আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার প্রতি অভিনিবেশের ফলে সে বান্দার বিশ্বাস দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হতে থাকে। এই এলাকায় আমরা অনেক উঁচু পর্বত, গভীর খাদ, জলপ্রপাত, নদী-নালা ও ঝিল দেখতে পাই। লেক ডিস্ট্রিক্ট বলা হয় এ অঞ্চলকে, অনেক ঝিল আছে এখানে। এসবকিছু খোদার অস্তিত্ব

প্রকাশ করে। সেসব কিছুর চিত্র তুলে ধরে যা আল্লাহ্ তা'লা আমাদের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন। যদি আমরা বিশ্ব জগতের নকশা দেখি, দূরবিক্ষণের মাধ্যমে তারা বিশ্বজগতের যে চিত্র ধারণ করেছে, নক্ষত্রপুঞ্জের ভিড়ের মাঝে আমাদের এই পৃথিবী তুচ্ছ ও অতি ক্ষুদ্র একটি বিন্দু বলে পরিদৃষ্ট হয়; বরং লেখা হয় যে, আমাদের পৃথিবী এখানেরই কোন এক স্থানে হবে ।

এই পৃথিবীতেই আল্লাহ্ তা'লা এমন অগণিত জিনিষ সৃষ্টি করেছেন মানুষ যদি তা দেখে তাহলে নতুন বলে মনে হয়। কোনো রাস্তায় চলতে থাকুন বা কোনো জঙ্গলে চলে যান, কোনো নদীর তীরে দাঁড়ান বা কোনো মরুভূমিতে দন্ডায়মান হোন আপনি নতুন আঙ্গিকে খোদা তা'লার কুদরত দেখতে পাবেন। নুতন মহিমায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বিকাশ চোখে পড়বে, খোদা তা'লার প্রভুত্বের উপর যা নিশ্চিত বিশ্বাসের জন্ম দেয়। এটিও একজন আহমদীর সাতন্ত্রতা; যুগ ইমামকে শনাক্ত করে এসব জিনিষের প্রতি তার বর্ধিত মনোযোগ নিবদ্ধ হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টিকৌশলের প্রতি, তাঁর কুদরত ও সৃষ্টির প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হবে। পক্ষান্তরে একজন বিখ্যাত কবি আল্লামা ইকবাল আল্লাহ্ তা'লার কাছে অভিযোগের আদলে একটি কবিতা রচনা করেছিলেন যার শিরোনাম ছিল

'শিক্ওয়া' (অভিযোগ নামা): ***'হে আল্লাহ্ তা'লা! আমার কাছে রূপকভাবে ধরা দাও।'***

মুসলমান আলেম ছিল এবং অনেক বড় শিক্ষিত ছিল কিন্তু আল্লাহ তা'লার সৃষ্টিকে দেখেও তাঁকে চিনতে পারেনি। কিন্তু একজন আহমদী নারী যিনি যুগ ইমামের প্রিয় দুহিতা ছিলেন।

তিনি তাঁর (আ.) ক্রোড়ে শিক্ষা পেয়েছেন এবং এর উত্তরে লিখেছেন–

পর্বত শৃঙ্গে আমায় দেখ
সন্ধান করো গভীর খাদে
নিরীক্ষণে ভূমণ্ডল, দেখতে পাবে আমায়
প্রতিটি সৃজনেই দৃষ্ট হবো আমি
যা দেখে মনে করবে আমায় তুমি

এ হচ্ছে একজন আহমদীর অনন্য বৈশিষ্ট্য, যে সবকিছু দেখে পূর্বের তুলনায় অধিক আল্লাহ্ তা'লার পরিচয় লাভ করে আর তার ঈমান দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হতে থাকে।

এই পৃথিবীতেই আল্লাহ্ তা'লা এমন অগণিত জিনিষ সৃষ্টি করেছেন মানুষ যদি তা দেখে তাহলে নতুন বলে মনে হয়। কোনো রাস্তায় চলতে থাকুন বা কোনো জঙ্গলে চলে যান, কোনো নদীর তীরে দাঁড়ান বা কোনো মরুভূমিতে দন্ডায়মান হোন, আপনি নতুন আঙ্গিকে খোদা তা'লার কুদরত দেখতে পাবেন। নুতন মহিমায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বিকাশ চোখে পড়বে। খোদা তা'লার প্রভুত্বের উপর যা নিশ্চিত বিশ্বাসের জন্ম দেয়।

আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, আকাশসমূহ এবং পৃথিবী আমা কতৃক সৃষ্ট। অন্যান্য গ্রহ আমরা কেবল দূর থেকেই দেখেছি, আর বিজ্ঞানীরা স্বীয় জ্ঞান মোতাবেক কিছুটা ধারণা করে এবং ঝাপসা কতক ছবি দেখে এ সম্পর্কে আমাদের অবহিত করেছেন। তবে আমরা এর গভীর জ্ঞান রাখিনা। তবে এই ভূপৃষ্ঠ– যেখানে খোদা তা'লা আমাদের আবাদ করেছেন– এই পৃথিবীতেই আল্লাহ্ তা'লার বিভিন্ন সৃষ্টিশৈলী ও কুদরতের বিস্ময়কর দৃশ্য দেখা যায়। এ হচ্ছে আল্লাহ্ তা'লার মহিমা। অধিকন্তু যখন আমরা এই আয়াতের প্রতি তাকাই যা সেই যুগে অর্থাৎ ১৪/১৫ শতাব্দী পূর্বে আরবের মরুভূমিতে এমন একজন মানবের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, পার্থিব জ্ঞান বলতে যাঁর কিছুই ছিল না, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় জ্ঞানের ভিত্তিতে এটি অবতীর্ণ করে তাঁকে কামেল বা পরিপূর্ণ মানবে পরিণত করেছেন। এরপর তিনি (সা.) আমাদেরকে অবহিত করেছেন ফলে ইসলাম এবং মহানবী (সা.)-এর সত্যতার উপর এটি আবশ্যকীয় ভাবে এক ঈমানের জন্ম দেয়। আল্লাহ্ তা'লা সেই যুগে–যখন বিজ্ঞান এতোটা উন্নতি করেনি তখন আকাশ ও পৃথিবীর সৃজন সম্বন্ধে বিভিন্ন গুঢ় রহস্য বর্ণনা করেছেন। তারপর আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, এ সৃষ্টি দেখে একজন মানুষ বলে ওঠে,

مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

অর্থাৎ হে খোদা! তুমি এসব কিছু এমন সৃষ্টি করেছ যা মিথ্যা নয় বা বৃথা নয়। অতএব আমাদেরকে কখনও এমন বানিও না যারা একে মিথ্যা বা বৃথা মনে করবে। আর এর ফলে তোমার ইবাদতের ব্যাপারে যেন আমরা ভ্রুক্ষেপহীন না হয়ে পড়ি, তোমার ইবাদত বিমুখ যেন না হই, কেননা এর ফলে তোমার শাস্তি পাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

অতএব আমরা যখন কুরআন পাঠ করি, বিজ্ঞান এবং বিভিন্ন সৃষ্টি সম্পর্কে কুরআনের আয়াতসমূহের প্রতি মনোনিবেশ করি তখন আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ঈমান অধিক দৃঢ় হয়। ইসলামের সত্যতা আমাদের সম্মুখে আরো স্পষ্ট হয়। তাই প্রত্যেক আহমদীকে এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন।

আল্লাহ্ তা'লা যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা আমাদের সামনে আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের প্রমাণ। যারা বলে, খোদার কোনো অস্তিত্ব নেই, যদি তারা দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তাহলে দেখবে এই পৃথিবীতেই আল্লাহ্ তা'লার অগণিত সৃষ্টি রয়েছে যা আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **'পবিত্র কুরআনে ঐসব লোক যারা বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগায় তাদেরকে উলুল আলবাব বলা হয়েছে। এরপর বলেছেন**

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা দ্বিতীয় দিক যা বর্ণনা করেছেন তা হলো, উলুল আলবাব বা সঠিক জ্ঞান তারাই রাখেন যারা উঠতে-বসতে আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর যিক্র করেন। এ ধারণা করা উচিত নয় যে, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এমন বিষয় যা অনায়াসে অর্জিত হতে পারে। না, বরং সত্যিকার বিচক্ষণতা ও বুদ্ধি আল্লাহ্ তা'লার প্রতি সমর্পিত হওয়া ছাড়া লাভ হতেই পারে না।' সঠিক জ্ঞান সেই পায়, যে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি বিনত হয়। তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। তাঁর সৃষ্টিশৈলী এবং তাঁর সৃষ্টির প্রতি অভিনিবেশ করে। তিনি (আ.) বলেন, **'এ জন্যই বলা হয়েছে, মু'মিনের দূরদর্শিতাকে ভয় কর।'** মু'মিন অত্যন্ত বিচক্ষণ হয়ে থাকে। **'কেননা সে ঐশী নূরের আলোকে দেখে থাকে। সত্যিকার বিচক্ষণতা এবং প্রকৃত জ্ঞান যেভাবে এখনই আমি বর্ণনা করেছি কখনই লাভ হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত ত্বাকওয়া না থাকবে। যদি তোমরা সফল হতে চাও তাহলে বুদ্ধি খাটাও, চিন্তা-ভাবনা কর। অভিনিবেশ এবং চিন্তা-ভাবনা করার জন্য পবিত্র কুরআনে বারংবার তাগিদ দেয়া হয়েছে। কিতাবে মাকনূন(প্রচ্ছন্ন কিতাব) এবং পবিত্র কুরআনের প্রতি গভীর মনোনিবেশ করো, পবিত্র স্বভাবের অধিকারী হও। তোমাদের হৃদয় যখন পবিত্র হবে এবং বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করবে, ত্বাকওয়ার পথে বিচরণ করবে তখন এ দু'টোর সন্ধির ফলে এমন অবস্থা সৃষ্টি হবে**

مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

এর ধ্বনি তোমাদের অন্তর হতে নির্গত হবে।' যখন ত্বাকওয়ার পথে পা পড়বে,

আজকে বিজ্ঞানের যে উন্নতি পরিদৃষ্ট হয় আল্লাহ্ তা'লা পূর্বেই এই উন্নতির কথা পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেছেন। মানুষ পার্থিব জগতে জ্ঞানের সকল শাখায় উন্নতি করবে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ছাড়া তা সম্ভব নয়।

বিবেক-বুদ্ধি খাটাবে, আল্লাহ্ তা'লার প্রতি বিনত হবে পবিত্র কুরআন প্রনিধান করবে তখনই প্রকৃত অর্থে

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا

অর্থ বুঝতে পারবে। তারপর হৃদয় হতে

سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

এর দোয়া নির্গত হবে। অর্থাৎ হে আল্লাহ্! তুমি পবিত্র। আমাদের ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা কর। আমাদের পাপ ক্ষমা কর। আমাদেরকে সর্বদা সেই পথে পরিচালিত কর যা তোমার সন্তুষ্টির পথ। যাতে আমরা আযাব হতে রক্ষা পাই। আগুনের আযাব হতে রক্ষা পাই। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **'তাহলে তোমাদের অন্তর হতে এই ধ্বনি নির্গত হবে। তখন বুঝতে পারবে যে, এই সৃষ্টি বৃথা নয় বরং তা প্রকৃত স্রষ্টার সত্যতা ও অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে।'** এ হলো আসল তত্ত্ব। যখন মানুষ এ বিষয়গুলো অনুধাবন করবে তখন আল্লাহ্ তা'লা যিনি প্রকৃত স্রষ্টা, যিনি সৃষ্টির সবকিছুর স্রষ্টা তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট হবে। তিনি (আ.) বলেন, **তখন বুঝতে পারবে যে, এই সৃষ্টি বৃথা নয় বরং প্রকৃত স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে। যাতে ধর্মের সহায়ক বিভিন্ন জ্ঞান ও বিজ্ঞান প্রকাশিত হয়।'** এসব জ্ঞান ধর্মের সহায়তার জন্যই দেয়া হয়েছে। এরপর আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে যে বুদ্ধি দিয়েছেন তার মাধ্যমেই মানুষ তা অর্জন করে।

আজকে বিজ্ঞানের যে উন্নতি পরিদৃষ্ট হয় আল্লাহ্ তা'লা পূর্বেই এই উন্নতির কথা পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেছেন। মানুষ পার্থিব জগতে জ্ঞানের সকল শাখায় উন্নতি করবে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ছাড়া তা সম্ভব নয়। এর প্রতি অভিনিবেশ করলে উন্নতি লাভ হবে। বিজ্ঞানীদের সম্পর্কে বলা হয়, যখন তারা গভীর ভাবে কোন বিষয়ের প্রতি অভিনিবেশ করে তখন তাদের উপরও ইলহামী অবস্থার মতোই একটি অবস্থা বিরাজ করে। সেসময় তারা খোদার কাছে প্রার্থনা করুক বা না করুক কিন্তু পরিশ্রম এবং অধ্যবসায় দ্বারা কোনো জিনিষ পাবার জন্য অবিরাম সাধনা করে; এজন্য তারা অজ্ঞাতসারে আল্লাহ্ তা'লার সাহায্যও কামনা করে। তখন আল্লাহ্ তা'লা তাদের জন্য পথ উন্মুক্ত করেন এবং তাদের নতুন পথ প্রদর্শন করেন।

আল্লাহ্ করুন যাতে আমরা প্রকৃত অর্থে তাঁর ইবাদতকারী হই এবং তাঁর সৃষ্টিজগত দেখে তাঁর সম্পর্কে ভাবতে শিখি। তাঁর অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করতে থাকি, আমীন।

(প্রাপ্ত সূত্র: কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্ক, লন্ডন)

সেই সব পর্দা তখন ছিন্ন হয় যখন মানুষ ক্রোধ ও রাগে অন্ধ হয়ে সীমালঙ্ঘন করে, তাই একে দমন করা উচিত, ক্রোধ সংবরণ করা সেই কাজ, যা আল্লাহ্ তা'লা পছন্দ করেছেন এবং তিনি তা করার জন্য আদেশ দিয়েছেন

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لـه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*
[بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ] (آمين)

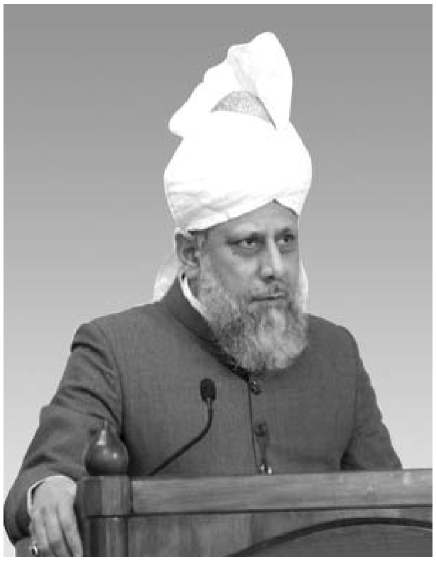

সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের লন্ডনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ৩রা এপ্রিল, ২০০৯-এর (৩ শাহাদত, ১৩৮৮ হিজরী শামসি) জুমু'আর খুতবা।

আল্লাহ তা'লা কীভাবে নিজ বান্দার ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা করে থাকেন, তাদের ভুল-ভ্রান্তি উপেক্ষা করেন এবং দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখেন পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে তা বর্ণিত হয়েছে। এই সাত্তারিয়াত কি? সাতারা শব্দের অর্থ কোন জিনিসকে ঢাকা এবং নিরাপত্তা বিধান করা। সুতরাং আমাদের খোদা! সেই প্রিয় খোদা যিনি আমাদের অগণিত ভুল-ভ্রান্তি ঢেকে দেন, দেখেও দেখেন না। তাৎক্ষণিকভাবে কোন ভুলের জন্য ধৃত করেন না বরং সুযোগ দেন, যাতে মানুষ, একজন সত্যিকার মু'মিন আল্লাহ্ তা'লার এমন ব্যবহারকে কাজে লাগিয়ে, যেসব ভুল-ভ্রান্তি সে করেছে তা উপলব্ধি করে আত্মসংশোধন করে। এটা এজন্য নয় যে, একই ভুলগুলোর পুনরাবৃত্তি সে করবে এবং আরো ধৃষ্ট হয়ে উঠবে। কাজেই আল্লাহ্ তা'লা নিজ বান্দার ভুল-ত্রুটিগুলো যেখানে ঢেকে রাখেন সেখানে বান্দারও উচিত আত্মসংশোধন করে তাঁর নিরাপত্তার বেষ্টনীতে আশ্রয় নেয়া। এ অবস্থায় আল্লাহ্ তা'লার সাত্তারিয়াতের নিত্য-নতুন বহিঃপ্রকাশ সে দেখতে পাবে।

এখন আমি আপনাদের সম্মুখে কতক আয়াত উপস্থাপন করব, যাতে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর এ গুণবাচক বৈশিষ্ট্য হতে লাভবান হওয়ার জন্য কিছু বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

আল্লাহ্ তা'লা সুরা আন্‌কাবূতে বলেন:

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ⑧

অর্থাৎ এবং যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, নিশ্চয় আমরা তাদের পাপসমূহ দূর করে দিব আর আমরা অবশ্যই তাদের কৃতকর্মের সর্বোত্তম পুরস্কার প্রদান করব।'

(সূরা আন্‌কাবুত:৮)

এখানে আল্লাহ্ তা'লা বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীলদের সম্পর্কে বলেছেন, তিনি তাদের পাপ দূরীভূত করবেন।

لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ

অভিধানে 'কাফারা' শব্দের অর্থ লিখা রয়েছে, পর্দার মধ্যে রাখা, কোন জিনিসকে ঢেকে নেয়া এবং পুরোপুরি শেষ করে দেয়া অর্থাৎ যারা মন্দ কাজ করে, তাদের সাথে এমন ব্যবহার করা, যেন সে কোন মন্দ কাজ করেই নি।

অতএব আল্লাহ্ তা'লা তাঁর বান্দাদের প্রতি একান্ত সদয়। বান্দা পাপ করে, কিন্তু তিনি ঝটকরে তাকে ধৃতও করেন না এবং তার পাপকে তাৎক্ষণিকভাবে প্রকাশও করেন না নতুবা সমাজে মানুষ মুখ দেখানোর যোগ্য থাকতোনা। মানুষের হাতে অনেক ধরনের মন্দ কাজ সংঘটিত হয়ে যায়, মানুষ অনেক ধরনের পাপে লিপ্ত হয় কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার

সাত্তার বৈশিষ্ট্য তাকে ঢেকে রাখে। যারা নিজেদের পাপাচারিতার বিষয়টি অনুধাবন করে আত্মসংশোধনের প্রতি মনোনিবেশ করে, নিজেদের ঈমান দৃঢ় করে, সৎকর্মের প্রতি মনোযোগী হয় তখন আল্লাহ্ তা'লা তার পাপসমূহ এবং মন্দ প্রভাবসমূহ তার ভিতর থেকে এমন ভাবে দূর করে দেন, যেন সে পাপ কখনো ছিলই না। সে অপরাধের শাস্তিও দেন না আর তা জানাজানিও হয়না। সমাজে যদি কোন কথা ছড়িয়েও পড়ে তখন আল্লাহ্ তা'লা তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারীর প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করতঃ সেই কথা আর ছড়াতে দেন না, যা সে ব্যক্তির দুর্নামের কারণ হতে পারতো।

এরপর এই খোদা! যিনি সাত্তারও আর মালিকও, যিনি তাঁর প্রতি বান্দার প্রত্যাবর্তনের পর, তার অপরাধসমূহ শুধু ঢেকেই দেন না বরং তার সৎকর্মের সর্বোত্তম প্রতিদানও দিয়ে থাকেন। যখন মন্দ কাজের পর উত্তম কাজ করে তখন প্রতিদানও উত্তম হয়ে থাকে। নেকীর প্রতিদান কয়েক গুণ বর্ধিত করে দেয়া হয়। পাপের যুগেও মানুষ যেসব ছোট-খাট নেকী করে, সেগুলোর প্রতিদানও তিনি একসাথে দান করেন। এভাবে পুণ্যের পরিমান এতটাই বেড়ে যায় যে, পাপ আর চোখেই পড়ে না।

সুতরাং প্রকৃত মু'মিন সেই ব্যক্তি, যিনি আল্লাহ্ তা'লার কাছে সাত্তারিয়াতের প্রত্যাশা করে নিজের পাপ উপলব্ধি করার পরক্ষণে তা হতে মুক্ত হবার চেষ্টা করেন, সেগুলো ছেড়ে দেয়ার প্রাণান্ত চেষ্টা করেন, ভুল-ভ্রান্তির জন্য তওবা-ইস্তেগফারের প্রতি মনোযোগী হন, তখন আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তিনি তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনকারী হন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **'মানুষ প্রকৃতিগতভাবে খুবই দুর্বল এবং তার উপর আল্লাহ্ তা'লার শত শত আদেশ নিষেধের বোঝা চাপানো হয়েছে। কাজেই এটি মানুষের প্রকৃতির অংশ যে, সে নিজ দুর্বলতার কারণে কোন কোন নির্দেশ পালনে অসমর্থ থাকতে পারে, কখনো কখনো নফসে আম্মারার (অবাধ্য প্রবৃত্তি) কোন কোন কামনা-বাসনা তার উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। কাজেই স্খলনের সময় সে যদি তওবা-ইস্তেগফার করে, তবে সে তার দুর্বল প্রকৃতির কারণে এ দাবী রাখে যে, আল্লাহ্ তা'লার রহমত যেন তাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন।' (চশমায়ে মা'রেফত-রূহানী খাযায়েন, ২৩তম খন্ড–পৃঃ১৮৯-১৯০)**

প্রকৃত মু'মিন সেই ব্যক্তি, যিনি আল্লাহ্ তা'লার কাছে সাত্তারিয়াতের প্রত্যাশা করে নিজের পাপ উপলব্ধি করার পরক্ষণে তা হতে মুক্ত হবার চেষ্টা করেন, সেগুলো ছেড়ে দেয়ার প্রাণান্ত চেষ্টা করেন, ভুল-ভ্রান্তির জন্য তওবা-ইস্তেগফারের প্রতি মনোযোগী হন, তখন আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তিনি তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনকারী হন।

এ হচ্ছে আল্লাহ্ তা'লার গুণাবলী সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান ও ধারণা, যা আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে দান করেছেন এবং তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন। নতুবা দেখুন! আজকাল ধর্মের অনেক ঠিকাদার, জোব্বাধারী বড় বড় উলামা রয়েছে, যারা আল্লাহ্ তা'লার সত্তাকে এতটা বিকৃত করেছে যে, ভয়ঙ্কর কঠোর ও এমন শাস্তিদাতা হিসেবে তাঁকে উপস্থাপন করে যেন তাঁর ভেতর কোমলতার নাম গন্ধই নেই। এ জন্যই খ্রিষ্টান ও নাস্তিকরা যেখানেই সুযোগ পায় সেখানেই ইসলামের ভুল চিত্র উপস্থাপন করে।

অথচ, ইসলামের খোদা সাত্তার ও রহীম। শুধু নিজে নন বরং আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনদেরকে বলেছেন, আমার গুণাবলীসমূহ নিজ নিজ সামর্থ অনুসারে অবলম্বনের চেষ্টা কর। যখন এটা হবে তখন কতটা সাত্তারী (দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখা), মার্জনা ও দয়ার দৃষ্টান্ত সমাজে পরিলক্ষিত হবে তা একবার ভেবে দেখুন? এ সম্পর্কে ভাবলে আল্লাহ্ তা'লার তাসবিহ্‌র (পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা) প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হতে বাধ্য। এরপর একজন মু'মিন এই ভেবে মহানবী (সা.)-এর প্রতিও দরূদ প্রেরণ করে যে, আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-এর উপর স্বীয় পরিপূর্ণ ধর্ম অবতীর্ণ করে আমাদের প্রতি পরম অনুগ্রহ করেছেন।

এক স্থানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, **'কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'লার একটি উক্তির সারমর্ম হলো, হে আমার বান্দা! তোমরা আমার বিষয়ে নিরাশ হয়ো না। আমি রহীম, করীম, সাত্তার ও গাফ্ফার এবং তোমাদের উপর সবচেয়ে বেশি দয়ার্দ্র, আমি যেভাবে তোমাদের উপর দয়া করি সেভাবে আর কেউ দয়া করবে না, আমার সাথে তোমাদের পিতা-পিতামহ অপেক্ষা বেশি ভালবাসার সম্পর্ক রাখ, প্রকৃতপক্ষে আমার ভালবাসা সবার উর্ধ্বে, তোমরা যদি আমার দিকে আস তবে আমি তোমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করে দিব। তোমরা যদি তওবা কর তবে আমি তোমাদের তওবা কবুল**

করব। আমার দিকে ধীর গতিতেও যদি আস তবে আমি দৌড়ে আসব, যে ব্যক্তি আমায় অন্বেষণ করবে সে আমাকে পাবে, যে ব্যক্তি আমার দিকে (রুজু) প্রত্যাবর্তণ করবে সে আমার দ্বার সদা উন্মুক্ত পাবে। পাহাড় সম হলেও আমি তওবাকারীর (অনুশোচনাকারীর) অপরাধ ক্ষমা করে থাকি। তোমাদের উপর আমার দয়া অনেক বেশি এবং (গযব) ক্রোধ একেবারেই কম। কেননা তোমরা আমার সৃষ্টি, আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি। এজন্য আমার দয়া তোমাদের সকলকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে।'

অতএব আল্লাহ্ তা'লার দিকে আসার জন্য স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লাই আমাদেরকে সেই পথ বাতলে দিয়েছেন, যে পথে পরিচালিত হলে তাঁর কাছে পৌঁছা যায়। পরিপূর্ণ ঈমানের অধিকারী হওয়ার চেষ্টা কর। আল্লাহ্ তা'লার অধিকার প্রদান কর, বান্দার প্রাপ্য অধিকার দাও এবং সৎকর্ম কর।

এই সৎকর্ম সম্পর্কেও আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, তোমাদের কোন্ কোন্ আমল করা উচিত, এমন কি কি কাজ বা আমল রয়েছে যা আল্লাহ্ তা'লা পছন্দ করেন, এমন কি কি কাজ বা আমল রয়েছে যা আল্লাহ্ তা'লা অপছন্দ করেন? কাজেই সেসব আদেশ মেনে চলা এবং নিষিদ্ধ বিষয় এড়িয়ে চলার চেষ্টা করা উচিত যা আল্লাহ্ তা'লা উল্লেখ করেছেন; যেন সর্বদাই আল্লাহ্ তা'লার সাত্তার (দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখা) বৈশিষ্ট্য ও দয়া থেকে লাভবান হওয়া যায়।

গত খুতবায় আমি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছিলাম। (বলেছিলাম) কোন-কোন ক্ষেত্রে পারস্পরিক মতবিরোধের সময় পরস্পর পরস্পরের প্রতি কীভাবে কাদা ছোড়াছোড়ি করে। এ বিষয়টি আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে চরম অপছন্দনীয়। দেখুন! আল্লাহ্ তা'লা স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক দায়িত্বের বিষয়ে কত অসাধারন গুরুত্বারোপ ও সতর্ক করেছেন। তিনি বলেছেন:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

(সূরা আল্ বাকারা:১৮৮)

অর্থাৎ **'তারা তোমাদের পোশাকস্বরূপ এবং তোমরা তাদের জন্য পোশাকস্বরূপ।'** এর অর্থ হচ্ছে, পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে গোপনীয়তা রক্ষার দায়িত্ব উভয়েরই।

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে পোশাকের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা বলেছেন তা হল, প্রথমত পোশাক নগ্নতা ঢেকে রাখে, দ্বিতীয়ত সৌন্দর্য্যের কারণ হয় এবং তৃতীয়ত শীত-গ্রীস্মের প্রভাব হতে মানুষকে রক্ষা করে। সুতরাং যখন নারী ও পুরুষ পরস্পর এভাবে একটি অঙ্গীকারের অধীনে একত্রে বসবাসের সিদ্ধান্ত নেয় তখন যথাসাধ্য একে অপরকে সহ্য করার এবং একে অপরের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখার চেষ্টা করা বাঞ্ছনীয়।

ছোট-ছোট বিষয়ে পুরুষের উত্তেজিত হওয়া অনুচিত তদ্রুপ নারীরও; বরং আহমদী এক দম্পতির মাঝে এমন সম্পর্ক হওয়া উচিত যা এ দম্পতির সৌন্দর্যকে আরো বর্ধিত করবে। এক আহমদী দম্পতির মাঝে এমন এমন সৌন্দর্য পরিলক্ষিত হওয়া উচিত যা অন্যদের জন্য দৃষ্টান্ত হবে।

অনেক সময় মেয়ে পক্ষ বা ছেলে পক্ষের কাছ থেকে প্রশ্ন উঠে যে, আমাদের মনের মিল হচ্ছে না, খতিয়ে দেখলে সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়, উভয়-ই একে অপরের সাথে সম্পর্কের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে অনুধাবন করেনি। আল্লাহ্ তা'লা যে উদ্দেশ্যে বিয়ের আদেশ দিয়েছেন, সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টাই করেনি। অনেক সময়তো মনে হয়, তারা যেন একটা ছেলে-খেলা ছলে বিয়েটা করে ছিল। সহ্য বলতে কিছু নেই, তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ে তুলকালাম কান্ড ঘটে যায়। এক অভাবনীয় কষ্টদায়ক পরিস্থিতির অবতারণা হয়।

তাই গোয়ার্তুমি ও অহংকারের পরিবর্তে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি যদি দৃষ্টিপটে রাখা হয়, তাহলে কখনও এমন সমস্যা দেখা দিতে পারে না। যদি এ অঙ্গীকার করেন, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য একে অপরের জন্য প্রশান্তির কারণ হতে থাকব, তাহলে কখনও কোন প্রকার অশান্তি দেখা দিতে পারে না।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, **'সেই সব পর্দা তখন ছিন্ন হয় যখন মানুষ ক্রোধ ও রাগে অন্ধ হয়ে সীমালঙ্ঘন করে। তাই একে দমন করা উচিত। ক্রোধ সংবরণ করা সেই কাজ, যা আল্লাহ্ তা'লা পছন্দ করেছেন এবং তিনি তা করার জন্য আদেশ দিয়েছেন।'**

সুতরাং প্রত্যেক আহমদী যিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়'আত করে এ অঙ্গীকার করেছেন যে, নিজের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সাধন করবো, পারিবারিক সম্পর্কের উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হবো; তাকে যথাসাধ্য স্বীয় অঙ্গীকার পালনের চেষ্টা করা উচিত। বিভিন্ন স্থান হতে আমি ঝগড়া-বিবাদের সংবাদ পাই। ছোট-খাটো মনোমালিন্যের কারণে সংসার ভাঙ্গার উপক্রম হয়। তখন সর্বদাই একটি মেয়ের কথা মনে পড়ে, এক দম্পতিকে সে একটি উপযুক্ত

শিক্ষা দিয়েছিল।

মেয়েটির সামনে কোন এক দম্পতি ঝগড়া করছিল বা উচ্চস্বরে কথা কাটাকাটি করছিল, তখন মেয়েটি আশ্চর্য হয়ে তাদের প্রতি তাকিয়েছিল। ঐ দম্পতি বিষয়টি উপলব্ধি করে এবং প্রশ্ন করে যে, তোমার পিতা-মাতা কি কখনো ঝগড়া করে না? সে বলে, তারা রাগারাগী করে বৈ-কি কিন্তু যখন আম্মু রাগান্বিত হন তখন আমার আব্বু চুপ থাকেন আর যখন আব্বু রেগে যান তখন আমার আম্মু চুপ করে থাকেন।

এরূপ সহ্য ক্ষমতা নিজেদের মাঝে সৃষ্টি করা প্রয়োজন। অনেক সময় এমন ছোট-খাটো বিষয়ের কারণে সংসার শুরু হতে না হতেই ভেঙ্গে যায়। বিয়ের অল্প দিনের মাথায় এ সিদ্ধান্ত হয়ে যায়, আমাদের মনের মিল হওয়া সম্ভব নয়, অথচ অনেক দিনের চেনা-জানার পর বিয়ে হয়।

এরপর আসল বিষয় হলো, যখন একে অন্যের গোপনীয়তা রক্ষা না করে, কথাগুলো বাইরে রটিয়ে দেয়া হয়, তখন বাহিরের লোকেরা তথা পরামর্শদাতারা মজা লুটার জন্য বা অভ্যাসজনিত কারণে; যারা মন্দ পরামর্শ দিয়ে অভ্যস্ত, তারা এমন সব পরামর্শ দেয় যাতে অন্যের ঘর ভেঙ্গে যায়।

স্মরণ উচিত যে, পরামর্শও একটি আমনত। এমন লোক, এমন দম্পতি, পুরুষ হোক বা নারী, ছেলে হোক বা মেয়ে, কারো কাছে যখন আসে তখন একজন আহমদীর কর্তব্য হলো এমন পরামর্শ দেয়া যাতে সংসার টিকে থাকবে, ভাঙ্গবেনা।

অতএব নর-নারী উভয়কে আমি পুনরায় বলছি, রাগের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকলেই কেবল অন্যের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখা সম্ভব এবং এটা তখনই সম্ভব যখন তোমাদের মাঝে খোদাভীতি থাকবে। এজন্য আল্লাহ্ তা'লা এক স্থানে

لِبَاسُ التَّقْوٰى

অর্থাৎ ত্বাক্ওয়ার পোষাকের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা বলেন:

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا ؕ وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ۙ ذٰلِكَ خَيْرٌ ؕ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿۲۷﴾

অর্থাৎ হে আদম সন্তানগণ! আমরা তোমাদের জন্য এমন পোশাক নাযেল করেছি যা তোমাদের লজ্জাস্থান সমূহকে আবৃত করে এবং যা সৌন্দর্য স্বরূপ, কিন্তু ত্বাক্ওয়ার পোশাক হচ্ছে সর্বোত্তম। এটি আল্লাহ্‌র আদেশাবলীর অন্যতম যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।

(সূরা আল্ আ'রাফ:২৭)

এখানে পুনরায় সেই বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে যা আমি আগেই বলেছি, আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে পোশাক দিয়েছেন নগ্নতা ঢাকার জন্য আর তোমাদের সৌন্দর্য্যের উপকরণস্বরূপ। এটিতো বাহ্যিক উপকরণ যা আল্লাহ্ তা'লা উল্লেখ করেছেন। মানুষকে অন্যান্য সৃষ্টি হতে পৃথক করার জন্য একটি পোশাক দিয়েছেন যার মাধ্যমে তার সৌন্দর্য্যও বৃদ্ধি পায় আবার নগ্নতাও ঢাকে। কিন্তু একইসাথে বলেছেন, প্রকৃত পোশাক হচ্ছে ত্বাক্ওয়ার পোশাক।

এখানে আমি আরেকটি বিষয়ও স্পষ্ট করে দিচ্ছি। একজন মু'মিন এবং যে মু'মিন নয় তাদের পোশাকে সৌন্দর্য্যের মানদন্ড ভিন্ন-ভিন্ন হয়ে থাকে। যে কোন ভদ্র লোকের পোশাকের সৌন্দর্য্যের মান পৃথক হয়ে থাকে।

আজকাল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আধুনিক বস্তুবাদী সমাজে পোশাকের সৌন্দর্য্য বলতে তাকেই বুঝায়, যাতে পোশাকের মাধ্যমে নগ্নতা প্রকাশ পায় এবং শরীর দেখা যায় আর পাশ্চাত্যের সর্বস্তরেই একই মন-মানসিকতা বিরাজ করছে। বলা হয়, পুরুষের জন্য এমন পোশাকই সৌন্দর্য্যের কারণ যা ঢেকে রাখে অথচ পুরুষই চায় নারীর পোশাকে নগ্নতা প্রকাশ পাক।

মহিলারাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটাই চায়, এমন মহিলা যার মাঝে আল্লাহ্ তা'লার ভয় নেই এবং ত্বাক্ওয়ার পোশাক নাই। পুরুষরাও এটাই চায়। পুরুষদের একটা শ্রেণী চায়, মহিলাদের পোশাক আধুনিক হওয়া উচিত বরং নিজেদের স্ত্রীদের ক্ষেত্রেও তারা এটিই পছন্দ করে, যেন সমাজে তারা আধুনিক ও ফ্যাশনেবল বিবেচিত হয়; সে পোশাকে তার নগ্নতা ঢাকা পড়ুক বা না পড়ুক তাতে কিছু যায় আসে না।

কিন্তু একজন মু'মিন সে পুরুষ বা নারী যে-ই হোক না কেন যার হৃদয়ে খোদাভীতি রয়েছে সে সেই পোশাক পরিধান করাই পছন্দ করবে যা খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনেরও মাধ্যম হবে। ত্বাক্ওয়ার পোশাকের সন্ধান থাকলেই ঐ পোশাক মানুষের হস্তগত হয়, যখন অত্যন্ত সচেতনতার সাথে নিজেদের বাহ্যিক পোষাকের প্রতিও সে যত্নবান হবে।

স্বামী-স্ত্রী, যারা একে অপরের জন্য পোশাক স্বরূপ, খোদাভীতির সাথে যদি এটি দৃষ্টিগোচর রাখা হয়, একইভাবেই সমাজে একে অপরের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখার জন্য জীবনের কোন প্রকার চড়াই-উৎরাই এর মুহূর্তে খোদাভীতিকে দৃষ্টিপটে রাখা হয়; (তাহলে স্মরণ রাখতে হবে) সমাজে বসবাসকারীদের জীবনে পারস্পরিক সম্পর্কের বেলায়

অনেক সময় টানাপোড়েন এর সৃষ্টি হয়েই থাকে আর মনোমালিন্যও দেখা দেয় আবার বন্ধুত্বও হয়।

কিন্তু একজন মু'মিন মনোমালিন্য দেখা দিলে ভাল সময়ের বন্ধুত্বের কথা, যা অন্য বন্ধুর আমানত হয়ে থাকে, তা মানুষের কাছে বলে বেড়ায় না। তেমনিভাবে স্বামী-স্ত্রীও একে অপরের গোপন কথা অন্যের সামনে বলে বেড়ায় না। যাদের হৃদয়ে ত্বাক্‌ওয়া রয়েছে তারা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য সর্বদা অপরের দোষত্রুটি ঢেকে রাখেন।

সুতরাং এই হচ্ছে ত্বাক্‌ওয়ার পোশাক, যা বাহ্যিক পোশাকের মাপকাঠি নির্ণয় করে এবং পরস্পরের দুর্বলতা ঢেকে রাখার মানকে সমুন্নত করে। আল্লাহ্ তা'লার প্রতি বিনত হওয়া ছাড়া এই মান অর্জিত হতে পারে না। কেননা শয়তান সব সময় বান্দার এই ত্বাক্‌ওয়ার পোশাক খুলে ফেলার সুযোগের জন্য ওঁৎপেতে থাকে।

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনের একস্থানে অর্থাৎ আমি যে আয়াতটি পূর্বে তেলাওয়াত করেছি এর পরবর্তী আয়াতে বলেছেন,

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَآ اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ
مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا
سَوْاٰتِهِمَا ۭاِنَّهٗ يَرٰىكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا
تَرَوْنَهُمْ ۭاِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَاۗءَ لِلَّذِيْنَ لَا
يُؤْمِنُوْنَ ﴿٢٨﴾

অর্থাৎ 'হে আদম সন্তানগণ! শয়তান যেন তোমাদেরকে কখনোই বিপথগামী না করে, যেভাবে তোমাদের পিতা-মাতাকে জান্নাত থেকে বহিস্কার করিয়েছিল, সে তাদের উভয়ের কাছ থেকে পোশাক হরণ করেছিল যাতে সে তাদের নগ্নতা প্রকাশের জন্য, অবশ্যই সে এবং তার গোত্র তোমাদেরকে এমন স্থান হতে দেখছে, যেখান থেকে তোমরা তাদের দেখ না। অবশ্যই আমরা শয়তানকে তাদের বন্ধু বানিয়ে দিয়েছি যারা ঈমান আনে না।'

(সূরা আল্ আ'রাফ:২৮)

সুতরাং আমি বাহ্যিক পোশাকের সাথে সম্পর্কযুক্ত যে নগ্নতার কথা উল্লেখ করেছি, একজন মু'মিন কখনই এমন পোশাক পরিধান করতে পারে না যা সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির পরিবর্তে দেহাবয়ব প্রর্দশন করে। এখানে এবং পাকিস্তান থেকেও কতক অভিযোগ আসে যে, আহমদী মেয়েরা অন্যদের অনুকরণে শুধু পর্দাই ছেড়ে দেয়না বরং অশালীন পোশাকও পরিধান করে। এমন আচরণ শুধু সে-ই করতে পারে, যে ত্বাক্‌ওয়ার পোশাক শূণ্য।

আল্লাহ্ তা'লা বলেন, গুরুতর পাপ হতে বিরত থাক, এর অর্থ হচ্ছে সবধরণের পাপ ও অপরাধ হতে বিরত থাক। কেননা পবিত্র কুরআনে গুরুতর ও লঘু পাপ বা অপরাধের কোন তালিকা নেই, নেই কোন ভেদাভেদ। আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে প্রত্যেক সেই কর্ম যা করতে খোদা বারণ করেছেন এবং কঠোরভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন তা যেন একজন মু'মিন এড়িয়ে চলে, কেননা এমন কর্ম করাই পাপ।

আমি প্রত্যেক আহমদী নর-নারীকে বলছি, যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, সর্বোত্তম পোশাক হচ্ছে ত্বাক্‌ওয়ার পোশাক, এই পোশাক পরিধানের চেষ্টা করুন যেন আল্লাহ্ তা'লার সাত্তারিয়াত সর্বদা আপনাদের ঢেকে রাখে আর শয়তান, যে কিনা পর্দা নষ্ট করার কুমতলবে থাকে সে মানুষকে নগ্ন করার চেষ্টায় লিপ্ত।

আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যে ব্যক্তি মু'মিন নয় শয়তান তার বন্ধু। আমরা যদি ঈমান এনে থাকি এবং যুগের ইমামকে মেনে থাকি তবে বিশেষ প্রচেষ্টার সাথে শয়তানের খপ্পর থেকে বাঁচার জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা করতে হবে। সর্বদা নিজেকে সেই পোশাকে আবৃত করতে হবে যা ত্বাক্‌ওয়ার পোশাক। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে সেই তৌফীক দান করুন, আমীন।

যেভাবে আমি বলেছি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়'আত গ্রহণের পর নিজেদের অবস্থা পরিবর্তনের মত গুরুদায়িত্ব আমাদের উপর অর্পিত হয়েছে। যুগের গড্ডালিকা প্রবাহে যেন আমরা গা ভাসিয়ে না দিই বরং আল্লাহ্ তা'লার সাথে আমাদের সম্পর্ক যেন প্রতিনিয়ত দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয় এবং সর্বদাই যেন ত্বাক্‌ওয়ার পোশাকের মর্ম অনুধাবন করতে সমর্থ হই।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক স্থানে বলেছেন, **'মানুষ তার বিগত জীবনে কোন সগীরাহ্ বা কবীরাহ্ গুণাহ্ করে থাকবে তা মোটেই অসম্ভব নয়** (অর্থাৎ, যে কোন ছোট-বড় অপরাধ) **কিন্তু যদি আল্লাহ্ তা'লার সাথে তার প্রকৃত সম্পর্ক গড়ে উঠে তাহলে তিনি তার সকল অপরাধ ক্ষমা করে দেন উপরন্তু কখনই তাকে লজ্জিত করেন না; ইহজগতেও না আর পরকালেও না। এটা আল্লাহ্ তা'লার কত বড় অনুগ্রহ যে, তিনি কাউকে ক্ষমা ও মার্জনা করার পর তা**

আর উল্লেখই করেন না বরং তার দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখেন। এরূপ অনুগ্রহ ও দয়ার পরও যদি সে কপটতাপূর্ণ (মুনাফেকের মত) জীবনযাপন করে, তবে তা বড়ই পরিতাপ ও দুর্ভাগ্যের বিষয়।’ (মলফুযাত-৩য় খন্ড-পৃ:৫৯৬, রাব্‌ওয়া থেকে প্রকাশিত নবসংস্করণ)

পূর্বেই বলা হয়েছে, মানুষ যদি অপরাধ ও মন্দকর্মে ধৃষ্ট না হয় বরং তা থেকে বাঁচার সমূহ চেষ্টা করে এবং ত্বাক্‌ওয়ার পোশাকের সন্ধানে থাকে, তবে আল্লাহ্ তা’লা নিজ সাত্তারিয়াতের চাদরে তাকে এমনভাবে আবৃত করেন যে, পাপের নাম ও নিশানা পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, তাকে কখনো লজ্জিত করেন না, এ পৃথিবীতেও নয় এবং পরকালেও নয়।

আল্লাহ্ তা’লা যদি কারো প্রতি সন্তুষ্ট হন তখন লজ্জিত করার প্রশ্নই উঠে না বরং তাকে তিনি তাঁর অপার নিয়ামতে ভূষিত করেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা’লা সুরা আন্ নিসায় বলেছেন:

إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا

অর্থাৎ **‘তোমাদেরকে যা হতে নিষেধ করা হচ্ছে যদি তোমরা সেগুলোর মধ্যে গুরুতর পাপ হতে বিরত থাক তাহলে আমরা তোমাদের কর্মের অনিষ্টসমূহ দূরীভূত করে দিব এবং তোমাদেরকে সম্মানজনক স্থানে প্রবিষ্ট করবো।’**

(সূরা আন্ নিসা:৩২)

এখানে আল্লাহ্ তা’লা বলেন, গুরুতর পাপ হতে বিরত থাক; এর অর্থ এ নয় যে, গুরুতর পাপসমুহের সন্ধান করতে হবে যে, কোন্ কোন্ গুরুতর পাপ রয়েছে যেগুলো হতে বিরত থাকতে হবে। একজন সত্যিকার মু’মিন হচ্ছেন তিনি যিনি সব ধরনের পাপ হতে বিরত থাকেন। কেননা আল্লাহ্ তা’লার সাত্তারী সর্ব প্রকার দোষ-ত্রুটি ও পাপের সাথে সম্পর্ক রাখে। তাই এ ধারণা করা উচিত নয় যে, গুরুতর পাপসমুহ হতে বিরত থাকলেই হবে এবং ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পাপ করলে কোন দোষ নেই।

আল্লাহ্ তা’লা বলেন, গুরুতর পাপ হতে বিরত থাক, এর অর্থ হচ্ছে সবধরণের পাপ ও অপরাধ হতে বিরত থাক। কেননা পবিত্র কুরআনে গুরুতর ও লঘু পাপ বা অপরাধের কোন তালিকা নেই, নেই কোন ভেদাভেদ। আল্লাহ্ তা’লার দৃষ্টিতে প্রত্যেক সেই কর্ম যা করতে খোদা বারণ করেছেন এবং কঠোরভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন তা যেন একজন মু’মিন এড়িয়ে চলে, কেননা এমন কর্ম করাই পাপ।

অতএব প্রত্যেক সেই ক্ষুদ্র বা বৃহত্তর মন্দকর্ম যা করতে খোদাতালা বারণ করেছেন তা পরিত্যাগ করতে যদি কারো কোন কষ্ট হয় তবে তা হবে সে ব্যক্তির জন্য কবিরা বা গুরুতর পাপ। সুতরাং যখন একটি কঠিন কাজ সমাধা করে ফেলবে, তাতে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে ফেলবে তখন এমনসব কর্ম যা পরিত্যাগ করা অপেক্ষাকৃত সহজ তা আপনা আপনি দূর হয়ে যাবে।

কোন কোন তফসীরকারক এও মন্তব্য করেছেন, যে কোন পাপের চরমরূপ হচ্ছে কবীরা গুনাহ্‌র (মহাপাপ) অন্তর্ভূক্ত। অতএব যদি এ চরমে পৌঁছার পূর্বেই আত্মসংশোধনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ কর তবে আল্লাহ্ তা’লা যিনি এ যাবৎকাল দোষ-ত্রুটি সমূহ ঢেকে রেখেছেন, ভবিষ্যতেও তিনি তোমার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। যদি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে সৎকর্মের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ কর তবে আল্লাহ্ তা’লার দরবারে পুরস্কৃত হবে। সেই মন্দকর্ম আর প্রকাশ পাবে না।

আর যেমন কিনা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:) বলেন, যেসব ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পাপ রয়েছে সে গুলোর উল্লেখ পর্যন্ত করেন না। অন্যত্র খোদা তা’লা পবিত্র কুরআনে বৃহৎ পাপকে অন্য কতক পাপের সাথে একত্রিত করে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, প্রতিটি পাপই কবীরা গুণাহ্‌য় রূপ নিতে পারে।

যেভাবে তিনি সূরা আশ্ শূরা’তে বলেন:

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ

অর্থাৎ এবং যারা বড় বড় পাপ এবং অশ্লীল কার্যকে বর্জন করে এবং যখন রাগান্বিত হয় তখন ক্ষমা করে দেয়।’

(সূরা আশ্ শূরা:৩৮)

অর্থাৎ এখানে বিশ্বাসীদের চিহ্ন সম্পর্কে বলা হয়েছে। এখানে বিশ্বাসীদের উল্লেখ করতে গিয়ে আল্লাহ্ তা’লা বলেন, তারা বড় পাপ ও অশ্লীল কাজকর্ম হতে দূরে থাকেন, এখানে দু’টি বিষয় একইসাথে বর্ণিত হয়েছে। আর তারা রাগও সম্বরণ করেন, এদিক থেকে তিনটি বিষয়ই একত্রে বর্ণিত হয়েছে।

এখানে একটি প্রনিধাণযোগ্য বিষয় হলো, মহানবী (সা.) বলেন, **‘লজ্জা ইমানের অঙ্গ।’** তাদের জন্য যারা ফ্যাশন ও জাগতিকতার মোহে অন্ধ এবং এমনই নির্লজ্জ পোশাক পরিধান করে যাতে নগ্নতা প্রকাশ পায়, তাদের লাজ-লজ্জার কোন বালাই নেই। এ বিষয়টি বড় উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগের কারণ। আল্লাহ্

তা'লা তো দোষ -ত্রুটি ঢেকে রাখেন ও ক্ষমা করতে চান।

যেমন কিনা আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি উদ্ধৃতি পড়েছি। আল্লাহ্ তা'লা বান্দার দিকে ছুটে আসেন যাতে বান্দাও তার দিকে যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও যে বান্দা এ সুযোগকে কাজে লাগায় না, এটি তার জন্য কতই না দূর্ভাগ্য জনক।

আবার যেমন কিনা আমি পূর্বেও বলেছি, এ আয়াতে ক্রোধান্বিত হওয়া, রাগান্বিত হওয়া, তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠাকেও আল্লাহ্ তা'লা গুরুতর পাপ এবং অশ্লীল বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত করেছেন। ক্রোধান্বিত হওয়াও ঈমানকে দূর্বল করে আর রাগ বা ক্রোধ হচ্ছে অসংখ্য পাপের জনক; রাগের কারণে সমাজের শান্তি বিনষ্ট হয়।

আল্লাহ্ তা'লার শিক্ষার বিরুদ্ধে চলে মানুষ যে কত পাপ করে আর কতটা সীমালঙ্ঘণ করছে তা মানুষ একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারত; কিন্তু এটি তার মনেও পড়ে না। অপরদিকে এতকিছু সত্তেও আল্লাহ্ তা'লা মানুষের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখেন। শাস্তি প্রদানের শক্তি ও প্রতিশোধ গ্রহণ করার ক্ষমতা থাকা সত্তেও ক্ষমা করেন। কিন্তু বান্দা কথায়-কথায় ক্রোধান্ধ হয়ে অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

অতএব সত্যিকার মু'মিন হতে হলে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, রাগকে নিয়ন্ত্রণে রাখ কেননা এর ফলেই তোমার দোষ-ত্রুটিও গোপন থাকবে। রাগের মাথায় এমন অনেক কথা মুখ ফস্কে বেরিয়ে যায় যা অন্যের দুর্বলতা ফাঁস করে দেয়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:) বলেন, **'যতক্ষণ পর্যন্ত না পরস্পরের প্রতি সত্যিকার সহানুভূতি সৃষ্টি হবে আর পূর্ণ শক্তি যাকে দেয়া হয়েছে সে দুর্বলকে ভালবাসবে, ততক্ষণ আমাদের জামাত প্রকৃত শক্তি অর্জন করতে পারবেনা। আমি যখন এটা শুনি, কেউ কারো দুর্বলতা দেখে তার প্রতি সদ্ব্যবহার করে না বরং ঘৃণা ও বিদ্বেষপূর্ণ আচরণ করে। অথচ তার জন্য দোয়া করা উচিত, ভালবাসা এবং নমনীয়তা ও উত্তম আচরণের মাধ্যমে তাকে বুঝানো উচিত কিন্তু এর পরিবর্তে বিদ্বেষ ও ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে সীমাতিক্রম করে। যদি মার্জনা না করা হয়, সহানুভুতি না দেখানো হয় তাহলে অধঃপতিত হতে হতে পরিণতি হয় অশুভ। খোদা তা'লার দৃষ্টিতে এমনটি গ্রহণীয় নয়। জামা'ত তখনই সৃষ্টি হতে পারে যখন কতক কতকের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে দোষত্রুটি গুলো গোপন রাখা হয়। যখন এ অবস্থা সৃষ্টি হয় তখনই এক ও অভিন্ন দেহ হিসেবে পরস্পরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হয়ে যায় এবং পরস্পরকে নিজ ভাইয়ের চেয়েও অধিক আপন মনে করে।'**

(মলফুযাত-২য় খন্ড-পৃ:২৬৪-২৬৫, রাব্ওয়া থেকে প্রকাশিত নবসংস্করণ)

এভাবেই একে অপরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হয়ে যাওয়া উচিত। সুতরাং আমরা যারা এ যুগে মহানবী (সা.)-এর সত্যিকার দাস ও প্রেমিকের জামা'তভুক্ত হয়েছি, আমরা যারা মহানবী (সা.)-এর ভবিষদ্বাণী অনুযায়ী এ যুগের প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষকে মেনেছি। আমরা যারা এ ঘোষণা করি যে, এই সত্যিকার দাস ও যুগ ইমামকে গ্রহণ করা ছাড়া ঈমানের উচ্চতর মান অর্জন সম্ভব নয়। আমরা যারা এই বিশ্বাস রাখি যে, এই মসীহ্ ও মাহদীর উপর ঈমান আনার মাঝেই খোদা তা'লার সন্তুষ্টি নিহিত। আমরা যারা এ ঘোষণা করি, মহানবী (সা.)-এর শিক্ষা এখন মুহাম্মদী মসীহ্‌র মাধ্যমেই পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করা অবধারিত।

অতএব আমাদিগকে আমাদের ইবাদতের প্রতিও দৃষ্টি রাখতে হবে আর আমাদের কর্মের প্রতিও যত্নবান হতে হবে। সে সমস্ত পাপের দিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে যেগুলো আল্লাহ্ তা'লা চিহ্নিত করেছেন। নিজেদের লজ্জাবোধের মানও উন্নত করতে হবে, নিজেদের ক্রোধকেও সংবরণ করতে হবে। ফলে আমরা যেখানে খোদার সাত্তার বৈশিষ্ট্যের ধারক-বাহক হবো সেখানে পৃথিবীর জন্যও একটি আদর্শ হতে পারবো।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে পবিত্র কুরআনের এই দোয়ার উত্তরাধিকারী করুন যাতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন:

رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا
سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ

অর্থাৎ হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা কর এবং আমাদের মন্দ কর্মের অনিষ্টসমূহ্ আমাদিগ হতে দূরীভূত কর; আর আমাদেরকে পুণ্যবানদের সাথে (শামিল করে) মৃত্যু দাও।'

(সূরা আলে ইমরান:১৯৪)

আমাদেরকে তাদের ভেতর অন্তর্ভূক্ত কর যারা তোমার স্নেহধন্য। আমরা যেন সদা তোমার প্রিয়ভাজন হই এবং সর্বদা তোমার সাত্তার (দুর্বলতা ঢেকে রাখা) বৈশিষ্ট্য থেকে অংশ লাভ করি। আল্লাহ্ করুন যেন এমনই হয়।

(প্রাপ্ত সূত্র: কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্ক, লন্ডন)

রাবওয়াতে অনুষ্ঠিত
মজলিসে মুশাবেরাত, ২০০৯ উপলক্ষে
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর

আশিসপূর্ণ বাণী

মুকাররম নাযের আ'লা সাহেব
সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া
রাবওয়া

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

মজলিস মুশাবেরাত উপলক্ষে বাণী কামনা করে আপনার প্রেরিত পত্রটি পেয়েছি।

আল্লাহ্ তা'আলা পাকিস্তানের মজলিসে শুরাকে সর্বদিক থেকে সফলতা দান করুন। সব সদস্যদের নিরাপদ রাখুন। তাদেরকে সর্বোত্তম উপায়ে খোদাভীতির সাথে নিজস্ব মতামত ও পরামর্শ উপস্থাপন করবার সামর্থ্য দান করুন, আমীন!

আজকাল উদ্ভূত যে বিশেষ সঙ্কটাবস্থা পাকিস্তানের সর্বত্র পরিলক্ষিত হচ্ছে—কোন নাগরিকেরই জীবন, সম্পদ ও মান সম্ভ্রম নিরাপদ নয় আর বিশেষ করে আহমদীদের তো নয়-ই। সাধারণভাবে জামা'তের সবাইকে আর বিশেষ করে কর্মকর্তাদেরকে এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করুন যে আত্মরক্ষার সম্ভাব্য যে কৌশলাদি রয়েছে তা অবশ্যই অবলম্বন করুন এবং একই ভাবে জামা'তের কেন্দ্রসমূহ, মসজিদ ও ভবনাদির নিরাপত্তায় বিশেষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

অবশ্য আমাদের 'দাওয়াতে ইলাল্লাহ্'-এর কাজকর্ম কখনই থেমে যাবে না তবে তাতে প্রজ্ঞাপূর্ণ পন্থা অবলম্বন করুন আর প্রত্যেক এলাকার অবস্থা অনুযায়ী কার্যকর পদক্ষেপ নিন।

কর্মকর্তাবৃন্দ, জামা'তের সদস্যদের সাথে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর ভালবাসা ও মায়ামমতাপূর্ণ আচার-ব্যবহার করুন। খিলাফত থেকে দূরে থাকা আর সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত থাকার যে অন্তর্জালা জামা'তের সদস্যরা অনুভব করছেন, তা লাঘব করতে কর্মকর্তারা স্বীয় আন্তরিক প্রচেষ্টা নিয়োজিত না করলে খিলাফতের পক্ষ থেকে ন্যস্ত দায়িত্ব পালনে তারা অবজ্ঞা ও অবহেলা-ই করছেন। উত্তম রূপে এই ফরয (অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব) পালনেও আল্লাহ্ তা'আলা কর্মকর্তাদের শক্তি দান করুন, আমীন!

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো— দোয়ার প্রতি গভীর মনোনিবেশ করুন। এটি অতি বড় এক দায়িত্ব। জামা'তের উন্নতি ও পরিবেশ পরিস্থিতি ভাল হওয়ার জন্য প্রত্যেক আহমদী আর বিশেষ করে প্রত্যেক কর্মকর্তা অনেক অনেক দোয়া করুন। শুধু নিজেদের ফরয ইবাদতগুলোর মান বৃদ্ধিই নয় বরং নফল ইবাদত দ্বারা তা সুসজ্জিত করুন।

পাকিস্তানের আহমদীরা তো মালী কুরবানীতে বিশ্বের সমস্ত জামা'তকেই পিছনে ফেলে দিয়েছে তবে মসজিদ নির্মাণে আর নামাযীদের দিয়ে তা ভরপুর রাখতে মনোযোগ নিবদ্ধ করা সবিশেষ জরুরী। এ ক্ষেত্রেও আল্লাহ্ তা'আলা আপনাদেরকে প্রথম কাতারে দণ্ডায়মান করুন।

আল্লাহ্ করুন, আপনাদের পক্ষ থেকে মঙ্গলজনক খবরাদি আমার কাছে পৌঁছুতে থাকুক আর জামা'তের প্রতিটি সদস্যকে তিনি (আল্লাহ্ তা'আলা) আমার নয়ন স্নিগ্ধকারী বানিয়ে দিন। আমাকে আপনাদের সবার জন্য পূর্বের চেয়ে আরও বেশী দোয়া করবার তৌফিক দান করুন, আমীন!

মজলিসে শূরার সকল সদস্যদের জন্য আমার প্রীতিময় শুভাশীষ রইল।

ওয়াসসালাম

খাকসার

মির্যা মাসরূর আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস

[দৈনিক আল ফযল ৩০ মার্চ, ২০০৯]

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)

কোহিনুর বেগম (বীথি)

যুগে যুগে আল্লাহ্ পাক পথহারা মানুষকে পথ দেখানোর জন্য অসংখ্য নবী-রসূল প্রেরণ করেছেন। সকল নবী-রসূলগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন খাতামান্নাবীঈন এবং রাহ্মাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যিনি আজ থেকে ১৪৩৯ বছর আগে ৫৭০ খৃষ্টাব্দের ১২ রবিউল আউয়াল পবিত্র মক্কা নগরীর সম্ভ্রান্ত কুরাইশ বংশে স্নেহময়ী মা আমেনার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের পূর্বেই তিনি পিতৃহারা হন। দাদা আব্দুল মুত্তালিব পৌত্রের নাম রাখলেন "মুহাম্মদ" যার অর্থ প্রশংসিত, সমগ্র বিশ্ব তাঁর জন্মে আনন্দ আলোকে উদ্ভাসিত হয়েছিল। হযরত জিবরাঈল (আ.) সহ ফেরেশ্তাকূল নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল তাঁর জন্মের সুসংবাদ প্রদান করছিলো। মহান আল্লাহ্র আরশ-লওহে মাহফুজ ও মহাকাশেও ছিল খুশির বন্যা। জ্যোতির্ময় মহাপুরুষের আবির্ভাবের লগ্নে সেদিন যেন ধরনীতে ঈদ উৎসব এসে গেল। একত্ববাদ ও ঐক্যের নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) ছিলেন মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম (আ.) ও হযরত ইসমাঈল (আ.) এর যৌথ দোয়ার ফল। উভয় নবী মহান আল্লাহ্র দরবারে প্রার্থনা করেছিলেন,–'হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি মক্কা নগরীর অধিবাসীদের কাছে তাদেরই মধ্য থেকে একজন রসূল প্রেরণ করেন, যিনি তাদের সামনে আপনার আয়াতসমূহ পাঠ করবেন। তাদের কিতাব ও জীবন বিধান শিক্ষা দিবনে এবং তাদের পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবেন, নিশ্চয় আপনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

(সূরা আল বাকারা ঃ ১২৯)

এমন এক যুগসন্ধিক্ষণে রসূল (সা.)-এর জন্ম যখন সমগ্র আরব দেশ অজ্ঞানতা ও পাপাচারের ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত। নীতির নামে দুর্নীতি, শাসনের নামে শোষণ, ধর্মের নামে অধর্ম ইত্যাদির ফলে সামগ্রিকভাবে মানবসমাজ দুঃসহ বেদনায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। এহেন চরম দুর্বিসহ অবস্থায় বিশ্ব মানবতার মুক্তির সনদ নিয়ে মহামানব হিসেবে সব দেশের, সব যুগের, সব মানুষের জন্য রসূল করীম (সা.) আবির্ভূত হলেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ ঘোষণা দিয়েছেন–**"আমি তোমাকে সমগ্র মানুষের জন্য শুভ সংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি।** (সূরা সাবা ঃ ২৯)

আল্লাহ্ রসূল (সা.)কে শান্তি, মুক্তি, প্রগতি ও সামগ্রিক কল্যাণের জন্য বিশ্ববাসীর নিকট রহমত হিসেবে আখ্যায়িত করে ইরশাদ করেছেন–**ওয়া আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতুল্লিল আলামীন।** অর্থ ঃ এবং আমরা তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্য কেবল রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি। (সূরা আম্বিয়া ঃ ১০৮)

তিনি (সা.) ছিলেন মানবতার উচ্চতম প্রতীক, সুন্দরের, কল্যাণের ও পরহিতের মহোত্তম আদর্শ। তিনি অনুপম, তিনি মানবতার জন্য অতুলনীয় দৃষ্টান্ত ও আদর্শ। তিনি সর্বাধিক অনুসরণযোগ্য।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আদর্শ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লাহ্র রসূলের মধ্যে উৎকৃষ্টতম আদর্শ রয়েছে। তাঁর জন্য যে আল্লাহ্ এবং পরকালের আশা রাখে এবং আল্লাহ্কে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে। (সূরা আহযাব : ২২)

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন আল্লাহ্ নিবেদিত প্রাণ। তিনি যা বলতেন তা বাস্তব জীবনে কর্মের মাধ্যমে প্রতিফলিত করতেন। আল কুরআনের ঐশী আলোকে তিনি আইয়্যামে জাহেলিয়াতের শত শত বর্ষের পুঞ্জীভূত অন্ধকার বিদূরিত করে বিভ্রান্ত, আত্মভোলা মানবজাতিকে সত্য, সরল ও সঠিক পথ প্রদর্শন করেছিলেন।

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এক এতীম বালক হিসেবে জীবন শুরু করেন এবং সমগ্র জাতির জন্য ভবিষ্যৎ নির্মাতা হিসেবে জীবন শেষ করেন। বালক হিসেবে তিনি ছিলেন শান্ত, গম্ভীর ও মর্যাদাবান। যৌবনে তিনি ছিলেন নীতিবান। মধ্যবয়সে ছিলেন বিবেক-বিবেচনা ও সত্যতার শীর্ষে, পিতা হিসেবে তিনি (সা.) ছিলেন অতিশয় স্নেহশীল, স্বামী হিসেবে দায়িত্ব পরায়ণ এবং বন্ধু হিসেবে ছিলেন বিশ্বস্ত ও বিবেচনাশীল।

রসূল করীম (সা.) একাধারে রাষ্ট্রনায়ক, শিক্ষাদাতা ও মানুষের নেতা ছিলেন। তিনি শাসক ছিলেন বটে কিন্তু সীজারের ন্যায় রাজদন্ড তাঁর ছিল না। রসূল (সা.) এর সততা, ন্যায় পরায়ণতা ও কর্তব্যপরায়ণতায় মুগ্ধ হয়ে আরববাসী তাঁকে 'আল আমীন' এবং 'আস সাদিক' উপাধিতে ভূষিত করে, আরবের হাজার হাজার বছরের ইতিহাসে মাত্র একজন ব্যক্তিকে আমীন এবং সাদিক উপাধি দেওয়াটা প্রমাণ করে যে তিনি একজন আদর্শ মানুষ ছিলেন।

একবার কেউ একজন হযরত আয়েশা (রা.)কে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর উত্তম চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি (রা.) জবাবে বলেন–আমাকে জিজ্ঞাসা করছ! তোমরা কি কুরআন পড়নি? এই

জমিন ও আকাশের সৃষ্টিকারী খোদার সাক্ষ্য যথেষ্ট নয়? পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা বলেন– হে আল্লাহ্র রসূল! নিশ্চয় তুমি সর্বোত্তম মর্যাদায় অধিষ্ঠিত।

মহানবী (সা.) নিজেই বলেছেন, "উত্তম চরিত্রের পূর্ণতার জন্য আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে।"

মহানবী (সা.) এর সত্তা সম্পর্কে বলা হয় "মুহাম্মদ সৃষ্টি না হলে এই নিখিল বিশ্বই সৃষ্টি হতো না।"

নবী করীম (সা.) বলেন, আমি তখনও খাতামান্নাবীঈন হিসেবে লিখিত ছিলাম যখন আদম কাদা মাটিতে সিক্ত ছিল। (কানজুল উম্মাল)।

আঁ হযরত (সা.) এর মধ্যে বিন্দুমাত্র অহঙ্কার ছিল না। তিনি (সা.) নাক উঁচু করতেন না। এই বিষয়কে মন্দ মনে করতেন এবং এর থেকে বেঁচে থাকতেন। অসহায় মহিলা, মিসকিন এবং গরীবদের সাহায্যের জন্য প্রতি মুহূর্তে প্রস্তুত থাকতেন এবং এতে আনন্দবোধ করতেন।

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, আল্লাহ্র রসূল এই দোয়া করতেন–"হে আল্লাহ্! আমাকে মিসকিন অবস্থায় জীবিত রাখ এবং মিসকিন অবস্থায় মৃত্যু দাও এবং আমাকে কেয়ামতের দিনও মিসকিনদের দলে রাখ।" হযরত আয়েশা (রা.) রসূল (সা.) কে এ দোয়া করার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি (সা.) বলেন–"মিসকিনরা ধনীদের থেকে ৪০ বছর আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

মহানবী (সা.) প্রতিবেশীর জন্য দয়ার সাগর ছিলেন। হযরত আবুজার গিফফারী (রা.) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা.) বলেছেন, হে আবুজার! তুমি যখন তরকারী পাক কর সেখানে ঝোলের জন্য পানি কিছু বেশি ঢেলে দিও, তারপর পাকের পরে প্রতিবেশীকে স্মরণ রেখো। (মুসলিম)

হযরত আবুজার (রা.) আরো বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা.) বলেছেন, 'হে মুসলিম মহিলারা! তোমরা তোমাদের প্রতিবেশী মহিলাকে হেয় বা তুচ্ছ মনে করবে না। যদি সম্ভব হয় বেশি না হলেও ছাগলের পা পাক করা ঝোল হলেও প্রতিবেশীর বাড়ীতে পাঠাতে পার। (বুখারী)

নারীদের প্রতি উত্তম আচরণের ব্যাপারে তিনি (সা.) বিশেষ ভাবে দৃষ্টি রাখতেন। তিনিই সর্বপ্রথম পৃথিবীতে নারীর অধিকার কায়েম করেছেন। তিনি (সা.) যখন মহিলাদের নিয়ে কোন সফরে যেতেন তখন ঘোড়া ও উটগুলিকে ধীরে ধীরে চালাতে বলতেন। একবার সফরের সময় সৈনিকরা যখন ঘোড়াগুলোকে জোরে তারা শুরু করল তখন রসূল (সা.) বললেন, আরে কি করছ তোমরা? কাঁচের প্রতি খেয়াল রেখো। অর্থাৎ মেয়েরাও তো সঙ্গে আছে। তোমরা যদি এভাবেই ঘোড়া ও উটগুলোকে দৌড়াতে থাকো তাহলেতো ঐ কাঁচগুলো ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। রসূল করীম (সা.) বলেছেন–'যে ঘরে কন্যা সন্তান জন্মেছে এবং তার পিতা মাতা তার সাথে ভাল ব্যবহার করেছে, লেখা পড়া শিখিয়েছে এবং উত্তম তালিম তরবিয়ত দিয়েছে – এই নেক কাজের জন্য আল্লাহ্ তাআলা সেই পিতা মাতাকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করবেন।'

রসূল করীম (সা.) বলেছেন–'যে ঘরে কন্যা সন্তান জন্মেছে এবং তার পিতা মাতা তার সাথে ভাল ব্যবহার করেছে, লেখা পড়া শিখিয়েছে এবং উত্তম তালিম তরবিয়ত দিয়েছে – এই নেক কাজের জন্য আল্লাহ্ তাআলা সেই পিতা মাতাকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করবেন।'

যখন রসূল (সা.) এর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে, তখন তিনি সকল মুসলমানদেরকে সমবেত করে যে সকল নসিহত করেছিলেন তার মধ্যে একটি হল, "আমি তোমাদেরকে আমার শেষ ওসীয়্যত এই করছি যে, নারীদের সাথে যেন সব সময় উত্তম আচরণ করা হয়।"

যারা মানুষের সেবা করত নবী করীম (সা.) তাদেরকে খুব ভালোবাসতেন। একবার 'তাই' গোত্রের লোকেরা নবী (সা.)-এর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল এবং তাদের কিছু লোক বন্দী হয়ে এসেছিল। তাদের মধ্যে আরবের প্রসিদ্ধ নেতা হাতেম তাই-এর কন্যাও ছিল। যখন সে রসূল (সা.) এর কাছে এসে বলল, আমি হাতেম তাই-এর মেয়ে তখন রসূল (সা.) তার সাথে অত্যন্ত সদাচার এবং সম্মানের ব্যবহার করলেন এবং তার সুপারিশক্রমে তার গোত্রের সব লোকের শাস্তি তিনি (সা.) ক্ষমা করে দিলেন, (সীরাতে হালবিয়া, খন্ড-৩ এর পৃ: ২২৭)।

আঁ হযরত শিক্ষা দিয়েছেন–সন্তান সন্ততিকে সম্মান কর।"

তিনি (সা.) আরও বলেছেন– মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের বেহেশ্ত। নবী করীম (সা.) সর্বদা তাঁর সাহাবীদেরকে বলতেন, 'যে ব্যক্তি বৃদ্ধ পিতামাতাকে পেয়েছে কিন্তু তাদের সেবা করে জান্নাতের অধিকারী হতে পারেনি সে বড়ই হতভাগ্য।' (বুখারী)

রসূল (সা.) এর ইবাদত এমন ছিল যে, অর্ধেক রাত কেটে গেলে তিনি খোদার ইবাদতের জন্য খাড়া হয়ে যেতেন। এমনকি দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তাঁর পা ফুলে যেত, একবার রসূল (সা.) এর ইবাদতের জন্য হযরত আয়েশা (রা.) মৃদু অনুযোগ করলে রসূল (সা.) বলেন– 'হে আয়েশা! আমার কি উচিত নয়? তাঁর

ভালবাসার জন্য শুকোরগুজারী করা? (বুখারী)।

তায়েফের লোকেরা যখন মহানবী (সা.)কে অবিশ্রান্তভাবে পাথর মারতে মারতে শহর থেকে বাইরে নিয়ে গেল; আর রসূল (সা.) এর পা দু'টি রক্তাক্ত হল এবং হযরত যায়েদ (রা.) তাঁকে বাঁচাবার চেষ্টায় দারুনভাবে জখম হলেন তখন মহানবী (সা.) আকাশের দিকে মুখ তুলে দেখছিলেন এবং কাতর প্রার্থনা করছিলেন–**"আল্লাহুম্মাগফিরলি কাওমি ফা ইন্না লাহুম লা ইয়াযলামুন।"** অর্থ : হে আমার আল্লাহ্! আমার প্রতিপক্ষকে ক্ষমা করে দিও; কারণ তারা জানে না। (বুখারী ও মুসলিম)। প্রতিপক্ষকে বদদোয়া না করে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা এটাই প্রমাণ করে যে, তিনি (সা.) মানবাতার এক উজ্জ্বল আদর্শ।

এক ব্যক্তি যে বহু মুসলমানকে হত্যা করেছিল, একবার সে নবী করীম (সা.) এর নিকট বন্দী হয়ে আসল। হযরত ওমর (রা.) বারবার নবী (সা.) এর মুখের দিকে তাকাচ্ছিলেন যেন ইশারা পাওয়া মাত্রই লোকটাকে হত্যা করতে পারেন। লোকটি যখন উঠে চলে গেল তখন ওমর (রা.) বললেন, রসূলুল্লাহ্ এই লোকটি তো হত্যার যোগ্য। তখন রসূল (সা.) বললেন, তুমি কেন লোকটিকে হত্যা করলে না? তখন ওমর (রা.) বললেন, আপনি যদি একটু চোখের ইশারা করতেন তবে আমি তাকে হত্যা করতাম। তখন প্রিয় নবী রসূল (সা.) বললেন, নবীতো ধোকাবাজ হয় না। এটা কিভাবে সম্ভব যে আমি তাকে মুখে স্নেহমমতার কথা বলব আর চোখে তাকে হত্যা করার ইশারা করব।

(ইবনে হিসাম)।

নবীকূল শিরোমনি হযরত মুহাম্মদ (সা.) হলেন 'খায়রুল বাশার' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ মানুষ। তিনি ইনসানে কামেল অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতম ও পরিপূর্ণ মানুষ। জীবনের প্রতিক্ষেত্রে রসূল (সা.) ছিলেন 'নূরুন আলা নূর' অর্থাৎ আপাদমস্তক জ্যোতি, জয়-পরাজয়ে তিনি সমভাবে মহান ও মহীয়ান। সংকট ও বিপদ যেমন তাঁকে হতাশা করেনি তেমনি বিজয়, গৌরব তাঁকে দাম্ভিক করেনি।

আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু আঁ হযরত (সা.)কে 'খাতাম' এর অধিকারী করেছেন অর্থাৎ তাঁকে আধ্যাত্মিক কল্যাণ, গুণ ও মর্যাদাসমূহ বিতরণের জন্য 'মোহর' দান করেছেন যা অন্য কোন নবীকে দান করা হয়নি। সে কারণেই তিনি (সা.) হলেন 'খাতামান্নাবীঈন"।

রসূল পাক (সা.) বলেছেন, ছয়টি বিষয়ে আমাকে অপরাপর নবীগণের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হয়েছে :

• সার্বিক তত্ত্বপূর্ণ বাণীসমূহ আমাকে দেওয়া হয়েছে।

• প্রতাপ ও প্রভাব শক্তি দ্বারা আমি সাহায্য প্রাপ্ত হয়েছি।

• আমার জন্য গনিমতের মাল হালাল করা হয়েছে।

• সমগ্র পৃথিবী আমার জন্য মসজিদ স্বরূপ পবিত্র করা হয়েছে।

• সমগ্র মানবকূলের প্রতি আমি প্রেরিত হয়েছি।

• আমাকে নবীগণের মোহর করা হয়েছে। (মুসলিম)

হযরত আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে। একদিন নবী করীম (সা.) মিম্বরে উঠলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কে? তারা উত্তর দিল, আপনি আল্লাহ্‌র রসূল। তিনি (সা.) বললেন, আমি মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্ বিন আব্দুল মুত্তালিব। আল্লাহ্ আমাকে সৃষ্টি জগতের শ্রেষ্ঠতম হিসেবে মনোনীত করেছেন। অত:পর তিনি সৃষ্টিকে দু'টি শ্রেণীতে মনোনীত করেছেন। এরপর তিনি গোত্র সৃষ্টি করেন এবং এর মাঝে উত্তম গোত্রে আমাকে প্রেরণ করলেন। তিনি পরিবারসমূহ সৃষ্টি করলেন এবং আমাকে উত্তম পরিবারের মাঝে সৃষ্টি করলেন। আমি তাদের মাঝে উত্তম সদস্য। (তিরমিযী)

বিদায় হজ্জের ভাষণে মহানবী (সা.) মানবজাতির প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে বলেছেন–"আমি তোমাদের জন্য দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি যার অনুসসরণ করলে কখনো তোমরা বিভ্রান্ত হবে না। জিনিস দুটি হল : আল্লাহ্‌র কিতাব এবং রসূলের সুন্নাহ্। (বুখারী)

রসূল (সা.)-এর সুউচ্চ, অনন্য ও মহিমান্বিত মকাম ও মর্যাদাকে উপলব্ধি করে যুগ ইমাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) বলেছেন–'সত্য খোদার ভয়ে তাঁকে খোদা বলি না, কিন্তু এ কথা অবশ্যই বলবো, তিনি খোদা দর্শনের দর্শনস্বরূপ॥"

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা এ দুনিয়ার কারোও পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি (সা.) সেই সূর্য যার ছায়ায় মানুষও সূর্যে রূপান্তরিত হয়ে যায়। তিনি (সা.) সেই নবী যার কল্যাণ থেকে মানুষ কিয়ামত কাল পর্যন্ত নূর ও কল্যাণ লাভ করতে থাকবে।

আমাদের উচিত, হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, অশেষ ভক্তি ও হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা সুদৃঢ় করা; তাঁর রেখে যাওয়া ইসলামী বিধি-বিধান তথা আল্লাহ্‌র পবিত্র বাণী কুরআন এবং রসূলের সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার মত ঈমানি চেতনাকে জাগ্রত করা প্রতিটি মানুষের অবশ্য কর্তব্য।

মহান আল্লাহ্ আমাদের প্রত্যেককে শ্রেষ্ঠ নবীর আদর্শ অনুসরণ করে চলার তৌফিক দিন। আমীন।

আল্লাহুম্মা সাল্লি 'আলা মুহাম্মদ ওয়া 'আলা আলি মুহাম্মাদিন ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম ইন্নাকা হামীদুম্মাজিদ।

মোহতরমা মাসুদা সামাদ চৌধুরী সাহেবাকে যেমন দেখেছি

মাকসুদা রহমান

কুরআন পাকে আল্লাহ্ তাআলা ঘোষণা করেছেন–'কুল্লু নাফসিন যায়েকাতুল মাওত',–বাংলায় এর অর্থ হলো 'প্রত্যেক জীব মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে, ইংরেজীতে যাকে বলা হয়েছে Man is mortal' কবি তাই তার কবিতার ছন্দে বলেছেন–

'জন্মিলে মরিতে হবে,

অমর কে কোথা কবে?'

জন্মের পরে মৃত্যু অবধারিত এটা চিরন্তন সত্য। তবে মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত' অর্থাৎ সৃষ্টির সেরা জীব। সে কারণে অন্যান্য জীবের মৃত্য আর মানুষের মৃত্যুর মধ্যে অনেক তফাৎ। আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্য, তাঁর গুণে গুণান্বিত হয়ে পৃথিবীতে তাঁরই প্রতিনিধিত্ব করতে। পৃথিবীতে মানুষের আগমন নিছক আমোদ প্রমোদ ও ভোগ বিলাসে মত্ত থাকার জন্য নয়। তাকে বহুবিধ কর্ম সম্পাদন করতে হয় এবং সে সব কর্মের দ্বারাই মানুষ পৃথিবীতে মরেও অমর হয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে যাঁদের সুন্দর চরিত্র, যাঁরা সত্য ও ন্যায়ের আদর্শে জীবন পরিচালনা করে, কুরআন করীমের নির্দেশ মেনে চলেন এবং নবী করীম (সা.) এর জীবনাদর্শকে অনুসরণ করেন তাঁরাই মৃত্যুর পর পৃথিবীতে এক ধরণের অমরত্ব লাভ করেন। কারণ মানুষের সৎ গুণাবলী ও জনকল্যাণমূলক কাজ সবার মনে চির জাগরুক থাকে এবং তা মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। যারা মৃত্যুর পরেও পৃথিবীতে অমর হয়ে আছেন তাঁরা সবাই এরূপ গুণাবলীরই অধিকারী ছিলেন। মোহতরমা মাসুদা সামাদ সাহেবাও তেমনিভাবে মরেও অমর হয়ে থাকবেন এবং আমাদের মনিকোঠায় চির জাগরুক থাকবেন তাঁর সুমহান কর্ম ও সুন্দর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য।

লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশের এক অনন্য ব্যক্তিত্ব ও সবার প্রিয় এবং অতি পরিচিত মাসুদা সামাদ সাহেবাকে মূল্যায়ণ করার ক্ষমতা আমার নাই। তবে তাঁকে কাছে থেকে দেখার ও জানবার সুযোগ ও সৌভাগ্য যেটুকু আমার হয়েছে সে অভিজ্ঞতার আলোকে সত্যটুকু তুলে ধরার চেষ্টা করছি মাত্র।

কিভাবে, কোথা থেকে শুরু করব সেটাই ভাবছি। কেননা তাঁদের সাথে আমার পরিচয় ছোট বেলা থেকে। ১৯৫২ সনে যখন আমি ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্রী তখন প্রথম পরিচয় হয় মোহতরম ডা. আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে। সে সময় তিনি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হসপিটালে কর্মরত ছিলেন, তখন আমি 'নেফ্রাইটিস' রোগে আক্রান্ত হয়েছিলাম। তিনি আমার চিকিৎসা করেছিলেন, বেশ কিছুদিন হসপিটালে ভর্তি ছিলাম। আমার আব্বাজান আমাকে বলেছিলেন–"তিনি একজন আহমদী, খুব ভাল ডাক্তার, তিনি যা বলবেন তা মেনে চলবে।" আব্বাজানের কথার বাস্তব রূপ আমি সে ছোট বেলায় প্রত্যক্ষ করেছি। ডাক্তার সাহেবের মমতা মাখানো কথা ও সুচিকিৎসা সব মিলে তিনি আমার ছোট মনে এক শ্রদ্ধার আসনে সমাসীন ছিলেন। নিয়মিত হাসপাতালে যখন তিনি আমাকে দেখতে আসতেন আমি তাঁকে আচ্ছালামু আলাইকুম বলে বিছানা থেকে উঠে বসতাম। আমার নড়াচড়া করা নিষেধ ছিল বলে তিনি বলতেন, 'শুয়ে পড়ুন, নড়াচড়া করা যাবে না। এখন কেমন আছেন?" এরপর তিনি হাতের শিরা পরীক্ষা করতেন, চোখ দেখতেন, শরীরে পানির অংশ কমেছে কিনা ইত্যাদি সব কিছু পরীক্ষা করতেন। আমি তাঁর 'আপনি' সম্বোধনে অস্বস্থি বোধ করতাম। তিনি আন্তরিকতার সাথে, হাসিমুখে ও স্নেহভরা কণ্ঠে আমার অবস্থা প্রশ্ন করে জেনে নিতেন। ডাক্তার সাহেবের উপস্থিতি আমার খুবই ভাল লাগতো, আমি খুব খুশী হতাম, তাঁর উপস্থিতিতে আমার মনে হতো অনেক ভাল হয়ে গেছি। সে সব কথা আজও স্মৃতিতে অমর হয়ে রয়েছে। আজ তাই লিখতে বসে সেসব কথা উল্লেখ না করে পারলাম না।

১৯৫৩ইং সালে ডাক্তার সাহেব নারায়ণগঞ্জের ভিক্টোরিয়া হাসপাতালে যোগদান করেন। এরপর ১৯৫৫/৫৬ সাল থেকে সরকারী চাকুরী ত্যাগ করে প্রাইভেট চিকিৎসা শুরু করেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি নারায়ণগঞ্জেই প্রাক্টিস করা (চিকিৎসা) অব্যাহত রাখেন। ১৯৬৭ সনে ঢাকায় ৩২ নং ধানমন্ডীতে তাঁদের স্থায়ী বাস ভবনে স্বপরিবারে চলে এলেও ডাক্তার সাহেব নারায়ণগঞ্জেই প্রাকটিস করতেন বলে তিনি প্রত্যেহ সেখানে যাতায়াত করতেন। নারায়ণগঞ্জ তিনি এজন্য ছাড়তে পারেন নাই কারণ তাঁর সুচিকিৎসা ও অমায়িক ব্যবহারের জন্য সেখানকার মানুষের কাছে তিনি ছিলেন বিশেষ ভাবে পরিচিত, আকর্ষণীয়, অতি শ্রদ্ধেয় ও আস্থাশীল, রুগীরা তাঁকে খুবই ভালবাসতেন। সে ভালবাসা ও আন্তরিকতাকে উপেক্ষা করে তিনি নারায়ণগঞ্জ ছাড়েন নি। হঠাৎ করে ২২ মে ১৯৯৩ইং সনে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে জনদরদী এ মানুষটি ২৩ মে প্রত্যুষে পৃথিবীর মায়া ছেড়ে পরপারে চলে যান। তাঁর এ আকস্মিক মৃত্যু সংবাদে গভীরভাবে শোকাভিভূত হয়ে পরেছিলাম। তিনি যে কেবল একজন সফল চিকিৎসক ছিলেন তাই নয়।

জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করে ইসলামের অগ্রগতিতে যে খেদমত করেছেন, তা জামা'তের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। মৃত্যুর পূর্বেও তিনি বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ্র সদর ছিলেন। তিনি ছিলেন পরোপকারী, কঠোর পরিশ্রমী, মানুষের একনিষ্ঠ সেবক, নিরবে নিভৃতে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের প্রতি দয়ালু। তিনি কেবল দিয়ে গেছেন, বিনিময়ে তাঁর কোন কিছু পাওয়ার প্রত্যাশা ছিল না। আমরা তাই বিগলিত চিত্তে কেবল দোয়া করি আল্লাহ্ তাআলা তাঁর ওপরে তাঁর রহমত বর্ষণ করতে থাকুন।

১৯৫৩ সনের শুরুতে যখন আমি ৫ম শ্রেণীর ছাত্রী তখন থেকে মোহতরমা মাসুদা সামাদ সাহেবার সাথে আমার পরিচয় ঘটে। ডাক্তার সাহেব সে সময় ঢাকা ম্যাডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চাকুরীরত ছিলেন বলে তাঁরা বকশী বাজার রোডে বসবাস করতেন। আঞ্জুমানের কাছাকাছি ছিলেন বলে একদিন আমার আব্বার সঙ্গে আঞ্জুমান থেকে ফেরার পথে তাঁদের বাসায় যাই। ঢাকায় সে সময় আহমদীদের সংখ্যা অনেক কম ছিল। মাসুদা খালাম্মা আমাকে তাঁর কাছে ডেকে নিয়ে এবং অতি আপন জনের মত আমার সাথে আলাপ করেছিলেন। তার পরে তাঁরা ১৯৫৩ সালে নারায়ণগঞ্জ চলে যান। ডা. সাহেবের অমায়িক ব্যবহার এবং চিকিৎসায় সিদ্ধহস্তের কারণে আমাদের আত্মীয় স্বজনরা প্রায় সবাই তাঁর কাছে চিকিৎসা করতো। মোহতরমা মাসুদা সামাদ খালাম্মাও খুবই মিশুক ছিলেন বলে মানুষকে আপন করে নিতে পারতেন, বিশেষ করে ওনারা আদর্শ আহমদী হওয়ার কারণে তাঁদের প্রতি সবার আলাদা শ্রদ্ধাবোধ ও আস্থাশীল ছিলেন, ডাক্তার চৌধুরী সাহেব এবং মোহতরমা মাসুদা সামাদ সাহেবা তাঁরা উভয়ে ছিলেন সদালাপী, মিষ্টভাষী ও সবার প্রতি আন্তরিক। নারায়ণগঞ্জের সকল আহমদীদের সাথে তাঁদের হৃদ্যতা, জানাশোনা ও যোগাযোগ ছিল। আমরা ঢাকায় থাকতাম বলে মাসুদা সামাদ সাহেবার সাথে সাক্ষাৎ কম হতো। কিন্তু আত্মীয় স্বজনদের কাছ থেকে তাঁদের কথা শুনতাম, সালানা জলসায় ও লাজনা ইমাইল্লাহ্র আয়োজিত ঢাকায় অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানগুলোতে যথা,– সীরাতুন্নবী জলসা, মসীহ্ মাওউদ দিবস ও মুসলেহ্ মাওউদ দিবসে মাসুদা খালাম্মা সব সময় যোগদান করতেন। তখন তাঁর সাথে দেখা হতো। সে সব অনুষ্ঠানে তিনি প্রায়ই নযম শোনাতেন এবং অনেক সময় বিষয় ভিত্তিক বক্তৃতাও করতেন। তাঁর পরিবেশিত নযম খুবই শ্রুতিমধুর ছিল, তিনি সুরেলা কণ্ঠে তা পরিবেশন করতেন। তখন তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তান লাজনা ইমাইল্লাহর প্রেসিডেন্ট ছিলেন মোহতরমা নাসিরা বেগম সাহেবা, তিনি মরহুম মিঞা জাফর আহমদ সাহেবের বেগম সাহেবা।

মোহতরমা মাসুদা সামাদ সাহেবার অধিক কাছাকাছি থেকে কাজ করার সুযোগ হয়েছে আমার ১৯৭২ইং সাল থেকে শুরু করে ১৯৯৭ইং সাল পর্যন্ত। সে সুবাদে তাঁর সাহচর্য ও সঙ্গ লাভের সুযোগ মিলেছে সিংহভাগ। এ সময় বাংলাদেশ লাজনা ইমাইল্লাহ্ পূর্বের ন্যায় (পাকিস্তান আমলে) সরাসরি রাবওয়ার নির্দেশনায় পরিচালিত হতো এবং সেখানে বাৎসরিক রিপোর্ট পাঠাতে হতো। কেন্দ্র কর্তৃক প্রণীত সিলেবাস (বাৎসিরক পাঠ্যক্রম) অনুযায়ী লাজনা ও নাসেরাতগণ ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করতো। লাজনাদের জন্য নির্ধারিত গঠনতন্ত্র অনুসরণ করা হতো।

শ্রদ্ধেয় মাসুদা সামাদ সাহেবা বাংলাদেশ লাজনা ইমাইল্লাহ্র প্রেসিডেন্ট এবং সদর হিসাবে দীর্ঘ মেয়াদী দায়িত্বভার সুচারুরূপে পালন করেছেন। বাংলাদেশ লাজনা ইমাইল্লাহকে একটি আদর্শ সংগঠন হিসাবে গড়ে তোলার জন্য তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ছিল। সংগঠনের উন্নতিকল্পে তিনি খলীফায়ে ওয়াক্ত প্রণীত সকল তাহরীক পালন ও বাস্তবায়নে সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন সময়ে সংগঠনগুলো পরিদর্শন করেন এবং সেখানে আয়োজিত অনুষ্ঠান যথা–ইজতেমা, সিরাতুন্নবী জলসা, মুসলেহ্ মাওউদ দিবস, মসীহ্ মাওউদ দিবস ইত্যাদিতে যোগদান করতেন। সংগঠনগুলোকে সজীব ও সতেজ রাখতে তিনি মূল্যবান বক্তৃতা ও গাইড লাইন দিতেন। তাঁর বক্তৃতা ও নসীহত সমূহ ছিল কুরআন করীম এর নির্দেশনা, হাদীস, রসূল পাক (সা.) এর আদর্শ এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর শিক্ষায় ভরপুর। এ ভাবে ১৯৭২ থেকে ১৯৯৪ সাল এবং ১৯৯৪ইং সাল থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ২৬ বৎসর তিনি বাংলাদেশ লাজনা ইমাইল্লাহ্র যথাক্রমে প্রেসিডেন্ট ও সদরের দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেন। আলহামদুলিল্লাহ্। তাঁর এ মহতী কর্মের জন্য উত্তম পুরস্কার দান করুন।

তাঁর কর্মময় জীবন এমন সব মহৎ গুণের প্রকাশ ঘটেছে যা আমাদের জন্য দিক নির্দেশনা হিসাবে কাজ করবে। যখন যেভাবে তা আমার চোখে ধরা পড়েছে ও নিজ অনুভূতিতে মনে দাগ কেটেছে সে ভাবেই আজ তা তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

সবার প্রতি ভালবাসা ঃ

আহমদীয়া জামা'তের তৃতীয় খলীফা হযরত মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.) এর প্রীতিপূর্ণ বাণী–'Love for all hatred for none'. অর্থাৎ 'ভালবাসা সবার তরে ঘৃনা নয় কারো পরে' এ কথার বাস্তব প্রতিফলন ঘটিয়েছেন মোহতরমা মাসুদা সামাদ সাহেবা। তিনি ছোট বড় সবাইকে ভালবাসতেন, এ ভালবাসার কোন

বৈষম্য ছিল না। তাঁর ভালবাসার ধরণ এমন ছিল যে সবাই তাতে তৃপ্ত ছিল, কারো এমন মনে হতো না যে তার ভালবাসায় কমতি আছে। নিজ সন্তান সন্ততি, ভাই বোন, আত্মীয় স্বজনসহ সকল পরিচিত জনদের জন্য তাঁর আন্তরিক ভালবাসা ছিল। জামা'তের সবার সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক ও হৃদ্যতা ছিল। তিনি কারো দুঃখ দেখে দুঃখ পেতেন এবং সুখী দেখলে সুখী হতেন। সুযোগ ও সাধ্য মতো বিপদাপদে মানুষকে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন, প্রয়োজনে সুপরামর্শ দিয়েছেন।

শিশুদের প্রতি তিনি ছিলেন খুবই স্নেহশীলা। মসজিদ বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে শিশুরা যেন কান্না কাটি ও তাদের মাকে বিরক্ত না করে সে দিকে তিনি বিশেষ খেয়াল রাখতেন। বাচ্চাদের ধমকানো বা শাসন করা তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না। তাই তাদেরকে শান্ত রাখার জন্য হাতে টফি দিতেন। তাঁর ব্যাগে সব সময় এ ধরণের কিছু না কিছু মওজুদ থাকতো। ঢাকা ও এর বাহিরে বিভিন্ন ইজতেমা ও জলসায় যোগদান করলে তিনি বাচ্চাদের জন্য টফি, ছোট ধরনের আকর্ষণীয় খেলনা সামগ্রী সঙ্গে রাখতেন, বাচ্চাদের চুপ করানোর এটা ছিল তার একটি চমৎকার কৌশল।

ভুল সংশোধনকারী ঃ

তিনি ভুল সংশোধন করতেন 'হিকমতের' সাথে। কারো কপালে টিপ পড়া দেখলে, বিশেষ করে মসজিদে যদি কাউকে টিপ পরা অবস্থায় দেখতেন তবে বলতেন, "কপালটিতো সৃষ্টি হয়েছে আল্লাহ্‌কে সিজদা করার জন্য, সেখানে অন্য কিছুকে স্থান দিবেন না।" পর্দার ব্যাপারে শীথিলতা দেখালে তিনি বলতেন, –"অন্যের কুদৃষ্টি, লোভ লালসা থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্যই নিজেকে ঢেকে রাখা। এতে নিজেরই লাভ। তা ছাড়া পর্দাহীনতায় আসল সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়, হায়া লজ্জা বিনষ্ট হয় বলে ব্যক্তির প্রতি কদর ও আকর্ষন থাকে না।" মেয়েদের জামা'তের বাইরে বিয়ের ব্যাপারে আক্ষেপ করে বলতেন–"কোন মা কি তার সন্তানকে ইচ্ছা করে বিপথে ঠেলে দিতে পারে? আমাদের মেয়েদের এ কথাই জানা থাকবে যারা যুগ ইমামকে মানে না তারা বিপথগামী হয়ে আছে। সেসব ছেলেদের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া কখনও সুখকর হতে পারে না। সেই মেয়েদের দায়িত্ব নিজ সন্তানদের মাঝে এরূপ মনমানষিকতা গড়ে তোলা।" তাঁকে কখনো কাউকে কর্কশ স্বরে বা আক্রমণাত্মক কথা বলতে শোনা যায় নাই। কোন ইজতেমা বা জলসায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কথা বলা বন্ধ করার জন্য আমাদেরকে রূঢ় বা কর্কশ ভাবে বলতে নিষেধ করতেন। নরম ও মোলায়েম স্বরে ও আদবের সাথে বলার জন্য উপদেশ দিতেন।

ইবাদতগুজারী

ইবাদত বন্দেগীতে তাড়াহুড়া করা তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল। সময় নিয়ে নিষ্ঠার সাথে তিনি নামায পড়তেন। কুরআনের প্রতি ছিল তাঁর গভীর ভালবাসা। সহীভাবে কুরআন পাঠের জন্য সবাইকে তিনি নসীহত করতেন। কোন অনুষ্ঠানের শুরুতে যখন কুরআন তেলাওয়াত হতো এবং ইজতেমাগুলোতে কুরআন তেলাওয়াতের প্রতিযোগিতা হতো ভুল উচ্চারণ শুনলে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে তা সংশোধন করে দিতেন। ধর্মীয় সাধারণ জ্ঞানের প্রতিযোগিতায় বেশীর ভাগ প্রশ্ন করতেন কুরআন করীমের বিষয়ে। কুরআন পাকের বিষয়ে তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল। কুরআন শিক্ষা সহজ করার জন্য তিনি ছোট ছোট প্রশ্নের আকারে উত্তরগুলো বিশ্লেষণ করতেন এবং বিশেষ বিশেষ অংশগুলো চিহ্নিত করে দিয়ে মুখস্থ করতে বলতেন। তিনি নিজে শুদ্ধভাবে কুরআন পাঠ করতেন বলে কারো সহী পড়া শুনলে খুবই খুশী হতেন।

একবার তাঁর সাথে আমার রমযানে ইতেকাফ করার সুযোগ হয়েছিল। সময়টা ছিল ১৯৮২ইং সাল। ৪নং বকশী বাজারের দারুত তবলীগ মসজিদে লাজনাদের অংশে আমরা ৪ জন মহিলা ছিলাম। আমরা দু'জন ছাড়া আরো দু'জনের মধ্যে একজন মিসেস আসিয়া খাতুন সাহেবা ও রুবেল (মরহুম ডাঃ মূসা সাহেবের মেয়ে)। মশার উপদ্রুপ ছিল বলে আমরা মশারী ব্যবহার করতাম। কিন্তু খালাম্মা তা করতেন না। না করার কারণ হিসাবে তিনি বলেছেন, মশারী দিয়ে ঘুমালে ঘুম গাঢ় ও আরামদায়ক হবে তাতে ইবাদত করার সুযোগ কম থাকবে।" আমরা কখনো তাঁর মতো অধিক রাত পর্যন্ত জাগতে পারতাম না। রমযানে তিনি কয়েকবার কুরআন খতম করতেন। তিনি এ সময়ে অনেক কম ঘুমাতেন।

১৯৮২ সনে দারুত তবলীগ মসজিদের অবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণ বর্তমানের মত ছিল না। দেখা যেতো ৪/৫ দিন পরও লাজনাদের লেট্রিন ও বাথরুম পরিষ্কার হচ্ছে না। ইতেকাফের সময় এ কারণে আমাদের খুবই অসুবিধা ও অস্বস্থি বোধ হতো। এমন অবস্থায় একদিন সকালে দেখি সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এতে আমি খুবই খুশী হই এবং মাসুদা খালাম্মাকে বলি মনে হয় খুব ভোর বেলায় সুইপার ল্যাট্রিন ও বাথরুম সুন্দরভাবে পরিষ্কার করে দিয়ে গেছে। তিনি জানালেন কেউ এসে পরিষ্কার করে নাই, খুব ভোরে তিনি নিজেই সব ধুয়ে পরিষ্কার করেছেন। একথা শুনে আমি খুবই ব্যথিত হয়ে বললাম আমাকে কেন তাঁকে সাহায্য করার জন্য বলা হয় নাই। আমার কেবলই মনে হয়েছে আমার মাথায় কেন এভাবে পরিষ্কার করার কথা আগে আসে নাই। এভাবে তাঁর সাহচর্যে অনেক কিছুই শিখার সুযোগ ছিল। জামা'ত সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য, কুরআন করীমের প্রয়োজনীয় আয়াত সমূহ এবং

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ভিত্তিক হাদীস তাঁর কাছ থেকে যখনই প্রয়োজন হয়েছে জেনে নিয়েছি। তিনি খুশী হয়ে তা বলেছেন, অনেক সময় লিখেও দিয়েছেন।

একজন আদর্শ দোয়াগো ঃ

দোয়ার প্রতিমূর্তি ছিলেন মোহতরমা মাসুদা সামাদ সাহেবা। তিনি ছিলেন দোয়ার এক বিশাল ভান্ডার। আদিয়াতুল কুরআন, আদিয়াতুর রসূল (সা.) ও আদিয়াতুল মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর সম্পূর্ণ মুখস্থ ছিল। তা ছাড়াও তিনি কুরআন করীমে উল্লেখিত সব নবীগণের দোয়া ও বহু হাদীসের দোয়া জানতেন। শুধু তাঁর জানার মধ্যেই সেগুলো সীমাবদ্ধ ছিল না, তিনি সেগুলো আমল করতেন এবং অন্যদেরকেও তা শিখাতেন। অনেককে শিখার জন্য লিখে দিয়েছেন। কোন অবস্থায় কী দোয়া পড়তে হবে এবং কখন কিভাবে পড়তে হবে তাও শিখিয়ে দিতেন। কুরআন করীমের ২২তম পাড়া পর্যন্ত তিনি হেফজ করেছিলেন। কুরআনের সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম বিষয় নিয়ে তিনি আলোচনা করতেন। পৃথিবীতে মানুষ কিভাবে চলে আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দা হতে পারবে তার বিধি-বিধান এতে বর্ণিত হয়েছে, সে কারণে তা সঠিক ভাবে পালন করার জন্য কুরআন বার বার পাঠ করতেন এবং অন্যদেরকেও একইভাবে তা পাঠের জন্য নসিহত করেছেন।

নবী করীম (সা.) এর দোয়াগুলো তিনি আমল করতেন, যে যে প্রেক্ষিতে দোয়াগুলো পাঠ করা হতো ঠিক সে ভাবে। একই ভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দোয়াগুলো আমল করতেন এবং তাঁর ওপরে অবতীর্ণ ‘ইলহামগুলো’, যেভাবে যে ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে সে ভাবেই অনেক ইলহাম তাঁর জানা ছিল। লাজনা এবং নাসেরাতদের তালিমী ক্লাসে তিনি অর্থসহ সেগুলো শিখিয়েছেন। খলীফায়ে ওয়াক্তগণ যখনই যে দোয়ার তাহরীক করেছেন তিনি তা নিয়মিত পাঠ করেছেন এবং সবাইকে তা পাঠ করার জন্য তাগীদ দিয়েছেন। মোট কথা নিজের জীবনকে তিনি আল্লাহ্ তাআলার আদেশ পালনকারী এবং রসূল পাক (সা.) এর সুন্নত আদায়কারীরূপে রূপান্তরিত করেছিলেন বলে সেখানকার ধর্মীয় পরিমন্ডল এবং বুযুর্গানেদীনগণের সাহচর্য লাভের সময় সুযোগকে অবহেলা না করে সম্পূর্ণভাবে তা কাজে লাগিয়ে নিজেকে ধর্মীয় শিক্ষা ও আদর্শে গড়ে তুলেছেন। তিনি খুব মেধাবী ছিলেন, তাঁর স্মরণ শক্তিও ছিল অতি প্রখর। আরবী ও উর্দু ভাষায় তিনি পারদর্শী ছিলেন, উর্দু শুদ্ধভাবে বলতে পারতেন এবং আরবী ও উর্দু সহীভাবে লিখতেন। তাঁর হাতের সব ধরনের লেখাই খুব সুন্দর ছিল। কোন কিছু জানবার ও শিখার আগ্রহ ছিল তাঁর প্রবল। কারো মধ্যে কোন প্রতিভা দেখলে তিনি খুব খুশী হয়ে প্রশংসা করতেন এবং তা ধরে রাখার জন্য উৎসাহ দিতেন।

সামাজিক কদাচার ও কু-প্রথা বর্জনকারী :

মাসুদা সামাদ সাহেবা সামাজিক কদাচার ও কু-প্রথার ঘোর বিরোধী ছিলেন। বর্তমান জামানায় এর প্রভাব প্রকটভাবে মুসলমানদেরকে প্রভাবিত করছে। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে ইসলামী সংস্কৃতি আজ বিপদের সম্মুখীন, কোন কোন আহমদী পরিবারও এর প্রভাবে প্রভাবিত বলে জানা যায়। আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের ঘোর বিরোধী, এসব বর্জনের জন্য কঠোরভাবে হুশিয়ার থাকতে বলা হয়েছে। এসব রসুম রেওয়ায়েজের পরিবর্তে কুরআন শিক্ষার ক্লাস, নযম এর প্রতিযোগিতা, হাদীস ও ধর্মীয় সাধারণ জ্ঞানের প্রতিযোগিতার প্রতি বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি এসব বিষয়ের ওপরে প্রতিযোগিতা খুবই পছন্দ করতেন এবং প্রতিযোগিতার পরীক্ষক হলে খুবই আনন্দ পেতেন। ছোট নাসেরাতদের প্রতিযোগিতা হলে তিনি খুবই খুশী হতেন, তাদের জন্য ব্যক্তিগত ভাবে সান্তনা পুরস্কার দিয়ে বাচ্চাদেরকে উৎসাহিত করতেন। কাউকে তিনি নিরাশ করতে চাইতেন না।

একজন সুবক্তা ও তবলীগকারী :

তিনি একজন সুবক্তা ছিলেন, বক্তৃতা প্রদানকালে তিনি বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত কুরআন হাদীসের বহু উদ্ধৃতি প্রদান করতেন। অনেক ক্ষেত্রে উদাহরণও যোগ করতেন। নিজ জীবনের বাস্তব ঘটনা ও অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরতেন যা জীবন্ত হয়ে চোখের সম্মুখে ফুটে উঠতো। এ কারণে তাঁর বক্তৃতা খুবই আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী হতো। কাদিয়ানে তাঁর ঘটনাবহুল জীবনের বর্ণনা এমনই ছিল যে তা সবার মনে গেঁথে রয়েছে।

উৎকৃষ্ট একজন দায়ীয়ানা ইলাল্লাহ্ হিসাবেও তিনি তবলীগের ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছেন। সুমিষ্ট ভাষায় ধৈর্য সহকারে তিনি তবলীগ করতেন। আহমদীদের কাছে তিনি একজন অভিজ্ঞ ও জ্ঞানী আহমদী হিসাবে অধিক পরিচিত। ঘরের বাইরে তিনি যতক্ষণ থাকতেন ততক্ষণই তিনি বোরখা পরিহিত থাকতেন। কখনো তাঁকে বোরখা ছাড়া দেখা যায় নাই। তাই তবলীগের অনুষ্ঠানগুলোতে তাঁর উপস্থিতি ছিল সোনায় সোহাগার মতো। একই ব্যক্তিকে তিনি ধৈর্যহারা না হয়ে দিনের পর দিন তবলীগ করেছেন। তাঁর কথায় যাদু ছিল। তাঁর যুক্তি ও তথ্যপূর্ণ বক্তব্য মানুষ মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনতো। তাঁর তবলীগে অনেকে বয়আত গ্রহণ করেছেন। যে কোন সভায় সৌন্দর্য ও আকর্ষণ তাঁর উপস্থিতে বহুগুণ বৃদ্ধি পেত। আল্লাহ্ করুন তাঁর অবর্তমানে সে অভাব যেন দ্রুত পূর্ণ হয়ে যায়। আমীন।

(চলবে)

হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.)-এর বাংলাদেশ সফর

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

(চতুর্থ কিস্তি)

সাহেবযাদা মির্যা তাহের আহমদ প্রত্যন্ত অঞ্চল দুর্গারামপুর পৌঁছলে স্থানীয় আহমদীরা হৃদয়ের উচ্ছাসে অভিনন্দন জানান এবং আলিঙ্গন করেন। রাতে অবস্থান কালে হঠাৎ কালবৈশাখী ঝড় আসে। টিনের চাল ও বাঁশের বেড়ার ঘর উড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। সবাই দোয়ারত হন। স্থানীয় আহমদীরা তাদের শ্রদ্ধাভাজন প্রাণের মানুষটির জন্য ব্যাকুল হয়ে যায়। প্রায় উড়ন্ত ঘরের চাল অবশেষে স্থির হয়। ঝড় থেমে যায়। গ্রামের অনেক ঘরবাড়ি ও গাছপালা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তাঁর আগামী দিনের খলীফাতুল মসীহ্ ও অন্যান্য আহমদীদেরকে অক্ষতভাবে রক্ষা করেন। দোয়া কবুলিয়তের এক আশ্চর্য নিদর্শন পরিস্ফুটিত হয়ে উঠে। জামা'তে প্রাণবন্ত তালিম তরবিয়তী ও তবলীগি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সাহেবযাদা মির্যা সাহেব জামা'তে র উন্নতিকল্পে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দেন। স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব ফজলুল করীম ও মোয়াল্লেম মৌলভী ইয়াকুব আলী ফকির এ মহীয়ান ব্যক্তিকে নিয়ে গ্রামের বিভিন্ন বাড়িতে বেড়াতে যান। গ্রামের কৃষক পরিবারের সাধারণ লোকজন নূরানী চেহারার সুদর্শন সুপুরুষ মির্যা সাহেবের দর্শনে ও তাঁর বিনয়ী ব্যবহারে আনন্দিত হয়। বাঙালি রীতি অনুযায়ী মেহমানগণ দু'টি কাঁঠাল নিয়ে যান এবং প্রেসিডেন্ট সাহেবের গাছের পাকা পেঁপে খেয়ে তিনি প্রশংসা করেন। তখন মোহাম্মদ কুদরতউল্লাহ্ সাহেব নামে এক ব্যক্তি মির্যা সাহেবের হাতে বয়আত করে জামা'তে আহমদীয়ায় দীক্ষা গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। স্থানীয় আহমদীদের সাথে তাঁর গভীর হৃদ্যতা সৃষ্টি হয়। তাই নৌকাযোগে বিদায়কালে সকলের প্রাণ ভারাক্রান্ত ও অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠে।

১৯৬১ সালে উথুলী কাঁচা মসজিদের সামনে হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.)

এ প্রসঙ্গে তৎকালের তিফল আজকের নাসের সুলেখক মোহাম্মদ ফজলে-ই-ইলাহী সাহেব স্মৃতিচারণে বলেন–'বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে র চতুর্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) তাঁর জীবনের প্রথমাধ্যায়ে বিশ্ব খোদ্দামুল আহমদীয়ার নায়েব সদর, সদর এবং অন্যান্য নাযেম হিসেবে দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। সেই সময়কালে তিনি কয়েকবার বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) সফরে আসেন। তখন আমার বয়স ১০-১২ বছর, অর্থাৎ একজন তিফল। জামাতী কাঠামো ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে আমার তেমন কোন পরিচয় বা জানাশোনা ছিল না। নিজ জামাত ব্যতীত অন্য জামা'তে র ধারণা আমার ছিল না বললেই চলে। তাই খলীফা হওয়ার পূর্বে শ্রদ্ধাভাজন ও সম্মানিত ব্যক্তিত্ব জনাব মির্যা তাহের আহমদ সাহেবকে তেমন ভাবে জানি না এবং চিনিও না। স্বীয় পিতা স্থানীয় জামা'তের মোয়াল্লেম জনাব ফকীর মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী সাহেবের মুখ থেকে শুনলাম যে , হযরত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর নাতী, হযরত মুসলেহ মাওউদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)- এর পুত্র জনাব মির্যা তাহের আহমদ সাহেব ঢাকা থেকে দুর্গারামপুর সফরে আসছেন। আব্বা ও জামা'তে র অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের হন্তদন্ত ও বিচলিত ভাবে সম্মানিত মেহমানকে রিসিপশন করার প্রস্তুতি দেখে ধারণা করলাম যে, যিনি আমাদের এই ক্ষুদ্র জামাত সফরে আসছেন তিনি অত্যন্ত মহৎ ও মশহুর এক ব্যক্তি।

মনে পড়ে সে সালটি সম্ভবত: ১৯৬১ সাল। শ্রদ্ধেয় মেহমানের সফরের সবটুকু স্মৃতি এখন আমার মনে নেই। তবে গ্রাম পরিদর্শন শেষে বিদায় মুহূর্তের স্মৃতিটুকু এখনও চোখের সামনে ভাসে। সিদ্ধান্ত হলো– মির্যা সাহেব নৌকা যোগে দুর্গারামপুর হতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া যাবেন। অবশ্য তখন এই নৌকাই ছিল আমাদের নীচু এলাকার জন্য একমাত্র বাহন। শ্রদ্ধেয় মেহমান হযরত মির্যা সাহেব সকলের সাথে কোলাকোলি শেষে নৌকায় পা রাখার প্রাক্কালে আমার আব্বা জনাব ফকীর সাহেব তাঁর সন্তানদের মধ্যে চতুর্থ এবং মেয়েদের মধ্যে প্রথম রোহানি বেগমকে কোলে নিয়ে মহান মেহমানকে বিদায় দিতে করমর্দন করতে আসলেন। কোলে মেয়েটিকে দেখে নাম জিজ্ঞাসা করলেন এবং তিনি তাঁর গায়ের জামার পকেট থেকে একখানা আতরের শিশি বের করে আমার বোনটির হাতে দিলেন। সেই শিশিটি আজও আমার বোন বড় আদরে

বাক্সে সযত্নে তুলে রেখেছেন। যা থেকে এখনও বেশ সুন্দর ঘ্রান পাওয়া যায়।

শ্রদ্ধাভাজন মেহমান বিদায় নিয়ে নৌকায় উঠলেন। হাত নাড়িয়ে মায়া ও ভালবাসা জানালেন। পাহাড়ী ও শুকনা দেশের লোক নৌকায় উঠে বিল ভরা শান্ত নীল দৃশ্য দেখে বেশ পুলকিত হলেন। বহনকারী নৌকাটি ছিল আকারে বেশ বড়, যার পিছন দিকটা ছিল খানিক উঁচু ও প্রসস্ত। সাদা সালোয়ার ও পাঞ্জাবী গায়ে, শুভ্র মুখভরা কৃষ্ণ দাঁড়ি আর মাথায় তাঁর কালো জিন্নাহ্ ক্যাপ। সব মিলিয়ে দৃষ্টিতে ছিলেন এক মনোমুগ্ধকর ব্যক্তি। নৌকায় আরোহন মাত্রই তিনি চটপটে নৌকার সম্মুখ দিকে একবারে মাথার উঁচু স্থানে বসলেন এবং শান্ত অথৈ পানির অপরূপ রূপ দর্শন করতে লাগলেন। নৌকা ঘাট পরিত্যাগ করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া অভিমুখে যাত্রা করল। স্থানীয়গণ তন্ময় হয়ে নৌকা চলার পথে তাকিয়ে রইলেন।

সেই মহীয়ান ব্যক্তিত্বই ১৯৮২ সালে বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে র চতুর্থ খলীফা নির্বাচিত হয়ে ইসলামী খিলাফতের মসনদ অলংকৃত করেন। সেদিন আমার অপ্রতুল ও অপরিপক্ক জ্ঞান ধারনাই করতে পারেনি যে, এই মির্যা তাহের আহমদ সাহেবই একদিন খলীফার মসনদে আসীন হবেন। আসলে খোদার এ ধরনের সিদ্ধান্ত সাধারণদের জ্ঞান পরিধির বাইরেই থাকে। খোদার এই খলীফা ১৯৮৪ সালে এক অভূতপূর্ব ও অলৌকিক ঘটনার মধ্য দিয়ে জন্মভূমি পাকিস্তান থেকে লন্ডনে হিজরত করেন। খোদার মনোনীত এই কর্মবীর তাঁর খিলাফত জীবনের সুদীর্ঘ ২১টি বছর তাঁর অসাধারণ প্রতিভার দ্বারা জামা'তে র অজস্র খেদমত করেছেন, যা ইসলামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত হয়ে থাকবে। বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ, অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে সাক্ষাৎকার ও প্রশ্নোত্তর, পুঁথি-পুস্তক, রচনা ও জনসমাবেশের মাধ্যমে তিনি আহমদীয়াত তথা ইসলামের নব রূপকে পৃথিবীর সর্বত্র আলোর গতিতে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন।

হে রহমান খোদা! তুমি আমাদের এই প্রিয় নেতা, তোমার সংবাদ প্রচারক জনাবে আ'লার পবিত্র আত্মাকে বেহেশ্তের সর্বোচ্চ আসনে আসীন করো। আলহামদুলিল্লাহ্।'

এ মহীয়ান অতিথি সে সময় তারুয়া জামাত সফর করেন। জামা'তে র প্রেসিডেন্ট মৌলভী আহমদ আলী ও কায়েদ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া আবুল কাশেম সাহেবসহ অন্যান্য সদস্যরা গভীর ভক্তিপূর্ণ শ্রদ্ধায় বরণ করেন। দেশীয় খাবারের বিশাল আয়োজনে আন্তরিকভাবে আপ্যায়ন করা হয়। তিনি অনেক খাবারের প্রশংসা করেন। ক'দিন তিনি তারুয়া অবস্থান করেছিলেন। তাই খলীফার মসনদে বসে জীবনের পড়ন্ত বেলায় তারুয়া সফরের স্মৃতিচারণ করেন এবং তাঁর উত্তম সেবাদানকারী স্নেহাশীষ মৌলভী আহমদ আলী সাহেবকে স্মরণ করেছেন। তারুয়ায় প্রত্যহ খাবারের শেষে দুধভাত ও কলা দিয়ে আপ্যায়নের কথা তিনি কখনও ভুলেননি। সেজন্যই তারুয়ার সাথে সম্পৃক্ত কোন দর্শনার্থী লন্ডনে সাক্ষাৎ করতে গেলে মৌলভী আহমদ আলী সাহেব কেমন আছেন তা জানতে চাইতেন । তাঁর বাড়ির পাম গাছগুলি কি এখনও আছে ইত্যাদি স্মৃতিপটে জাগ্রত অনেক কথা তিনি অকপটে বলেন। তারুয়া গ্রামের জনপদেও কিংবদন্তী হয়ে আছে তাঁর পদচারণার স্মৃতি বিজড়িত সুমধুর কাহিনী ও নসিহতমূলক অমর বাণী।

মির্যা তাহের আহমদ সাহেব ১৯৬১ সালে এদেশে সফরকালে চট্টগ্রাম জামাত সফর করেছেন। সফর সঙ্গী মাওলানা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেব ও মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব প্রমুখ চট্টগ্রাম পৌঁছলে স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সৈয়দ খাজা আহমদ ও কায়েদ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া মুসলেহ উদ্দিন খাদেমসহ জামা'তে র অন্যান্যরা প্রাণঢালা অভিনন্দন জানান। সর্বস্তরের সদস্যদের উপস্থিতিতে তালিম-তরবিয়তীমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। তিনি জামা'ত ও মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়াকে সাংগঠনিকভাবে কর্মতৎপর করার জন্য বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দেন। শহরের বিশিষ্ট লোকদেরকে আমন্ত্রণে সুধী সমাবেশে তবলীগি বক্তব্য রাখেন। তখন চট্টগ্রামের স্থানীয় অধিবাসী বাবু যোগেন্দ্র দাসের ছেলে বিমলেন্দু দাস ওরফে মন্টু বাবু সাহেবযাদা মির্যা তাহের আহমদ সাহেবের হাতে বয়আত করে আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) তাঁর নাম রাখেন বদরউদ্দিন আহমদ। পরবর্তী জীবনে তিনি জামা'তে র একজন একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন।

এ দেশের মাটি ও মানুষের ভালবাসায় সিক্ত মির্যা সাহেব ১৯৬১ সালের সফরে কুষ্টিয়া জেলার উথূলী জামাত সফরে করেছেন। মৌলভী মোহাম্মদ সাহেবসহ রেলগাড়ী যোগে গন্তব্যে পৌঁছেন। তখন স্থানীয় জামা'তে র প্রেসিডেন্ট ডাঃ আমীর হোসেন ও কায়েদ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া আব্দুল গফুরসহ ধর্মপ্রাণ স্থানীয় সদস্যরা উল্লাসিত হয়ে উঠে। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর বংশোদ্ভূত নাতীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে তাদের কুড়েঘরে পদধুলিতে প্রাণটা ভরে যায়। প্রেসিডেন্ট সাহেবের মাটির দেওয়াল ও খড়ের ছাউনী বিশিষ্ট বৈঠকখানায় এ মহান অতিথির থাকার ব্যবস্থা করা হয়। তিন দিন তিনি উথুলীতে অবস্থান করেছিলেন। সারা গ্রাম ঘুরে ঘুরে প্রত্যক্ষ করেন গ্রাম বাংলার অপরূপ দৃশ্যপট এবং কৃষক পরিবারের কর্ম ও জীবন প্রবাহ। এক কৃষককে মাঠে লাঙ্গল দিয়ে হাল চাষ করতে দেখে তার কাছে যান। সালাম দিয়ে কুশল বিনিময়ে জমি কর্ষণের পদ্ধতি দেখেন। একজনকে জমিতে মই দিতে দেখে সখ করে তার মাথার মাথালটি নিজের মাথায় দেন এবং মইয়ে চড়ে কিছুক্ষণ জমিতে মই দেন। এদেশের বাঙালিদের হৃদয়কে পরিপাটি করে তোলার লক্ষ্যব্রত মহানুভব মানুষটি জমিতেও মই দিয়ে মাটিকে পরিপাটি করেন। তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন পেশার মানুষকে নিজের জীবনে উপলব্ধি করেছেন। ফলে এদেশের মাটি ও মানুষের সাথে মিশে গিয়েছিলেন শ্রদ্ধাভাজন সাহেবযাদা মির্যা সাহেব। পারশ্য বংশোদ্ভূত উচ্চ শিক্ষিত ও পাঞ্জাবী মানুষটির মাঝে কোন আত্ম অহমিকা ও অহংকার ছিল না। বিনয়তা তাঁর মাঝে ভরপুর ছিল। তাই সর্বস্তরের মানুষের

সাথে প্রাণে প্রাণে একাকার হয়ে ইমামুজ্জামান হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর আবির্ভাবের সুসংবাদ প্রচার ও প্রসার এবং অনুগমনকারীদেরকে আধ্যাত্মিকতায় উন্নতি লাভের শিক্ষাদানে নিরলস কাজ করেছেন। তিনি পায়ে হেঁটে আশে পাশের ক'টি গ্রামে ঘুরেছেন। আগে সালাম দিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করে সকলকে আপন করে নেন। ঋষি কল্প মানুষটির ব্যবহার যাদুর মত কাজ করে। তাই সে সময় উথুলী গ্রামের অনেক লোকজন তাঁর দর্শন ও বাক্য শ্রবণে জড়ো হয়। ভাব বিনিময়ের এক অপূর্ব মিলন মেলার হাট বসে।

তখন উথুলী জামা'তে র মসজিদটি ছিল খড়ের তৈরী। এ মসজিদে তিনি নামায পড়েন। জামা'তে র লোকজন নিয়ে একাধিক সভা করেছেন। সাংগঠনিকভাবে কর্মতৎপর হওয়ার বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দেন। মসজিদটি পাকা করার নিমিত্তে তাঁর পবিত্র হাতে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন । তখন খোদার দরবারে দোয়া করেন- হে আল্লাহ্ তুমি এ মসজিদটি অত্র এলাকার একটি বৃহৎ ইসলাম প্রচার কেন্দ্র হিসেবে গ্রহণ কর। জামা'তে র উন্নতি দাও। তাঁর দোয়ার ফলশ্রুতিতেই ৪৫ শতাংশ ভূমির উপর বৃহৎ পাকা মসজিদ নির্মিত হয়েছে।

সে সময় চুয়াডাঙ্গা কলেজের অধ্যাপক মোহাম্মদ আবুল খালিদ সাহেবের সাথে মৌলভী মোহাম্মদ সাহেবের মেয়ে মোবারেকা বেগমের বিবাহ পড়ান মির্যা সাহেব। প্রেসিডেন্ট সাহেবের বৈঠক খানায় এ বিয়ের অনুষ্ঠান হয়। এ অনুষ্ঠানে মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব, মৌলভী ইসরাঈল দেওয়ান মোয়াল্লেমসহ উথুলী জামা'তের অনেক সদস্য এবং অ-আহমদী ভ্রাতা উপস্থিত ছিলেন। বিবাহ অনুষ্ঠানে পাত্রী আহমদনগর থাকায় অ-আহমদীদেরকে বুঝানোর জন্য হুযূর বিবাহের খুতবায় সকলকে উদ্দেশ্য করে বলেন– বিবাহ মজলিসে পাত্রী উপস্থিত থাকার প্রয়োজন নেই। পাত্রীর নিকট থেকে মতামত (ইজিন) নিয়ে আসলেই চলে। তাই বর্তমানে তা করা হয়েছে।

তখন উথুলী গ্রামের প্রাকৃতিক লীলা নিকেতন ও আতিথেয়তা তাঁকে মোহিত করে এবং তাঁর জন্মভূমি জননীর কথা স্মরণ করে দেয়, তাই সেদিন তিনি অকপটে বলেন–ম্যারা মালুম হোতা হ্যায় কি ইয়ে কাদিয়ান ! প্রকৃতপক্ষে তিনি বাংলার মাটিতে কাদিয়ানের রূপ ও গন্ধ পেয়েছিলেন।

উথুলী সফরের উপর স্মৃতিচারণে আব্দুল গফুর মাষ্টার সাহেব লিখেন–

বাঙ্গাল কো দীল জয়ী হোগী– হযরত মসীহ্ মাওউদের (আ.)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে মোহতারম মির্যা তাহের আহমদ সাহেব ১৯৬১ সালে ব্যাপকভাবে বাংলাদেশ ভ্রমণ করেন। এদেশের অনেকগুলি জামাত সফর করেছেন। তিনি যে সব জামা'তে গিয়েছেন সেখানেই মনে হয় দুই / তিন দিন অবস্থান করে সেই এলাকাকে জানার এবং সেই সব জায়গাকে কেন্দ্র করে আহমদীয়াতকে সম্প্রসারণের ব্যবস্থা নেওয়ার উপায় অবলম্বন নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন। ১৯৬১ সালের মে মাসের দিকে উথুলীতে তাঁর শুভাগমন হয়। আমি তখন উথুলী মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার কায়েদ। কাজেই আমার সার্বক্ষণিক তাঁর সান্নিধ্যে থাকার সৌভাগ্য হয়। তাঁর সুন্দর চেহারা প্রথম দর্শনেই মানুষকে আকর্ষণ করে। সাক্ষাতের সাথে সাথেই সালাম বলে হাত বাড়িয়ে বুকে জড়িয়ে ধরতেন। তাঁর চেহারা মোবারক দর্শনে এবং কথা শুনার জন্য লোকের ভীড় জমতো। তখন ডা: আমীর হোসেন সাহেব ছিলেন উথুলী জামা'তে র প্রেসিডেন্ট। তার বৈঠকখানায় এ মহীয়ান অতিথির থাকার ব্যবস্থা করা হয়। সেই ঘরটি তিন দিকে মাটির দেয়াল বিশিষ্ট একটি বৃহৎ খড়ের ছাউনীর ঘর ছিল। ঘরের পূর্ব দিকে বৃহৎ খোলা বারান্দা এবং ঘরে প্রায় একশত লোকের বসার ব্যবস্থা ছিল। ভিতরের উত্তর দিকের একটি বড় চৌকিতে তাঁর শয়নের ব্যবস্থা করা হয়। ঐ বৈঠকখানার উত্তর পার্শ্বে কেবল মাত্র তাঁর আগমন উপলক্ষে গোছলখানা ও পায়খানা তৈরী করা হয়। প্রত্যহ রাত ১১–১২টা পর্যন্ত গ্রামের লোকজনের সমাগম ছিল। অধীর আগ্রহে তাঁর সান্নিধ্য লাভে বহু লোকের ভীড় জমে থাকতো।

উথুলী রেল স্টেশনের পরেই বাজার। বাজারের উত্তর প্রান্তে আমাদের মসজিদ। প্রেসিডেন্ট সাহেবের বাড়ী থেকে প্রায় ১ কিলোমিটার দুরে। দুপুরের পর এ মহীয়ান অতিথি প্রেসিডেন্টের সাহেবের বাড়ী থেকে মসজিদে আসার পথে সকল শ্রেণীর মানুষের সাথে হাসি মুখে কথা বলতেন। রেল ষ্টেশনের পাশের গ্রাম ও ফসলের মাঠ পায়ে হেঁটে ঘুরেছেন। ঐ সময় তিনি উথুলী জামা'তে র মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। অত:পর এ মসজিদ জামা'তে র সদস্যদের নিজেদের খরচে পাকা করা হয়। ১৯৭১ সালের মুক্তি যুদ্ধের সময় শত্রু সেনাদের মটরের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। পরবর্তীকালে জামা'তে র সদস্যরা ৪৫ শতাংশ জমি ন্যাশনাল আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে র নামে রেজিষ্ট্রীমূলে দলিল করে দেন। হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.)-এর দোয়ার ফসল উথুলী জামা'তে বর্তমানে একটি সুন্দর মসজিদ বিদ্যমান আছে।

তখন হযরত মির্যা সাহেব ১৯৪৭ সালে পাক-ভারত স্বাধীনতার পর কাদিয়ান এলাকার মুসলমানদের ওপর শিখ ও হিন্দুদের অত্যাচার, আহমদী জামা'তের প্রতি আল্লাহ্ তাআলা ফযল এবং পাকিস্তানে হিজরতে খোদার অপরিসীম সাহায্যের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। আহমদী খোদ্দামের যে দলটি জামা'তে র এ কাজ করে তাদের নেতৃত্বে ছিলেন তিনি। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এর নির্দেশ এই দল ঘটিত হয়েছিল। এই দলটি যাদের উপর অত্যাচার হতো তাদের উদ্ধার করে নিয়ে আসতো এবং তাদের সাহায্য করা হতো, পাহারা দিয়ে সীমান্ত পার করে পাকিস্তানে রেখে আসা হতো। সেই সময় সরকারও এই দলের প্রশংসা করে উৎসাহিত করেছে। পরবর্তীকালে এই দলের আলোকে ফোরকান রেজিমেন্ট গঠিত হয়। এবং কাশ্মীরে ফোরকান রেজিমেন্ট পাকিস্তান সরকারের ফোর্সের সাথে কাজ করে। ফোরকান রেজিমেন্টের সকল খরচ আহমদী জামাত বহন করে।

উথুলীতে এই মহান ব্যক্তিকে আমাদের মাঝে পেয়ে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত ও গৌরবান্বিত হই।

সে সময় সাহেবযাদা মির্যা সাহেব রংপুর জামাত সফর করেছেন। রংপুর জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট ও বিশিষ্ট ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি এডভোকেট বদর উদ্দিন আহমদ সাহেবের বাড়ীতে তিনি বেশ ক'দিন তশরীফ আনেন। এডভোকেট সাহেব এ সম্মানিত অতিথির শুভাগমনে সুধী জনের আয়োজনে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাবের সুসংবাদ প্রচার করেছেন। শহরের শিক্ষিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর পৌত্র মির্যা তাহের আহমদ সাহেবের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। তাঁর নূরানী চেহারা দর্শন ও বিনয় ব্যবহারে সকলই শ্রদ্ধাবনত হন। দোয়ার আরয জানান। যেন তাদের মাঝে এক মহান অলী-আল্লাহ্‌র আবির্ভাব হয়েছে।

এ সফর প্রসঙ্গে এডভোকেট বদরউদ্দীন আহমদ সাহেবের সেকালের ১৩/১৪ বছরের কিশোরী বর্তমান পৌরত্যের ধর্মপ্রাণ মহিলা শাহ মুস্তাফিজুর রহমান সাহেবের সহধর্মিনী আনোয়ারা বেগম সাহেবা স্মৃতিচারণে বলেন–১৯৬১ সালের দিকে হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) রংপুর জামা'ত সফরে আসেন। আমাদের বাড়ীতে তাঁর আতিথেয়তার ব্যবস্থা করা হয়। বাড়ীর সকলেই তাঁর খেদমতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। আমার মা মরহুমা খলীলুন নেসা সাহেবা অনেক যত্নের সাথে পাক করে তাঁর খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করেন। বড় বড় মাছ, খাশীর মাংস ও পোলাও কোর্মা রান্না করা হয়। তিনি অত্যন্ত খুশী হন। অনেক খাবারের প্রশংসা করেন। আমার বড় ভাই আব্দুল খালেক সেজো ভাই মোহাম্মদ খালেদ সব সময় মির্যা সাহেবের সেবায় রত থাকেন। তখন আড়াল থেকে দেখি সাহেবযাদা খুব সুন্দর ও সুঠাম দেহের অধিকারী এক সুপুরুষ। কাঁধে থাকতো ক্যামেরা। আমার বাবা শহরের সবচেয়ে দামী গাড়ী সংগ্রহ করে তাঁর যাতায়াতের ব্যবস্থা করেন। তখন তিনি এত উৎফুল্ল ছিলেন যে, আমার ভাইদের সাথে সাইকেল চড়েও শহরের বিভিন্ন স্থান ঘুরে দেখেছেন।

হুযূর রাবে (রাহে.) খিলাফতকালে আমার ভাই বি এ এম এ আব্দুস সাত্তার সাহেব লন্ডনে তাঁর সাথে সাক্ষাতে তিনি চল্লিশ বছর পূর্বের রংপুর সফরের অনেক স্মৃতিচারণ করেন। বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করেছেন। আমার মা কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করেন। ভাই বলেন–ভাল আছেন। আপনার জন্য দোয়া করছেন এবং আপনাকে সালাম জানিয়েছেন।

২০০২ সালে আমি আমার ভাই আব্দুল খালেক সাহেব সহ লন্ডন জলসায় যাই। যাওয়ার পথে মক্কায় ওমরা হজ্জ পালন করি। তখন আল্লাহ্‌র ফযলে হুযুরের শরীর ভাল ছিল এবং প্রত্যেক ওয়াক্তে তাঁর পিছনে নামায পড়ার সৌভাগ্য হয়। হুযূরের সাথে সাক্ষাতের সময় আমি ভয়ে ভয়ে কামরায় প্রবেশ করি, সালাম জানাই এবং সবিনয়ে বলি–হুযূর আমি ওমরা হজ্জ করে এসেছি। আপনার জন্য জমজমের পানি, খেজুর, তসবি ও আতর নিয়ে এসেছি। বাংলাদেশ লাজনা ইমাইল্লাহ্ থেকে প্রকাশিত কিছু বই-পত্র ও উপহার হুযূরের নিকট পেশ করি। নিজের ছেলে মেয়েদের জন্য দোয়ার আরজ জানাই। তখন হুযূর আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। বেশি কথা বলা তখন ডাক্তারের নিষেধ ছিল। আমি মনে করলাম আমার পাওনা পেয়ে গেছি। কারণ আমি ১৯৮৪ সালে স্বপ্নে দেখেছিলাম–আমি এবং আমার বড় ভাই লন্ডনে হুযুরের সাথে সাক্ষাত করতে যাই। আজ সেই স্বপ্ন পূর্ণ হলো, আলহামদুলিল্লাহ্‌। তখন এক বাংলা মোলাকাত অনুষ্ঠানে আমার উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য হয়। তাঁর মত মহান ব্যক্তিকে কিশোরী বয়সে আমাদের বাড়ীতে দেখার এবং তাঁর খেদমত করার, পরবর্তীতে খিলাফতের মসনদে তাঁর সাথে সাক্ষাতের সুযোগ লাভে আল্লাহ্ তাআলার নিকট অনেক শুকরিয়া জানাই।

এডভোকেট বদরউদ্দিন আহমদ সাহেবের ছেলে মোহাম্মদ কায়সার আলম সাহেব স্মৃতিচারণে বলেন–হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) যখন রংপুর আমাদের বাড়ীতে আসেন তখন আমার বালক বয়স। আমি ভাইদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ এবং ছেলে মানুষ হওয়ার কারণে মির্যা সাহেবের অত্যন্ত স্নেহস্পর্শ লাভ করি। তাঁকে নিয়ে শহরের বিভিন্ন স্থানে অনেক বেড়িয়েছি। ১৯৮৬ সালে লণ্ডনে হুযূর (রাহে.)-এর সাথে আমার সাক্ষাতের সৌভাগ্য হয়। তখন নিজের পরিচয় পেশ করার পর তিনি পুরনো দিনের স্মৃতিচারণে রংপুর শহরের বিভিন্ন স্থানের তাঁর ভ্রমণের অনেক কথা উল্লেখ করেন। কথা প্রসঙ্গে হুযূর বলেন–'তুমি কি হোসামউদ্দীন হায়দার সাহেব সম্বন্ধে জান। তিনি একজন জ্ঞানী ও ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। জামা'তের অনেক খেদমত করেছেন। তাঁর পরিবার জামা'ত থেকে দুরে চলে গেছে। বাংলাদেশে অনেক বুযুর্গ ব্যক্তির সন্তান তাদের মা-দের অধার্মিকতার কারণে আহমদীয়া জামা'তে নেই।'

এডভোকেট বদরউদ্দিন আহমদ সাহেব ধর্ম বীর ও ভ্রমণ বিলাসী মানুষ মির্যা সাহেবকে নিয়ে রংপুর জেলার অন্তর্গত মাহিগঞ্জ জামা'ত সফর করেন। সেখানেও জামা'তে র উদ্যোগে তালিম তরবিয়তি সভা হয়। মহীয়ান অতিথি প্রাণবন্ত বক্তব্য রাখেন। তিনি সবার সাথে প্রাণ খুলে কথা বলেন। যা স্থানীয় আহমদীদের হৃদয়ে নুরের পরশ বিকাশ করে। জামা'তে র উন্নতির প্রবাহ সৃষ্টি হয়।

তখন এই মহান অতিথি গাইবান্ধা সফর করেছেন। তৎকালে গাইবান্ধার মহকুমা প্রশাসক (এসডিও) ছিলেন মোহাম্মদ আলী সাহেব সি এস পি । সোনালী ব্যাংকের ম্যানেজার ছিলেন ভিজির আলী সাহেব। তাঁর আগমণ উপলক্ষ্যে ভিজির আলী সাহেব প্রশাসনে বিশিষ্ট ব্যক্তি ও শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরকে আমন্ত্রণে এক সুধী সমাবেশের আয়োজন করেছিলেন। সাহেবযাদা মির্যা সাহেব সেই অনুষ্ঠানে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আবির্ভাব ও তাঁর সত্যতার ওপর এক মর্মস্পর্শী ভাষণ দান করেন। যা শ্রোতাদের মনোমুগ্ধকর হয়। সকলের প্রাণে দোলা দেয়। এদেশের বিভিন্ন জামা'তে প্রায় এক মাস ঐশী নূরের বিকরণের পর সাহেবজাদা মির্যা সাহেব ঢাকায় ফিরে আসেন। অতঃপর তিনি ঢাকা থেকে রাবওয়ায় চলে যান। (চলবে)

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত নাসেরাবাদে আঞ্চলিক সালানা জলসা ০৯ অনুষ্ঠিত

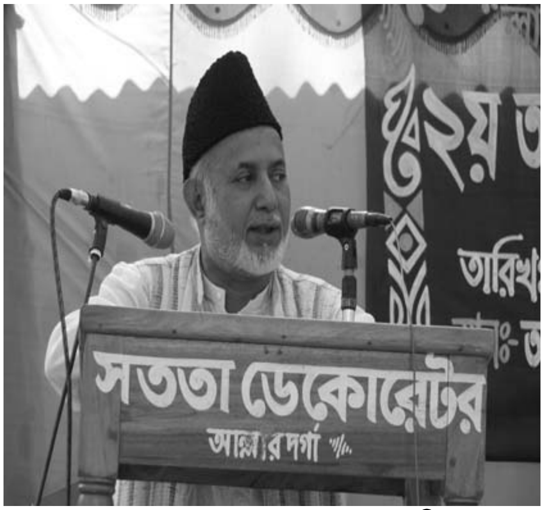

বক্তব্য রাখছেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর,
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ

জলসায় আগত শ্রোতাবৃন্দের একাংশ

গত ১০ ও ১১ এপ্রিল ০৯ রোজ শুক্র ও শনিবার আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত নাসেরবাদ মসজিদ প্রাঙ্গণে কুষ্টিয়া যশোর অঞ্চলের ২য় আঞ্চলিক সালানা জলসা সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়। বাদ জুমুআ মোহতরম মোবাশ্শের উর রহমান, ন্যাশনাল আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ এর সভাপতিত্বে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত, নযম পাঠ এবং ন্যাশনাল আমীর সাহেবের উদ্বোধনী বক্তৃতার মাধ্যমে জলসার কার্যক্রম শুরু হয়।

বক্তৃতা পর্বে হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এর দৃষ্টিতে রসূল করীম (সা.) এর অতুলনীয় শান ও মর্যাদা এই বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মাওলানা মোহাম্মদ আরিফুর রহীম, মুবাশ্বের মুরব্বী। 'বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত' এই বিষয়ের ওপর বক্তব্য প্রদান করেন জনাব মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ। 'শ্রেষ্ঠ ইসলাম প্রচারক ছিলেন হযরত রসূল করীম (সা.)' এই বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন, ন্যাশনাল সেক্রেটারী তবলীগ। এই বক্তৃতার মাধ্যমেই জলসার প্রথম অধিবেশনের সমাপ্তি ঘটে। সন্ধ্যা ৬টায় হুযূর (আই.) এর জুমুআর খুতবা এম,টি,এ-এর মাধ্যমে জলসাগাহে সকলে শ্রবণ করেন। মাগরিব এশা নামায শেষে তবলীগি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জলসার ২য় দিনের অধিবেশন স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ শওকত আলী সাহেবের সভাপতিত্বে কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠের মাধ্যমে শনিবার সকাল ১০ টায় শুরু হয়। বক্তৃতা পর্বে 'ইকামতে সালাত' এই প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন মাওলানা শরীফ আহমদ আফ্রাদ, মুবাশ্বের মুরব্বী। 'তরবীয়তে আওলাদ' এই বিষয়ের ওপর বক্তব্য প্রদান করেন জনাব মোহাম্মদ শামসুর রহমান। 'ঈসা (আ.) এর মৃত্যুতেই ইসলামের জীবন' এই প্রসঙ্গে বক্তব্য প্রদান করেন মাওলানা খুরশেদ আলম, মুবাশ্বের মুরব্বী। 'মালী কুরবানী ও আল ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনা'র ওপর বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ ফযল-ই-ইলাহী, ন্যাশনাল ইন্টারনাল অডিটর। এই বক্তৃতার মাধ্যমেই জলসার দ্বিতীয় দিনের প্রথম অধিবেশনের সমাপ্তি ঘটে।

জলসার সমাপ্তি অধিবেশন শনিবার দুপুর ২-৩০মিনিটে মোহতরম ডক্টর তারেক সাইফুল ইসলাম, নায়েব ন্যাশনাল আমীর বাংলাদেশ এর সভাপতিত্বে কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠের মাধ্যমে শুরু হয়। বক্তৃতা পর্বে শুরুতেই 'ইসলাম ধর্মে সার্বজনীনতা' এই বিষয়ের ওপর বক্তব্য প্রদান করেন জনাব মোহাম্মদ ইউনুস আলী, প্রেসিডেন্ট তাহেরাবাদ। 'ইসলামে খিলাফতের আবশ্যকতা ও কল্যাণ' প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন সভাপতি সাহেব। শুকরিয়া জ্ঞাপন ও দোয়ার এলান করেন চেয়ারম্যান, জলসা কমিটি জনাব শওকত আলী। সবশেষে সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন মোহতরম মোহাম্মদ সাহাব উদ্দিন সাহেব, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-২। জলসায় ১৫টি স্থানীয় জামা'তের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। এতে ৩১৫ জন সদস্য/সদস্যা অংশগ্রহণ করে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর দোয়ার অংশ লাভ করেন।

দেলোয়ার হোসেন

জামা'ত ও অংগসংগঠনসমূহে কর্মতৎপরতার সংবাদ

সারাদেশে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের সাথে মসীহ মাওউদ দিবস পালিত

ব্রাহ্মণবাড়িয়া

গত ২৩ মার্চ ০৯ তারিখ বাদ আছর থেকে এশা পর্যন্ত আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নব নির্মিত মসজিদ 'মসজিদে বায়তুল ওয়াহেদ'-এ মসীহ্ মাওউদ দিবস উদযাপিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম মঞ্জুর হোসেন আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ব্রাহ্মণবাড়িয়া। কুরআন তেলাওয়াত করেন বশির আহমদ মিঠু, নযম পাঠ করেন যথাক্রমে উর্দু কাওসার আহমদ মঞ্জুর, নযম বাংলা পাঠ করেন সাহেবযাদা খান, ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আগমন এ বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন মোস্তাক আহমদ খন্দকার, নায়েব আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ব্রাহ্মণবাড়িয়া। মসীহ্ মাওউদ দিবসের তাৎপর্য এ বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন শেখ মোশাররফ হুসেন, যয়ীমে আলা। ২৩ মার্চ এর বয়আত অনুষ্ঠান ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মৌ. এনামুল হক রনি, দিবসটির আলোকে বক্তব্য প্রদান করেন শামসুল ইসলাম সেক্রেটারী তরবিয়ত, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)–এর জীবনের বিভিন্ন দিক নয়ে আলোচনা করেন, মাওলানা নওশাদ আহমদ। সবশেষে সভাপতি সাহেবের জ্ঞানগর্ভ ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। উক্ত অনুষ্ঠানের উপস্থিতি ২৮৩ জন। উপস্থিত সকল সদস্যদের মাঝে অনুষ্ঠান শেষে মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

জেনারেল সেক্রেটারী

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মসীহ্ মাওউদ দিবসে আলোচনার বক্তাগণ

ক্রোড়া

গত ২৩/০৩/০৯ইং রোজ সোমবার আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ক্রোড়ার উদ্যোগে জনাব ডাঃ খলিলুর রহমানের সভাপতিত্বে মসীহ্ মাওউদ দিবস পালিত হয়। উক্ত সভায় তেলাওয়াতে কুরআন ও নযম পাঠ করেন জনাব রফিক আহমদ ও তৌফিক আহমদ ভূইয়া। সভায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সম্পর্কে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন জনাব মারুফুর রহমান সান্টু, মৌ. এনামুল হক, নযম পাঠ করেন আরিফুর রহমান তাপর পর্যায়ক্রমে বক্তৃতা প্রদান করেন শরীফ আহমদ চৌধুরী ও মৌ. মোজাম্মেল হক মোয়াল্লেম, ক্রোড়া। পরিশেষে সভাপতি সাহেবের মূল্যবান বক্তব্য, দোয়া এবং মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উক্ত সভায় সর্বমোট ৬০ জন উপস্থিত ছিলেন।

এনামুল হক

সুন্দরবন

গত ২৩/০৩/০৯ইং রোজ সোমবার বিকাল ৩টা থেকে বিকাল ৬টা পর্যন্ত বায়তুস্ সালাম মসজিদে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সুন্দরবনের উদ্যোগে মসীহ্ মাওউদ দিবস পালন করা হয়। (আলহামদুলিল্লাহ্)। উক্ত দিবসে সভাপতিত্ব করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সুন্দরবনের আমীর জনাব আব্দুল মজিদ সরদার। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন শেখ ওজিহুর রহমান। দোয়া পরিচালনা করেন মোহতরম আমীর সহেব অতঃপর নযম পেশ করেন ফিরোজ আলম ফকির। অতঃপর বক্তব্য রাখেন, মসীহ্ মাওউদ দিবস কি এবং এর তাৎপর্য সম্পর্কে এস,এম, আবু কাওসার। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সম্বন্ধে কুরআন ও হাদীসের ভবিষ্যদ্বণী ও পূর্ণতা সম্পর্কে জনাব শেখ মাহফুজুর রহমান। লেখনী সম্রাট হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এই প্রসঙ্গ এস, এম তরিকুল ইসলাম, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর বিরোধিতা ও আল্লাহ্র ফজল প্রসঙ্গে মৌ. শেখ আব্দুল ওয়াদুদ । হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনাদর্শ সম্পর্কে মৌ. মাহমুদ আহমদ শরীফ। বিভিন্ন ধর্ম গ্রন্থে মসীহ্ (আ.)-এর আগমণ বাণী প্রসঙ্গে মৌ. নাসের আহমদ

আনসারী। নযম পরিবেশন করেন জনাব এস, এম, মাসুদ আহমদ পল্লব। মোহতরম আমীর সাহেবের সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ২৭১ জন সদস্য/সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

রেজাউল করিম

কিশোরগঞ্জ

গত ২৩ মার্চ যথাযোগ্য মর্যাদায় কিশোরগঞ্জ অঞ্চলে মসীহ্ মাওউদ দিবস পালন করা হয়। বাদ মাগরিব অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব সৈয়দ আনোয়ার আলী সাহেব। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াতের পর মসীহ্ মাওউদ দিবসের গুরুত্ব, সাদাকাতে মসীহ্ মাওউদ (আ.) এবং তাঁর জীবনীর ওপর আলোচনা করেন জনাব আবু বক্কর সিদ্দিক, জনাব নজরুল ইসলাম, মৌ. বশীর আহমদ, জনাব নূরুল ইসলাম এবং সৈয়দ আনোয়ার আলী সাহেব। সর্বশেষে সভাপতি সাহেব এর দোয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শেষ হয়।

মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম

ওয়াকফে নও ক্লাস অনুষ্ঠিত

৮ম রিজিওনাল ওয়াকফে নও ক্লাস সাফল্যের সাথে সম্পন্ন

মহান আল্লাহ্ তাআলার অশেষ ফজলে ৮ম রিজিওনাল ওয়াকফে নও তালিম তরবীয়তী ক্লাস/০৯ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া নব নির্মিত মসজিদ 'মসজিদে বাইতুল ওয়াহেদ'-এ গত ২৬/০৩/০৯ ইং তারিখ হতে ৩১/০৩/০৯ইং তারিখ পর্যন্ত অত্যন্ত সাফল্যের সাথে সম্পন্ন হয়েছে

৮ম রিজিওনাল ওয়াকফে নও তালিম তরবীয়তী ক্লাস/০৯ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া উদ্বোধনকালে কুরআন তেলাওয়াত করছেন ক্লাসের ছাত্র

(আলহামদুলিল্লাহ্)। উক্ত মহতী ক্লাসে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সিলেট রিজিওনের ১০টি জামা'তের ৬০ জন ওয়াকফে নও, ২০ জন পিতা মাতা অংশগ্রহণ করেন। জামা'ত সমূহ হল বি. বড়িয়া, ঘাটুরা, তারুয়া, ক্রোড়া, তালশহর, শালগাঁও, সিলেট, জামালপুর, দূর্গারামপুর ও বিষ্ণুপুর।

উক্ত ক্লাসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম মোস্তাক আহমদ খন্দকার, রিজিওনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও এবং সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম মোহাম্মদ সাদেক দূর্গারামপুরী, ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য প্রদান করেন মোহতরম মোহাম্মদ মঞ্জুর হোসেন, আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ব্রাহ্মণবাড়িয়া। ওয়াকফে নও কি এবং কেন? এ বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন মাওলানা নওশাদ আহমদ। উত্তম ওয়াকফে নও গঠনে পিতা মাতার ভূমিকা এ বিষয়ের ওপর বক্তব্য প্রদান করেন মৌ. এনামুল হক রনি। ০৬ দিন ব্যাপী উক্ত ক্লাসে ওয়াকফে নওদের পাঠদান করেন যথাক্রমে, মাওলানা নওশাদ আহমদ, মোস্তাক আহমদ খন্দকার, রিজিওনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও, মৌ. এনামুল হক রনি, মৌ. মোজাম্মেল হক, মৌ. আসাদুল্লাহ্ আসাদ, সিদ্দিক আহমদ খালেদ, তৌফিক সরকার, কাওসার আহমদ মঞ্জুর, রাশেদুল আলম পাপ্পু, মামুদ পারভেজ রানা প্রমুখ। পাঠদানের বিষয় ছিল–কুরআন শিক্ষা, হাদীস, নযম বাংলা-উর্দু, বক্তৃতা বাংলা, উর্দু, উর্দু শিক্ষা, দ্বীনি মালুমাত, ব্যবহারিক নামায, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পুস্তক আলোচনা, ইসলাম ও আহমদীয়াতের ইতিহাস শিক্ষা। পাঠদান শেষে ওয়াকফে নওদের বিভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষা নেয়া হয় ও পরীক্ষায় ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এছাড়া রিজিওনাল ওয়াকফে নও দপ্তরের উদ্যোগে এ বৎসরের বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত মাসিক পরীক্ষায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

উক্ত ক্লাসের সার্বিক সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করেন মোহতরম আমীর সাহেব আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কায়েদ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সহ ১২ জন খোদ্দাম ও ২ জন লাজনা সদস্যা।

মোস্তাক আহমদ খন্দকার

চট্টগ্রাম-এ অনুষ্ঠিত বিভাগীয় ওয়াকফে নও ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবক বৃন্দ

৮ম বিভাগীয় ওয়াকফে নও ক্লাস ২০০৯ অনুষ্ঠিত

গত ২৫/০৩/০৯ ইং হতে ২৮/০৩/২০০৯ পর্যন্ত মসজিদে বাসেত চট্টগ্রাম এ ৪ দিন ব্যাপী বিভাগীয় ওয়াকফে নও ক্লাস সফলতার সাথে সম্পন্ন হয়, আলহমদুলিল্লাহ্। ক্লাসের উদ্বোধন করেন মোহতরম মোহাম্মদ সাদেক দূর্গারামপুরী, ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও, বাংলাদেশ। ৪ দিন ব্যাপী এই ক্লাসের পরিচালনা করেন মাওলানা আব্দুল মতিন, মুরব্বী সিলসিলাহ্, মৌ. মনিরুজ্জামান ভূইয়া, জনাব আনোয়ার আহমদ। ক্লাসে ছাত্র/ছাত্রীদের কুরআন, হাদীস, অর্থসহ নামায, ধর্মীয় পুস্তক, বক্তৃতা, শুদ্ধ আযান, উর্দু পড়া, ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হয়। ক্লাস শেষে বিভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষা নেয়া হয় এবং বিজয়ীদের মাঝে ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও সাহেব পুরস্কার তুলে দেন। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে নসিহত মুলক বক্তব্য রাখেন মোহতরম মাহমুদ হাসান সিরাজী, আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত চট্টগ্রাম। পরিশেষে দোয়ার মাধ্যমে উক্ত বিভাগীয় ওয়াকফে নও ক্লাসের সমাপ্তি ঘটে।

আকবর আহমদ

মজলিস আনসারুল্লাহ্-এর কর্মতৎপরতা

রাজশাহী রিজিয়ন ঃ সম্মেলন ও কর্মশালা অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্ তাআলার অশেষ কৃপায় রাজশাহী রিজিয়নের ৪র্থ বার্ষিক কর্মকর্তা সম্মেলন ও কর্মশালা ২০০৯ ২৭ ও ২৮শে ফেব্রুয়ারী (শুক্র ও শনিবার) সাহাবাজপুর আহমদীয়া মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। অত্র রিজিয়নের ১৪টি মজলিসে আনসারুল্লাহ্ এর মধ্যে ১২টি মজলিস এই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় মজলিসের সদস্য ও কর্মকর্তাসহ মোট ৩৯ জন এতে যোগদান করেন। মোহতরম সদর আলহাজ্জ আহমদ তবশীর চৌধুরী সাহেব এই সম্মেলনে যোগদান করায় এটি কল্যাণমন্ডিত হয়। তাঁর সঙ্গে কায়েদ তালিমুল কুরআন জনাব হালিম আহমদ হাজারী সাহেব যোগদান করেন। ২৭ ফেব্রুয়ারী বিকাল ৩টায় সদর মজলিসের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অধিবেশন শুরু হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত, দোয়া ও আহাদ পাঠের পর মোহতরম সদর সাহেব উদ্বোধনী দিক নির্দেশনা বক্তব্য রাখেন। তাঁর দীর্ঘ দুই ঘন্টার বক্তব্যে নিয়মিত মাসিক রিপোর্ট প্রদান, বাজেট এ তাজনীদ প্রেরণ, নিয়মিত চাঁদা আদায় ও কেন্দ্রে প্রেরণ, তবলীগের ওপর সববিশেষ গুরুত্ব প্রদান, কুরআন শিক্ষার বিভিন্ন পন্থা চালু করা এ বিষয়ে জুন পর্যন্ত প্রত্যেক মজলিসে কমপক্ষে নাযেরা সম্পন্ন করার অনুরোধ এবং শতবার্ষিকী জুবিলী উপলক্ষে বাংলাদেশ আনসারুল্লাহ্ কর্তৃক নির্বাচিত মসজিদের ডোনেশনের ওপর বক্তব্য রাখেন।

সন্ধ্যাকালীন অধিবেশনে আনসারুল্লাহ্র সংগঠনের লক্ষ ও উদ্দেশ্য এবং বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাদের পদবী ও দায়িত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেন জনাব হালিম আহমদ হাজারী সাহেব, তাকে সহযোগিতা করেন প্রফেসর রাজিব উদ্দীন আহমদ, রিজিওনাল নাযেম। ২৮ ফেব্রুয়ারী সকাল ৯টা – ১২টা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত তালিমুল কুরআন, তালিম-তরবিয়ত বিষয়ক ক্লাস নেন কায়েদ তালিমুল কুরআন। তবলীগ সংক্রান্ত আলোচনা করেন রিজিওনাল নাযেম। সমাপ্তি অধিবেশনে কর্মশালায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ পাঠ করে শুনানো হয়। আহাদ পাঠ ও দোয়ার মাধ্যমে দু'দিনের এই সম্মেলন ও কর্মশালার সমাপ্তি ঘটে।

প্রফেসর রাজিব উদ্দীন আহমদ

ব্রাহ্মণবাড়িয়া

মুসলেহ মাওউদ দিবস পালিত ঃ যথাযোগ্য মর্যাদায় গত ২০ ফেব্রুয়ারী ইং তারিখ মজলিস আনসারুল্লাহ্ ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মুসলেহ মাওউদ দিবস পালন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম আমীর সাহেব বি. বাড়ীয়া। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করার পর নযম পাঠ শেষে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন জনাব মোস্তাক আহমদ খন্দকার, মৌ. এনামুল হক রনি, মাওলানা নওশাদ আহমদ এবং মোহতরম আমীর সাহেব। সবশেষে দোয়ার মাধ্যমে সভাপতি সাহেব অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

শেখ মোশারফ হোসেন

আল ওসীয়্যত পুস্তকের ওপর সেমিনার

গত ১২/০৩/০৯ইং তারিখ বাদ মাগরিব ব্রাহ্মণবাড়িয়া মজলিসে হযরত ইমাম মাহদী (আ.) রচিত 'আল ওসীয়্যত' পুস্তকের ওপর সেমিনার অনষ্ঠিত হয়। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম আমীর সাহেব। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন নাসির আহমদ। এরপর আল ওসীয়্যত পুস্তকের ওপর আলোচনা করেন মৌ. এনামুল হক রনি, মোস্তকা আহমদ খন্দকার নায়েব আমীর, ও মোহতরম আমীর সাহেব । সবশেষে দোয়ার মাধ্যমে সভাপতি সাহেব সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

হাকীকাতুল ওহী পুস্তকের ওপর সেমিনার

ব্রাহ্মণবাড়িয়া মজলিসের মৌড়াইল হালকায় গত ১৩/০৩/২০০৯ইং তারিখ বাদ মাগরিব হযরত ইমাম মাহদী (আ.) রচিত 'হাকীকাতুল ওহী' পুস্তকের ওপর সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সেমিনারের কার্যক্রম শুরু হয়। অনুষ্ঠানে হাকীকাতুল ওহী পুস্তকের ওপর আলোচনা করেন জনাব খন্দকার সাইদ আহমদ, জনাব খন্দকার মোস্তাক আহমদ এবং যয়ীমে আলা সাহেব। আলোচনা শেষে দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোহাম্মদ আব্দুস সোবহান

ঢাকার নাখালপাড়া হালকায় নও মু'বাইন সমাবেশ

ডেস্ক নিউজ ঃ গত ১৮/০৪/০৯ রোজ শনিবার বাদ আছর আহমদীয়া মুসলিম জামাত ঢাকার নাখালপাড়া হালকায় মসজিদ বায়তুল হাদীতে মোহতরম আফজাল আহমদ খাদেম, আমীর, ঢাকা জামাত এর সভাপতিত্বে নও মু'বাইন সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে বেশ কয়েক জন নও মু'বাইন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। আমীর সাহেব তাদের অনুভূতি জানতে চাইলে তারা বলেন আহমদীয়াত গ্রহণ করায় আমাদের অনেক ভাল লাগছে। আগে নিয়মিত নামায পড়তাম না আর এখন পড়ছি। আমীর সাহেব তাদেরকে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)প্রণীত বয়আতের শর্ত মোতাবেক চলার প্রতি নসীহত করেন। এছাড়া জামাতের বিভিন্ন নিয়ম কানুন সম্পর্কে তাদের অবগত করেন। অনুষ্ঠান শেষে একজন ব্যাংক কর্মকর্তা বয়আত গ্রহণ করেন, আলহামদুলিল্লাহ। দোয়ার মাধ্যমে সমাবেশের সমাপ্তি ঘটে।

লাজনা ইমাইল্লাহ্-এর কর্মতৎপরতা

চট্টগ্রাম

লাজনা ইমাইল্লাহ্ চট্টগ্রামের উদ্যোগে মুসলেহ মাওউদ দিবস উদযাপন। গত ২০/০৩/২০০৯ মার্চ বাদ জুমুআ লাজনা ইমাইল্লাহ্ চট্টগ্রামের উদ্যোগে স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট সাহেবার সভাপতিত্বে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস উদযাপিত হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন মিসেস তালাত মেহতাব। এরপর হাদীস পাঠ ও নযমের পর স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লাহ্র সদস্যগণ মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর কর্মময় জীবন ও মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর বাল্যকাল ও শিক্ষা, হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) গুণাবলী প্রসঙ্গে বক্তব্য প্রদান করেন। এই মহতী অনুষ্ঠানে ৫০ জন লাজনা ও নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন। পরিশেষে সভানেত্রীর দোয়ার মাধ্যমে সভার কাজ সমাপ্ত হয়।

রোকসানা বেগম

বি. বাড়ীয়া

গত ৩১/০৩/০৯ইং রোজ বৃহস্পতিবার লাজনা ইমাইল্লাহ্ বি, বাড়িয়ার উদ্যোগে মসীহ্ মাওউদ দিবস পালিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। অনুষ্ঠানের শুরুতেই কুরআন তেলাওয়াত করেন বশিরা হেলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ রচিত নযম পাঠ করেন জাকিয়া জায়েদ ও আঞ্জুমান আরা বেগম। মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর পবিত্র জীবনী, হযরত ইমাম মাহদীর দাবীর সত্যতা এবং তাঁর ঘটনা বহুল কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। বক্তব্যে অংশগ্রহণ করেন, হেলেনা বেগম, রাহিমা বেগম, সাবিকুন্নাহার, শিরিন বেগম, শারমিন আক্তার ছন্দা ও মুন্নি বেগম। সবশেষে সভানেত্রী হোসনে আরা বেগম প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্ বি, বাড়িয়ার সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

শামীমা মুনির

নারায়ণগঞ্জ

গত ১০/০৪/০৯ই রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ নারায়ণগঞ্জ লাজনা ইমাইল্লাহ্র উদ্যোগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উদযাপন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। স্থানীয় মজলিসের প্রেসিডেন্ট দিলরুবা বেগম মায়ার সভানেত্রীত্বে ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কাজ শুরু হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জুয়েল বেগম দিবা। উর্দু ও বাংলা নযম আবৃত্তি করেন আইরিন আক্তার জয়া ও মরিয়ম সিদ্দিকা মিটুল। অত:পর বক্তৃতা পর্বে (১) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর বংশ পরিচয় ও যৌবন কাল–উম্মে কুলসুম চায়না (২) হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এর আবির্ভাব সম্বন্ধে কতিপয় ভবিষ্যদ্বাণী– হামিদা খায়ের (৩) ২৩ মার্চের তাৎপর্য–ফারহানা চৌধুরী (৪) হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর সত্যতার প্রমাণ– সাজেদা রশীদ (৫) মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর রসূল প্রেম– জুয়েল বেগম দিবা। সভানেত্রীর ভাষণ ও ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে মসীহ মাওউদ দিবসের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ২৬ জন লাজনা ও ১২ জন নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন।

উম্মে কুলসুম চায়না

কৃতি ছাত্রী

আমাদের প্রথমা কন্যা সাদিয়া সিদ্দিকা আল্লাহ্ তাআলার ফজলে ২০০৮ সালে আহমদনগর প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে পঞ্চম শ্রেণীতে বৃত্তি পেয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। সে এখন পঞ্চগড় সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী। ভবিষ্যতে সে কম্পিউটার বিজ্ঞানী হয়ে দেশ ও জামা'তের খেদমত করতে আগ্রহী। মহান আল্লাহ্ তাআলা যাতে সাদিয়া সিদ্দিকাকে সু-শিক্ষায় শিক্ষিত করে দেশ ও জামা'তের খেদমত করার তৌফিক দান করেন, সেজন্য সকল ভ্রাতা-ভগ্নির নিকট দোয়া প্রার্থনা করছি।

দোয়া প্রার্থী

মহিউদ্দিন আহমদ ও

মিসেস আয়েশা সিদ্দিকা

শুভ বিবাহ

* গত ২৭-০৩-২০০৯ মোছাঃ জেসমিন আক্তার (ইতি), পিতা-জনাব আব্দুল হালিম, শালশিড়ি, জেলা, পঞ্চগড় এর সাথে জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের, পিতা-মরহুম আব্দুল মান্নান, চরদুখিয়া, জেলা চাঁদপুর এর বিবাহ ১,০০,০০১/- (একলক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং ৭৭৭/০৯

* গত ২১-১১-২০০৮ মোসাঃ রোকসানা আক্তার সুমি, পিতা-জনাব শরীফ আহমদ ভূইয়া, ক্রোড়া বি. বাড়িয়া এর সাথে নজরুল ইসলাম, পিতা-মরহুম আবু লায়েস, যাগোর কটিয়াদী, কিশোরগঞ্জ এর বিবাহ ১,৫০,০০০/- (একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং ৭৭৮/০৯

* গত ০৩-০৩-২০০৯ আকলিমা আক্তার পিতা-মরহুম সৈয়দ আহমদ খন্দকার, উত্তর মাসদাইর (গাবতলী) থানা ফতুল্লা, জেলা নারায়ণগঞ্জ এর সাথে নাহিদ আহমদ, পিতা-মুসলিম উদ্দিন আহমদ, পূর্ব লালপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ এর বিবাহ ৭০,০০০/- (সত্তর হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং ৭৭৯/০৯

গরমে তরমুজ উপকারী

গ্রীষ্মকালীন ফলের মধ্যে তরমুজ অন্যতম। গরমে তরমুজ দেহ ও মনে শুধু প্রশান্তিই আনে না এর পুষ্টি ও ভেষজ গুণ রয়েছে। এতে প্রচুর পরিমাণ আয়রন, ভিটামিন, কার্বোহাইড্রেট, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও অন্যান্য খাদ্য উপাদান রয়েছে। তরমুজে বিদ্যমান আয়রন ও ক্যারোটিন যথাক্রমে রক্তাল্পতা ও রাতকানা রোগ প্রতিরোধে সহায়ক। অন্ত্রীয় ক্ষত ও কোষ্ঠকাঠিন্য আরোগ্যের জন্য তরমুজের রস উপকারী। তরমুজের রস কিডনি সবল রাখে। তরমুজের রসে সামান্য জিরার গুঁড়া ও চিনি মিশিয়ে খেলে হৃদরোগের জন্য উপকারী। জ্বরের রোগীকে তরমুজের রস খাওয়ালে জ্বরের মাত্রা কমে। তরমুজের বীজ ভেঙ্গে গুঁড়া করে ঠাণ্ডা পানি ও চিনিসমেত শরবত করে খেলে প্রস্রাবের স্বল্পতা ও জ্বালা পোড়ায় উপকার পাওয়া যায়। তরমুজে আম, কাঁঠাল, কলা, পেঁপে, আনারস, পেয়ারা, লিচু, লেবু, বরই, ডাবের পানি, খেজুর, বাঙ্গি, জাম, জামরুল, বেল, আমড়া, আমলকী, কামরাঙ্গাসহ বিভিন্ন ফলের চেয়ে আয়রন বেশি। দেহে আয়রনের অভাব হলে পুর্ণ বয়স্ক মানুষ দৈনিক ২০০ গ্রাম তরমুজ খেয়ে আয়রনের ঘাটতি পুরণ করতে পারেন। খাদ্যোপযোগী প্রতি ১০০ গ্রাম তরমুজে পুষ্টি রয়েছে জলীয় অংশ ৯৫.৮ গ্রাম, মোট খনিজ পদার্থ ০.৩ গ্রাম, প্রোটিন ০.২ গ্রাম, কার্বোহাইড্রেট ৩.৩ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ১১ মিলিগ্রাম, আয়রন ৭.৯ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি-১০.০২ মিলিগ্রাম, ভিটামিন সি-১ মিলিগ্রাম ও খাদ্যশক্তি ১১ কিলোক্যালরি। তবে তরমুজের জাত, উৎপাদনের স্থান, মাটি ও জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য পুষ্টিমান কিছুটা কমবেশি হতে পারে।

(জনকণ্ঠ, ১৬/০৪/২০০৯)

জেনে নিন গুণাগুণ

বেল ঃ

আমাশয়ের উপকারী ভেষজ। বেল ধারক, অগ্নিরোধক, বায়ু ও কফ নাশক। কাঁচা বেল গুড় অথবা বেল পোড়া আখের গুড় নিয়মিত সেবনে আমদোষ নিবারিত হয়। বেল পাতার রস সর্দি জ্বর এবং শরীর ব্যথায় উপকারী। বেল ফুল পিপাসা বমি এবং অতিসারে উপকারী। অধীক পাকা বেল সেবনে বদহজম, পেটে ভারবোধ অগ্নিমন্দা এবং শরীর অস্থিরতা দূর করে।

উচ্ছে বা করলা ঃ

করলা তিক্ত রসবিশিষ্ট এটি ডায়াবেটিসে উপকারী। এটি অগ্নিদীপক অর্থাৎ হজমীকারক। এটি পাণ্ডু জ্বর, ক্রিমিনাশক। করলার পাতার অথবা করলার রস পক্স বা বসন্ত রোগ নিবারক।

রসুন ঃ

রসুন পুষ্টিকর শুক্রবর্ধক। পাচক কটুরস, পিত্তবর্ধক। রসুন হৃদরোগ, সর্দি-কাশি, হাঁপানি, উচ্চ রক্তচাপে এটি উপকার করে। রসুন হজমীকারক, বলকর এবং বর্ণপ্রসাদক। রসুন বাতরোগে মহা উপকারী।

আম ঃ

কাঁচা আম-কষায় অম্লরস, রুচিকর। আম্রপেশি অর্থাৎ আমচুর-অম্ল-মধুর রস, মুখরোচক, কফ এবং বায়ু নাশক। তীব্র গরমে আমের আচার অথবা আমের চাটনী খাবারে রুচি আনে। কাঁচা আমপোড়া পুরাতন সর্দি কফ দূর করে। পাকা আম (সুমিষ্ট) দুধসহ খেলে বর্ণপ্রসাদক, বায়ুপিণ্ড নাশক, শুক্রবর্ধক, বল পুষ্টিকর এবং অত্যন্ত রুচিকর।

(যুগান্তর, ২৮/০৪/২০০৯)

এপক্ষের কৃষি

১মে হতে ১৫মে'০৯

১৮ বৈশাখ হতে ১জৈষ্ঠ'১৪১৬

এপক্ষকালে কৃষিতে করনীয় কিছু প্রয়োজনীয় বিষয় উপস্থাপন করছি। চাষী ভাই আধুনিক কৃষির ভিশন হলো কৃষিকে লাভজনক শিল্পে প্রতিষ্ঠিত করা। তাই কৃষিতে আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগ করে উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করুন। এপক্ষে নিম্নবর্ণিত কাজগুলি করা যেতে পারে।

১) রোরো চাষ:-

এপক্ষকালে সব প্লটে শীষ বেড় হবে। আ্গাম জাত কাটা শেষ হয়ে যাবে। চাষী ভাই এবৎসর অস্বাভাবিক আবহাওয়ার কারনে সাধারন সময়ের প্রায় ১৫ দিন পূর্বে সব জাতের বোরো ধান পাকতে শুরু করছে। শীষে দানা বাধাঁ পর্যন্ত জমিতে ছিপছিপে পানি রাখুন। দানা শক্ত হওয়া শুরু করলে খেতের পানি সরিয়ে দিন। আইল কেটে দিন যেন বৃষ্টির পানি জমতে না পারে।

এসময়ে পোকার আক্রমণ ও দমন:- চাষী ভাই ফসলের এঅবস্থায় খেতে বাদামী গাছফরিং এর আক্রমণ হতে পারে। এ পোকা বাচ্চা এবং পূর্ণ বয়স্ক দুই অবস্থাতে গাছের ব্যাপক ক্ষতি করে থাকে। এ পোকা গাছের গোড়ায় বসে গাছের রস শুষে খায় । ফলে গাছ নিস্তেজ হয়ে পড়ে। আক্রমনের স্থান থেকে চতুর্দিকে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। বাজপোড়া অবস্থার সৃষ্টি করে। ফসলের ব্যাপক ক্ষতি করে। ব্যবস্থাপনার জন্য নিম্নবর্ণিত কাজগুলি নিয়মিত করুন।

নিয়মিত গছের গোড়া পর্যবেক্ষণ করুন। জমিতে এ পোকার সংখ্যা বাড়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে জমে থাকা পানি সরিয়ে জমি কয়েকদিন শুকিয়ে নিন।

জমিতে গড়ে প্রতি কুশিতে ১.৫ টি বাচ্চা বা পূর্ণবয়স্ক গর্ভবতী পোকা থাকলে অনুমোদিত হারে ফেনিট্রোথিয়ম (৫০ তরল) / ডায়জিনন (৬০ তরল) কীটনাশক প্রয়োগ করুন। কীটনাশক অবশ্যই গাছের গোড়ায় প্রয়োগ করতে হবে।

বীজ উৎপাদন:-চাষী ভাই প্রতি বছর বীজ ক্রয় করতে অনেক টাকার প্রয়োজন হয় । এছাড়া সময়মত চাহিদাকৃত জাতের বীজ পাওয়া যায় না। আপনি একটু সতর্ক হলে গুণগত মানের বীজ আপনি নিজে উৎপাদন ও সংরক্ষণ করতে পারেন।

এজন্য আপনাকে পরবর্তী ধাপ গুলো অনুসরন করতে হবে।

আপনি বিএডিসি থেকে ক্রয়কৃত বীজ যে প্লটে চাষ করেছেন সেটি সনাক্ত করুন। এপক্ষকালে ভাল করে বিজাত বাছাই (রগিং) করুন।

২) আউশ চাষ :-

(ক) বোনা আউশ চাষ:- চাষী ভাই এপক্ষকালে ও বিআর-৩,২১,২৬ ও ২৭ জাতের বোনা আউশ চাষ করা যাবে। বোনা আউশ চাষ করতে নিম্নোক্ত হারে সার প্রয়োগ করলে ভাল ফলন পাওয়া যাবে। প্রতি একরে টিএসপি-৩৬ কেজি, এমওপি-২৮ কেজি, ইউরিয়া-১৭ কেজি, জিপসাম ২৪ কেজি, জিংসালফেট-৪ কেজি।

(খ) রোপা আউশ চাষ:- চাষী ভাই এপক্ষকালে ২৫ দিন বয়সের চারা রোপন করুন । চারা তোলার পূর্বে বীজ তলায় সেচ দিন। এর ফলে চারার শিকড় কম ছিড়ে যাবে। জমিতে সব চারা সমানভাবে লেগে যাবে। বিশেষ করে দক্ষিণাঞ্চলে এপক্ষকালে জমিতে জোয়ারের পানি এসে যাবে । জমিতে পানি আসার সাথে সাথে বীজ তলায় পানি আটকিয়ে দিন। জমি তৈরী করে রোপন শেষ করুন। চারা সারিতে রোপন করুন। প্রতিটি গোছায় ২-৩ টি করে চারা রোপন করুন।

সার প্রয়োগের মাত্রা ও পদ্ধতি:-

চাষী ভাই আউশ চাষে নিম্নোক্ত হারে সার প্রয়োগ করা যেতে পারে। তবে জাত , জমির উর্বরতা এবং পূর্ববর্তী চাষকৃত ফসলের উপর ভিত্তি করে সারের পরিমান কম বেশী করা যেতে পারে।

শেষ চাষে প্রয়োগ করুন:-

টি এসপি	= ৪০ কেজি/একর।
এমওপি	= ২৮ ,,
জিপসাম	= ২৪ ,,
জিঙ্ক সালফেট	= ৪ ,,

ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করুন:-

চারা রোপনের ১৫ দিন পর ১৯ কেজি /একর ৩০ দিন পর ১৯ কেজি একর। ৪৫ দিন পর ১৯ কেজি একর।

বি: দ্র: - * জৈব সার প্রয়োগ সম্ভব হলে শেষ চাষে করতে হবে এবং মাটিতে ভাল করে মিশিয়ে দিতে হবে।

* ইউরিয়া সার ছাড়া অন্যান্য সার শেষ চাষে ছিটিয়ে ভাল করে মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে।

* রবি ফসলে টিএসপি , এমওপি , জিসাম, জিংসালফেট মাত্রা অনুযায়ী যে সকল প্লটে প্রয়োগ করা হয়েছে সে সকল প্লটে অর্ধেক মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে।

* ধান চাষের পর ধান চাষ করা হলে, প্রথম চাষে পূর্ণ মাত্রায় উপোরিল্লিখিত সার প্রয়োগ করা হলে পরবর্তী ধান চাষে অর্ধেক হারেপ্রয়োগ করলেই চলবে।

* ধান গাছের পাতা ভিজা অবস্থায় উপরি প্রয়োগ করা যাবেনা। আগাছা দমন:- চারা রোপনের ৩০-৪০ দিন পর্যন্ত খেত আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। হাত বাছাই অথবা উইডারের সাহায্যে আগাছা দমন করা যেতে পারে। এছাড়া রোপনের ৬-৮ দিনের মধ্যে রনস্টার -২৫ ইসি নির্ধারিত মাত্রায় প্রয়োগ করা যেতে পারে।

৩) পাট চাষ:-

এ পক্ষকালে বৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথে অথবা সম্ভব হলে সেচ দিয়ে তোষা ও-৯৮৯৭ এবং ও-৭২ জাতের পাট বীজ বপন করুন। শাক খাওয়ার জন্য বিনা পাটশাক-১ জাতের পাট চাষ করতে পারেন।

সার প্রয়োগ:- পাট চাষে একর প্রতি নিম্নোক্ত হারে ও পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ করুন:- ইউরিয়া-৮০ কেজি, টিএসপি-২০ কেজি, এমওপি-২৪ কেজি , জিপসাম-৪০ কেজি , জিংক-৭ কেজি (প্রয়োজনে) সারের অর্ধেক ইউরিয়া এবং অন্যান্য সব শেষ চাষে ছিটিয়ে প্রয়োগ করে মাটিতে ভাল করে মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে। বীজ বপনের ৬-৭ সপ্তাহ পরে নিড়ানি দিয়ে আগাছামুক্ত করে বাকি অর্ধেক ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করে নিড়ানি যন্ত্র দিয়ে মাটিতে ভাল করে মিশিয়ে দিতে হবে।

পোকামাকড় দমন:- এসময়ে উড়চুঙ্গার আক্রমন হতে পারে। এ পোকা ছোট চারা গাছের গোড়া কেটে ফসলের ক্ষতি করে । সম্ভব হলে সেচ দিন, সুফল পাবেন।

৪) ভূট্টা চাষ :-

(ক) চাষী ভাই রবি ভূট্টা এপক্ষকাল এর শেষে পাকতে শুরু করবে। শত করা ৮০% ভাগ পাকলে মোচা সংগ্রহ করুন। গাছ থেকে মোচার খোসা ছাড়িয়ে শুধু মোচা সংগ্রহ

করুন। মোচ সংগ্রহের পর চাটাই অথবা ত্রিপলের উপর ৩-৪ দিন ভাল করে শুকিয়ে মাড়াই মেশিনে সাহায্যে ভূট্টা ছাড়িয়ে নিন। মাড়াইয়ের পর ১০% আর্দ্রতায় শুকিয়ে ভাল করে পরিস্কার করে সংরক্ষণ করুন।

(খ) চাষী ভাই যে সকল প্লটে খরিফ ভূট্টা চাষ করেছেন সে সকল প্লটে নিম্নোক্ত নিয়মে সেচ দিন এবং সার উপরি প্রয়োগ করুন। বীজ বপনের ১৫-২০ দিন পর প্রথম সেচ দিন। বীজ বপনের ৩০-৩৫ দিন পর দ্বিতীয় সেচ দিন । চারা গজানোর ২৫-৩০ দিন পর প্রথম কিস্তি এবং ৪০-৪৫ দিন পর দ্বিতীয় কিস্তি ইউরিয়া উপরি প্রয়োগ করুন।

৫) তিল চাষ:- চাষী ভাই এপক্ষকালে সব তিল খেতে ফুল এসেছে। যদি বৃষ্টি না হয় তা'হলে সেচ দিন।

৭) কলা চাষ:- চাষী ভাই, কলা বার মাস চাষ করা যায়। চারা রোপনের ১০-১৩ মাসের মধ্যে সব জাতের কলা পরিপক্ক হয়ে থাকে। অতিরিক্ত বর্ষা এবং শীত ছাড়া যেকোন সময় কলা চাষ করা যায় । সাধারনত বৎসরে তিন মৌসুমে চারা রোপন করা যায়। তবে আশ্বিন-কার্তিক মাস হলো কলা চাষের উত্তম মৌসুম। কলা চার রোপনের বৎসরের তৃতীয় মৌসুম চলছে। যেসকল চাষী ভাই কলা চারা রোপন করতে পারেন নাই তারা এপক্ষে কলা চারা রোপন করতে পারেন।

কলার চারা সংগ্রহের সময় নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি বিবেচনায় রাখবেন:-

তিনমাস বয়স্ক সুস্থ সবল তেউর রোগমুক্ত বাগান থেকে তেউর সংগ্রহ করতে হবে।

অসি তেউড় সংগ্রহ করুন। শুস্ক মৌসুম শুরু হয়েছে। তাই পূর্বের মৌসুমে রোপনকৃত বাগানে ১৫-২০ দিন অন্তর অন্তর সেচ দিন। নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্ধারিত হারে উপরি প্রয়োগ করুন। কলা বাগান আগাছা মুক্ত রাখুন। মোচা আসার পূর্বে গাছের গোড়ায় কোন তেউড় বেড়ে উঠতে দিবেন না।

৮) গ্রীষ্মকালীন সব্জি:- এপক্ষকালেও ঢেরস চাষ করতে পারেন। এপক্ষকালে বেগুন ও শশার বীজ তলায় বীজ বপন শেষ করুন। এছাড়া এপক্ষকালে চাল কুমড়া , চিচিঙ্গা , ঝিঙ্গা, করলা , বরবটি, ডাঁটা, পুঁই শাক চাষ করুন। এপক্ষকালে সজিনার ডাল রোপন করুন। চাষী ভাই, ভাল বীজে ভাল ফসল । তাই ভল বীজ ব্যবহার করুন। বিএডিসি, বীজ বিক্রয় কেন্দ্র অথবা বীজ ডিলার / অন্য যেকোন বিশ্বাসযোগ্য প্রতিষ্ঠান থেকে ভাল সব্জি বীজ সংগ্রহ করুন।

চাষী ভাই, ইতো পূর্বে চাষকৃত গ্রীষ্মকালীন সব্জির যত্ন নিন প্রয়োজনে মাচা ও বেড়া দিন । বৃষ্টি শুরু না হওয়া পর্যন্ত ভাল ফলনের জন্য ১০-১৫ দিন পর পর সেচ দিন। দক্ষিণ অঞ্চলের চাষী ভাইয়েরা আগামী মৌসুমে সীম লাগানোর জন্য কান্দি অথবা উঁচু স্থানে মাদা তৈরী করুন জৈব সার মাটির সাথে মিশিয়ে মাদা ভর্তী করে রাখুন।

৯) অন্যান্য গাছ রোপন:-

চাষী ভাই প্রতিটি বাড়ীতে /প্রতিটি পরিবারের বাতাবি লেবু , কুল, লেবু, সুপারি, আম, পেয়ারা, জামরুল গাছ থাকা প্রয়োজন। এথেকে আপনি শরীরের জন্য পুষ্টি পাবেন । একই সাথে বাড়তি আয়ের উৎস হবে। এপক্ষকালে উপরোক্ত গাছ লাগানোর স্থান নির্বাচন করে গর্ত করুন। গর্তে জৈব সার সহ নির্ধারিত মাত্রায় অন্যান্য সার মাটির সাথে মিশিয়ে গর্ত পূরণ করে রাখুন। আগাম বৃষ্টি শুরু হলে বাতাবি লেবু এবং লিচুর চারা রোপন করুন।

নিষ্কাশন সবিধাযুক্ত জমিতে এপক্ষকালে আনারস এবং পেঁপে চাষ করুন।

চাষী ভাই কৃষি একটি চলমান প্রক্রিয়া। কৃষিতে প্রতিটি চাষী পরিবারে প্রতিনিয়ত কাজ থাকে। সময়ের কাজ সময়ে করুন। অধিক লাভবান হউন।

মোহাম্মদ আব্দুস সোবহান
সেক্রেটারী জিরায়া'ত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।
মোবাইল:-০১৯১৩-৫২০৬৭২

জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ
ভর্তিচ্ছুগণের জ্ঞাতব্য

২০০৯-এ অনুষ্ঠিত S.S.C পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হওয়ার পর পরই জামেয়া আহমদীয়ার পরবর্তী সেশনে ছাত্র ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হবে, ইনশাআল্লাহ্।

এজন্য এ বছর যারা S.S.C পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে এবং জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ-এ ভর্তি হতে আগ্রহী তাদের যথারীতি প্রস্তুতি গ্রহণ করতে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

পরীক্ষা শেষে ফল প্রকাশে অপেক্ষারত দিনগুলোতে সঠিক উচ্চারণে পবিত্র কুরআন শেখা এবং উর্দূ লিখা ও পড়ার বিষয়ে বিশেষ পদক্ষেপ নিতে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে। এছাড়া বাংলায় অনুদিত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পুস্তক, জামা'তের অন্যান্য প্রকাশনা এবং পাক্ষিক আহমদী পত্রিকা নিয়মিত পাঠ করে উপকৃত হতে অনুরোধ করা হলো, সর্বোপরি এম. টি. এ-তে সম্প্রচারিত হুযূর (আই.)-এর খুতবা অবশ্যই নিয়মিত শুনতে হবে।

সেক্রেটারী
বোর্ড অব গভর্ণরস
জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ

দৈনিক পত্র-পত্রিকার পাতা থেকে

সংকলন ও উপস্থাপনা : এম, আহমদ

ইসলামের নামে বিশৃঙ্খলা করলে প্রতিরোধ ॥ পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী

শনিবার চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সম্মেলনে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ড. হাসান মাহমুদ বলেন, ইসলামের নামে যারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে তাদের প্রতিরোধ করতে হবে। তিনি বলেন, সরকার আলেম ওলামাদের সঙ্গে নিয়ে দিন বদলের সনদ বাস্তবায়ন করবে। আওয়ামী লীগ ইসলামের পক্ষে সর্বস্তরের আলেম ওলামাদের সমর্থন নিয়ে এই সরকার ক্ষমতায় এসেছে। (জনকণ্ঠ, ১৯/০৪/০৯)

প্রধান মন্ত্রী কানাডা যাচ্ছেন ৫ মে ॥

একমাত্র কন্যা সায়মা হোসেন পুতুলের চতুর্থ সন্তান প্রসব উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কানাডার উদ্দেশ্যে ঢাকাত্যাগ করবেন ৫ মে এবং ৬ মে তিনি কানাডার টরন্টোতে অবতরণ করবেন। কানাডা আওয়ামী লীগের সভাপতি সারোয়ার হোসেন ১৯ এপ্রিল বার্তা সংস্থা এনাকে এ সংবাদ নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেছেন, সফরটি নিতান্তই পারিবারিক হলেও তিনি টরন্টোতে অবস্থানকালে সর্বক্ষণিক অফিস পরিচালনা করবেন। তিনি কানাডা থেকেই ঢাকায় ফিরবেন। (জনকণ্ঠ, ২১/০৪/০৯)

জামায়াত কর্মীর গলায় জুতার মালা ॥

কামাপুকুরে এক জামায়াত কর্মী ও স্কুলের লাইব্রেরিয়ানের গলায় জুতারমালা পরানো হয়েছে। জানা গেছে, সৈয়দপুর সরকারী কারিগরি কলেজের লাইব্রেরিয়ান ও জামায়াত কর্মী রেজাউল করিম রেজা বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার কামাপুকুর বাজারে একটি স্কুলের সভাপতির গায়ে মোটরসাইকেল লাগিয়ে দেয় এবং চড় মারে। এই ঘটনায় এলাকাবাসী ক্ষুব্দ হয়ে জামায়াত কর্মীকে আটক করে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে নেয়া হলে সর্বস্তরের জনগণের সিদ্ধান্তে তার গলায় জুতার মালা পরানো হয়। এ সময় সে কৃতকর্মের জন্য দু'হাত তুলে সকলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। (জনকণ্ঠ, ১৮/০৪/০৯)

বলাৎকার ॥ মোয়াজ্জিন বরখাস্ত

সৈয়দপুর জেলার বাঁশবাড়ী ঢালি মসজিদের মোয়াজ্জিন ও সাত সন্তানের জনক সুফি নেওয়াজ আহমদকে (৫০) বলাৎকারের অভিযোগে মোয়াজ্জিনের পদ থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

(জনকণ্ঠ, ১৮/০৪/০৯)

আমিনীকে এমপিদের কাছে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে ॥ ফেৎনা প্রতিরোধ কমিটি

বাংলাদেশ ফেৎনা প্রতিরোধ কমিটির নেতৃবৃন্দ বলেছেন, মুফতি ফজলুল হক আমিনী নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের হুমকি দিয়ে বেয়াদবি করেছেন। এজন্য সকল সংসদ সদস্যের কাছে তাকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে। অন্যথায় ফেৎনা প্রতিরোধ কমিটি তাকে টেনেহিঁচড়ে প্রশাসনসহ জনতার আদালতে এনে আইনের কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে। সভায় নেতৃবৃন্দের বক্তব্যে দেশের কওমী মাদ্রাসাগুলোর কার্যক্রম বিতর্কিত হওয়ার জন্য আমিনীকে দায়ী করেন। নানা অপকর্মের হোতা আমিনী এমপিদের কলাগাছ বলে মন্তব্য করেছিলেন। বক্তারা বলেন, যেদিন তাকে আদালতে নেয়া হবে সেদিন সারা দেশে আনন্দ মিছিল বের হবে। বিতরণ করা হবে মিষ্টি। কারণ আপনি আলেম নামের কলঙ্ক। দেশে এই পর্যন্ত যেসব জঙ্গি ধরা পড়েছে মুফতি হান্নানসহ সকলেই আমিনীর মুরিদ। তাই সরকারের প্রতি দ্রুত আমিনীকে গ্রেফতারের দাবী জানায় ফেৎনা প্রতিরোধ কমিটি। (জনকণ্ঠ, ১৮/০৪/০৯)

এক মণ ধানে এক কেজি গরুর মাংস ॥

সিরাজগঞ্জের তাড়াশসহ চলনবিল এলাকায় নতুন ধান কাটা শুরু হলেও কৃষকের মুখে হাসি নাই। বাজারে প্রতিমণ বোরো ধান ২৫০ টাকা থেকে ২৬০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। এক মণ ধান বিক্রি করে এক কেজি মাংস কিনতে হচ্ছে। (যায়যায়দিন, ১৯/০৪/০৯)

প্রতিদিন ৩০ মিনিট প্রাণ খুলে হাসুন ॥

হৃৎপিণ্ড সবল ও সুস্থ রাখতে প্রতিদিন মাত্র ৩০ মিনিট হাসাই যথেষ্ট। হৃৎপিণ্ডের ওপর হাসির প্রভাব নিয়ে এক গবেষণা চালানোর পর ব্রিটেনের বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি এ তথ্য জানান। হাসি যে শরীর সুস্থ রাখার একটি ভাল দাওয়াই- এ তথ্য বহু পুরোনো। বৃটিশ বিজ্ঞানীদের আবিষ্কৃত তত্ত্ব এতে নতুন মাত্রা যোগ করল।

(প্রথম আলো, ১৯/০৪/০৯)

ধর্মের নামে জঙ্গিবাদী রাজনীতি জনগণ চায় না ॥ এলজিআরডি মন্ত্রী

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম বলেন, দেশের জনগণ ধর্মের নামে জঙ্গিবাদী রাজনীতি দেখতে চায় না। বর্তমান সরকার জঙ্গিবাদীদের নির্মূলে বদ্ধপরিকর। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ গড়ার জন্য জনগণ আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়। বর্তমান সরকার সে লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি রবিবার মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান উপজিলার মালখানগর হাইস্কুল মাঠে নাগরিক কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছিলেন। (জনকণ্ঠ, ২১/০৪/০৯)

হিজবুত তওহিদের ৩১ সদস্য কারাগারে ॥

কুষ্টিয়া সদর থানার পুলিশের হাতে গ্রেফতার হিজবুত তওহিদের জেলা আমীর মাহাবুব আলীসহ ৩১ সদস্যকে গত শনিবার আদালতের মাধ্যমে কুষ্টিয়া জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

(প্রথম আলো, ২০/০৪/০৯)

সৌরজগতের বাইরে সবচেয়ে কম ওজনের গ্রহের সন্ধান লাভ ॥

সৌরজগতের বাইরে বিজ্ঞানীদের নজরে আসা সবচেয়ে হালকা গ্রহের সন্ধান পাওয়া গেছে। বিজ্ঞানীরা বলেছেন, ২০.৫ আলোবর্ষ দূরে অবস্থিত গ্লিজ ৫৮১ নক্ষত্রের এই গ্রহটির ভর পৃথিবীর ভরের দ্বিগুণ। এর আগে সৌরজগতের বাইরে যত গ্রহ দেখা গেছে তাদের কোনটির ভর এত কম নয়। বিজ্ঞানীরা বলেছেন, গ্রহটি তাদের কাছে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। ফ্রানসের মহাকাশ গবেষণা প্রতিষ্ঠান গ্রেনোবল অবজার ভেটরির বিজ্ঞানীরা চিলির লাসাইলায় ৩.৬ মিটারের টেলিস্কোপ দিয়ে এই গ্রহটিকে নজরে আনেন। তারা বলেন, টেলিস্কোপের মাধ্যমে এই নতুন গ্রহ সম্পর্কে আরো তথ্য পাওয়া যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। (বিবিসি, যুগান্তর ২২/০৪/০৯)